আধুনিক আরবী সাহিত্যে তায়মূর পরিবারের অবদান

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক আরবী সাহিত্যে তায়মূর পরিবারের অবদান

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

আধুনিক আরবী সাহিত্যে
তায়মূর পরিবারের অবদান

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর)
বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ১৩৫
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

مساهمة عائلة تيمور في الأدب العربي الحديث

تأليف : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ
রজব ১৪৪৩ হি./ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/ফেব্রুয়ারী ২০২২ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র

Adhunik Arbi Shahitte Taimur Poribarer Abodan (Contribution of Taimur family in Modern Arabic Literature) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**. Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara (Aam chattar), Airport Road, Rajshahi, Bangladesh. Ph : 88-0247-860861, 88-01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. hadeethfoundationbd.com

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	০৪
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	০৬
মুখবন্ধ	০৭
আধুনিক আরবী সাহিত্য	০৯
তায়মূর পরিবার (বংশ তালিকা)	১৪
পরিবার পরিচিতি	১৫
আহমদ তায়মূর	১৭
আয়েশা তায়মূরিয়াহ	৩৬
মুহাম্মাদ তায়মূর	৬৩
মাহমূদ তায়মূর	৬৮
সামগ্রিক বিচারে	৯০
গ্রন্থপঞ্জী	৯২

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক কর্তৃক তাঁর ছাত্র জীবনের গবেষণা অভিসন্দর্ভ এম.এ. থিসিস (১৯৭৫-১৯৭৬)-টি গ্রন্থাকারে বিদগ্ধ পাঠকমণ্ডলীর সামনে তুলে ধরতে পেরে আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। সাহিত্যকর্মের উপর লিখিত গ্রন্থ হিসাবে এটাই 'হাদীছ ফাউণ্ডেশনে'র প্রথম মূল্যবান প্রকাশনা।

অত্র গবেষণাপত্রে মাননীয় লেখক মিসরের স্বনামধন্য তায়মূরী সাহিত্যিক পরিবারের শতবর্ষব্যাপী সাহিত্যকর্মের অনন্যসাধারণ বাণীচিত্র অংকন করেছেন। আরবী সাহিত্যে উক্ত পরিবারের অতুলনীয় অবদান মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁর মধ্যে বাংলা সাহিত্যের যে আলোকোচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়েছে, সেটা যেকোন সাহিত্যামোদী পাঠকের হৃদয়কে আন্দোলিত করবে। সাথে সাথে তাঁর মধ্যে সমাজ সংস্কারের চেতনা যে কত বেশী, সেটাও দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে ফুটে উঠবে, যখন আমরা দেখব যে তিনি উদাহরণ পেশ করতে গিয়ে এদেশে ধর্মের নামে প্রচলিত মীলাদ প্রথা ও হিল্লা বিবাহের বিষয়টি বাংলাভাষী পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

আহমদ তায়মূর পাশার (১৮৭১-১৯৩০) মূল্যবান সংকলন 'যাবতুল আ'লাম' গ্রন্থে বর্ণিত ৬৬৪ জন ব্যক্তির মধ্যে তিনি অন্যদের নাম বাদ দিয়ে ধর্মের নামে প্রচলিত বিদ'আতী প্রথা 'মীলাদুন্নবী'র প্রতিষ্ঠাতা কূকূবূরীর নাম-পরিচয় উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তায়মূর পরিবারের কৃতিসন্তান 'মিসরীয় আরবী সাহিত্যে আধুনিক ছোটগল্পের জনক' এবং 'আরবী সাহিত্যের মোপাসাঁ' বলে খ্যাত মাহমূদ তায়মূর পাশা (১৮৯৪-১৯৭৩) তাঁর 'শাবাব ও গানিয়াত' নামক গল্পগ্রন্থের অন্যান্য ছোটগল্পের মধ্যে একটি অসাধারণ সামাজিক ছোটগল্প 'শায়খুয যাবিয়াহ' বা 'হুজরার শায়েখ' নামক গল্পটির অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের সামনে পেশ করেছেন।

উক্ত ছোটগল্পের মধ্যে লেখক মাহমূদ তায়মূর পাশা তৎকালীন মিসরীয় সমাজে ধর্মব্যবসায়ী একদল পীর-ফকীরের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। যারা একসাথে তিন তালাক দেওয়া বিচ্ছিন্ন দম্পতিদের পুনর্মিলন ঘটিয়ে দেওয়ার অজুহাতে 'হিল্লা'র নামে নিত্য-নতুন মহিলাদের অবাধে ভোগ করে যেতেন। সেই সাথে তারা এটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিধান হিসাবে ভক্তদের সামনে বয়ান করতেন।

মাননীয় গবেষকের এম.এ. থিসিসের সুপারভাইজর ও শিক্ষক ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান (১৯৪১-২০১৪; পরবর্তীতে ৭ম ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ২০০১-২০০৪)। তাঁর শ্বশুর মাদ্রাসা আলিয়া ঢাকার সাবেক প্রিন্সিপ্যাল ড. আইয়ুব আলী (১৮৮৭-১৯৯৫) প্রদত্ত গ্রন্থ সমূহ গবেষককে প্রদান করেন। যেসব গ্রন্থ ড. আইয়ুব আলী মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৫ সালে ডক্টরেট থিসিস রচনাকালে সংগ্রহ করেছিলেন। এম.এ. থিসিস রচনা শেষ হওয়ার পরে গ্রন্থগুলি সব তাঁকে ফেরৎ দেওয়া হয়।

জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে মাননীয় লেখক তাঁর ছাত্রজীবনের এই অমূল্য গবেষণাকর্মটি হাদীছ ফাউণ্ডেশনকে উপহার দেওয়ায় আমরা তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে তাঁর ও তাঁর মরহূম পিতা-মাতা, পরিবারবর্গ ও সন্তান-সন্ততিদের জন্য অত্র লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করছি- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত
৩রা ফেব্রুয়ারী ২০২২, বৃহস্পতিবার। *-প্রকাশক।*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জীবনের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে গবেষণা পত্র জমা দেওয়ার এই স্মরণীয় মুহূর্তে আমি আমার হৃদয়ের উজাড় করা ভক্তি, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দকে। যাঁদের ঐকান্তিক দো'আ ও উৎসাহ না পেলে থিসিস লেখার চিন্তাই হয়তো আমি করতাম না।

অতঃপর বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব ড. সৈয়দ লুৎফুল হক ও মুহতারাম শিক্ষক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ ইসহাক ছাহেবকে। কৃতজ্ঞতা জানাই শিক্ষক জনাব আবুবকর ছিদ্দীককে, যিনি আমাকে সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রদ্ধা জানাই অধ্যাপিকা সাহেরা খাতুনকে, যিনি আমাকে লাইব্রেরীতে বই অনুসন্ধানের ব্যাপারে উদারভাবে সহযোগিতা করেছেন। ভক্তি নিবেদন করি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব আ. ত. ম. মুছলেহুদ্দীন ছাহেবের পবিত্র করপুটে যিনি নিজের অমূল্য সময় ব্যয় করে মাঝে-মধ্যে আমার থিসিস দেখে দিয়েছেন এবং বিভিন্ন বইয়ের সন্ধান দিয়ে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

অতঃপর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে ভক্তির স্থায়ী আসন সুদৃঢ় রইল,.. আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রেরণা, আমার সুপারভাইজর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমানের জন্য। একমাত্র যাঁরই দেওয়া বই-পত্র ও উৎসাহ-উদ্দীপনাকে পুঁজি করেই আমি এ অজানা বিষয়ে হাত দেবার দুঃসাহস করেছিলাম।

এই সুযোগে আমি আমার সকল বন্ধু ও মুরব্বীয়ানকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি যাঁরা আমাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন।

ইতি-

দো'আ প্রার্থী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

মুখবন্ধ

'তায়মুর' নাম শুনলেই আমাদের মনের কোণে স্বাভাবিক ভাবে ভেসে ওঠে সেই দিগ্বিজয়ী বীর তৈমুর লং-এর কথা। কিন্তু এই নামের আস্ত একটি সাহিত্যিক পরিবারও যে আছেন, এটা জানলাম তখনই, যখন আমার সুপারভাইজর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব ড. মুস্তাফীযুর রহমান আমাকে এ ব্যাপারে অবহিত করলেন। শুধু অবহিতই করলেন না বরং মিসরের এই ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যিক পরিবার ও তাঁদের অমূল্য সাহিত্যকর্মসমূহকে বাংলাভাষী সাহিত্যানুরাগীদের নিকট পরিচিত করে তুলবার জন্য এ অকিঞ্চনকে উদ্বুদ্ধ করলেন।

তাঁর প্রেরণা ও পরামর্শকে আমি নির্দেশ মনে করে মাথা পেতে নিলাম। কিন্তু এ সাগর মন্থন করা যে কত দুরূহ, তা বুঝলাম তখনই, যখন পড়াশুনা শুরু করলাম। মুশকিল হ'ল যে, একেবারে সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যিক হওয়ার কারণে এঁদের উপরে লেখা কোন বই-পুস্তক আমাদের দেশে তেমন পাইনি। সেকারণ সীমিত উপকরণ নিয়েই আমাকে এগোতে হয়েছে। তাই এখানে যা কিছু পরিবেশিত হয়েছে, তা যে এ পরিবারের বিরাট অবদানের তুলনায় কিছুই নয়, সেকথা বলাই বাহুল্য।

মিসরের তায়মূর পরিবার সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে এতটুকুই বলব যে, এই পরিবারের অতুলনীয় সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড ও ঐকান্তিক অধ্যবসায় আধুনিক আরবী সাহিত্যকে বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত করতে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। এই পরিবারের অনন্য প্রতিভা আহমদ তায়মূর পাশা আরবী সাহিত্যের ঐতিহ্য সংরক্ষণে যে বিরাট সাধনা, ত্যাগ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন এ যুগে তার তুলনা বিরল। কবিতা ও প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে মিসরীয় নারী জাগরণে নেত্রীর ভূমিকা পালন এই পরিবারের আয়েশা তায়মূরিয়ার অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব। আধুনিক মিসরীয় ছোট গল্পের

প্রবর্তক মুহাম্মাদ তায়মূর এ পরিবারেরই ক্ষণজন্মা প্রতিভা। 'আরবী সাহিত্যের মোপাসাঁ' বলে খ্যাত মাহমূদ তায়মূর আজও তাঁর বৃদ্ধ বয়সে নিরলস সাহিত্য সাধনা করে চলেছেন।

সবশেষে আমি আশা করবো যে, সীমিত উপকরণের ভিত্তিতে রচিত অত্র গবেষণা পত্র বাংলাভাষী পাঠকদের মনে উৎসাহ সৃষ্টি করবে এবং আগামী দিনের গবেষকদের জন্য পথ প্রদর্শন করবে।

ইতি-

দো'আ প্রার্থী
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭৫-৭৬
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

আধুনিক আরবী সাহিত্য

আধুনিক আরবী সাহিত্য বলতে আমরা আরবী সাহিত্যের আধুনিক যুগকে বুঝি। প্রাচীন যুগের আরবী সাহিত্য সে কালের যুগমানসের মুখপত্র ছিল। সে সাহিত্যে সে যুগের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, সামাজিক প্রথা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। ফলে সে যুগের সাহিত্যের ভাবধারা এযুগের সাহিত্যের ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে মিল হ'তে পারে না। আর এ অর্থেই আমরা এযুগের রীতিসমৃদ্ধ আরবী সাহিত্যকে 'আধুনিক আরবী সাহিত্য' বলি। এক্ষেত্রে বলা আবশ্যক যে, ভাষা ও সাহিত্য এক বস্তু না হ'লেও পরস্পর নিরপেক্ষ নহে। তাই সাহিত্যের অগ্রগতি ও অবনতির সাথে ভাষা অপরিহার্যভাবে জড়িত।

আরবী একটি জীবন্ত ভাষা। একমাত্র এভাষাই তার হাযার বছরের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত আজও অটুট রেখেছে। দেড় হাযার বছর পূর্বে আরবী যে শব্দের যে অর্থ ছিল, আজও সেই শব্দ সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই বলে আরবী কোন বন্ধ্যা ভাষা নয়। বরং বিবর্তনশীল জগতের সকল চাহিদা মিটিয়ে এ ভাষা একটি ক্রমোন্নতিশীল প্রাণবন্ত ভাষা। প্রাক-ইসলামী যুগ হ'তে শুরু করে এযাবৎকাল পর্যন্ত এ ভাষার ইতিহাসে রচিত হয়েছে উত্থান-পতনের বহু রোমাঞ্চকর অধ্যায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াবলীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধারাসমূহ বুকে নিয়ে এ ভাষা যেমন একদা সারা বিশ্ব সভ্যতায় নেতৃত্ব দিয়েছে, পরিচিত হয়েছে বিশ্বের প্রায় সকল সভ্যজাতির ভাষাসমূহের সাথে, তেমনি ইতিহাসের চরমতম রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে কয়েকশত বৎসরের সঞ্চিত নিজের সকল অমূল্য রত্নভাণ্ডার টাইগ্রিসের উন্মত্ত স্রোতে বিসর্জন দিয়ে সাক্ষাৎ অবলুপ্তির কিনারে পৌঁছে যাওয়ার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাও এর রয়েছে। আরও রয়েছে পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জগতের সাথে একাধারে প্রায় দু'শ বছর (১০৯৫-১২৯১ খৃ.) যাবৎ ক্রুসেডের সুদীর্ঘ সামরিক অভিজ্ঞতা। কিন্তু সকল যুগের সকল অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সকল চাহিদা মিটিয়ে এ ভাষা আজও নিজ স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান। তাই বহু অভিজ্ঞতার চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পূর্ণ-পরিপক্ক এ ভাষা বর্তমান আধুনিক যুগের চাহিদাসমূহ মিটিয়েও যে তার

চিরন্তন স্বাতন্ত্র্যের স্বর্ণালী মর্যাদা সমুন্নত রাখবে- এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। বরং বলা যেতে পারে যে, অন্যান্য যে কোন ভাষার তুলনায় আরবী ভাষার বিপুল শব্দভাণ্ডারই (rich vocabulary) তাকে এই স্থায়ী সমৃদ্ধি উপহার দিয়েছে।[১]

যুগের দাবী অনুযায়ী বহু বিদেশী শব্দ গ্রহণ করেও এ ভাষা অদ্যাবধি তার কলুষহীন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে, তার একটিমাত্র কারণ তার বুকে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের অবস্থিতি। কেননা কুরআন নাযিলের পূর্ব পর্যন্ত আরবী সাহিত্য তার রীতি ও গঠনপ্রকৃতিতে উন্নত ছিল না (not rich in forms and constructions)।[২] অতঃপর আল-কুরআনই সর্বপ্রথম আরবী গদ্য সাহিত্যের চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় রীতি-পদ্ধতির প্রবর্তন করে (fixed in an unchanged form)।[৩] ফলে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসীদের কথাও আরবী সকলের জন্য বোধগম্য না হলেও তাদের লিখিত সাহিত্যিক বা ক্লাসিক আরবী সকলের পক্ষে বোধগম্য হয়ে থাকে। কেননা লেখ্য ও ক্লাসিক আরবীতে সকলেই কুরআনের প্রবর্তিত সাহিত্যিক ধারা অনুসরণ করে থাকে।[৪] তাই বিভিন্ন আরব গোত্রের মধ্যকার উপভাষাগত (dialectical) বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও সকলের অনুসৃত উপরোক্ত সাহিত্যগত ঐক্যই আরবী ভাষাকে বিভিন্ন স্বতন্ত্র ভাষায় বিক্ষিপ্ত হয়ে অস্তিত্ব বিলুপ্তির আশংকা হ'তে রক্ষা করেছে। যেমনটি হয়েছে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ল্যাটিনের ভাগ্যে।[৫] যা বিভক্ত হয়ে বর্তমানে ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি স্বতন্ত্র ভাষায় রূপ লাভ করেছে। এমনিভাবে অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা সংস্কৃতও আজ ক্রম-বিলুপ্তির পথে।

পক্ষান্তরে আরবী ভাষা তার বিভক্তি বা বিলুপ্তি দূরে থাক, এ ভাষা ক্রমেই উন্নতির সোপান বেয়ে চলেছে। তার একটিমাত্র কারণ, এ ভাষা যুগের দাবীকে যেমন অস্বীকার করেনি, তেমনি আধুনিক হওয়ার নামে আপন হারিয়ে সর্বহারাও হয়ে যায়নি। বরং পূর্বেকার যেকোন অবস্থার ন্যায়

১. এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম ১ম খণ্ড ৫৬৬ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত।
৩. ক্যাসেলস এনসাইক্লোপেডিয়া অব লিটারেচার ১ম খণ্ড ২৯ পৃ.।
৪. এনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকানা ২য় খণ্ড ১২৩ পৃ.।
৫. প্রাগুক্ত।

বর্তমানেও এ ভাষা তার চিরন্তন ঐতিহ্যের ভিত মযবুতভাবে আঁকড়ে রয়েছে এবং আরবী ভাষার চিরায়ত মূলনীতি বজায় রেখেই তবে আধুনিক রীতি ও শব্দাবলী গ্রহণ করেছে।[৬]

আরবী ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট অনারব শব্দাবলীকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে- মু'আর্‌রব ও মুওয়াল্লাদ। 'মুআর্‌রব' ঐসকল বিদেশী শব্দকে বলে, যা কুরআন নাযিলের যুগে আরবদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এই শব্দগুলিকে আরবীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। ২য় 'মুওয়াল্লাদ' বা 'মছনূ' (নব্যসৃষ্ট) ঐসকল বিদেশী শব্দকে বলে, যা পরবর্তী বা আধুনিক কালে নতুনভাবে আরবদের মধ্যে চালু হয়েছে।[৭]

উদার ও অবিরত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও পারসিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আব্বাসী খেলাফত যুগে (৭৫০-১২৫৮ খৃ.) আরবী সাহিত্য তার ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় (golden age) অতিক্রম করে। অতঃপর তাতারী আক্রমণে বাগদাদের মর্মান্তিক পরিণতিতে আরবী সাহিত্য পৃষ্ঠপোষক হারিয়ে এতীম হয়ে পড়ে। তারপর নেমে আসে দীর্ঘ অবক্ষয়ের (age of decadence) এক গাঢ় অমানিশা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হ'তে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাবধি সুদীর্ঘ প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছরের নিশ্ছিদ্র তমসার মাঝে ছফিউদ্দীন হিল্লী (১২৭৮-১৩৪৯ খৃ.), শিহাবুদ্দীন তা'ল্লাফরী (১১৯৭-১২৭৭), দামেশকের আয়েশা বা'ঊনিয়া (১৪৬০-১৫১৬), ছালাহুদ্দীন ছাফাদী (১২৯৬-১৩৬৩), কায়রোর আব্দুর রহমান ইবনু খালদূন (১৩৩২-১৪০৬) প্রমুখ প্রতিভা সমূহের স্ফুরণ ঘটলেও তা ছিল ঘনঘটাপূর্ণ রজনীতে অন্ধকারের বুক চিরে বিদ্যুতের ঝিলিক দিয়ে যাওয়ার মত। এতে সামগ্রিক অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

৯৭৬ খৃষ্টাব্দে খলীফা ২য় হাকাম ও ১৪৯২ খৃ.ষ্টাব্দে গ্রানাডা রাজ্যের পতনের ফলে আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র স্পেনীয় ইউরোপের অবসান ঘটে।

---

৬. ড. ত্বহা হোসায়েন লিখিত প্রবন্ধ হ'তে। আল-মুখতারাত ১৯৬ পৃ.।

৭. মুফতী মুহাম্মাদ শফীকৃত ভূমিকা : আল-মুনজিদ (আরবী-উর্দূ) ১৯ পৃ.। ভূপালের নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বিভিন্ন 'মছনূ' শব্দাবলী একত্রে সংকলন করে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। ঐ পৃ. ২৫।

এরপর তুরস্কের খলীফাগণ ও ভারতের মুসলিম সম্রাটগণ বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করলেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের উল্লেখযোগ্য কোন অবদান ছিল না। ফলে এ যুগে প্রতিভার স্ফুরণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথে না হয়ে অন্যপথে হয়। মুসলিম সম্রাটদের অজস্র সম্পদ ব্যয়িত হয় বিরাট বিরাট সমাধিসৌধ আর সুরম্য হর্ম্যরাজির বিনির্মাণে। কিন্তু গড়ে ওঠেনি কোন বিজ্ঞান মন্দির, কোন লাইব্রেরী অথবা কোন বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ মুসলমানদেরই এককালের সঞ্চিত অমৃতসুধা পান করে ইউরোপে তখন ঘটে গেল যুগান্তকারী শিল্পবিপ্লব। যা মুসলিম শাসকদের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনি।

আধুনিক যুগ

আরবী সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রধান কেন্দ্র মিসর বাহ্যত তুর্কী সুলতানদের *(১৫১৭ সালে সুলতান সেলিমের আমল হ'তে ১৮৪০ পর্যন্ত। মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস' মিসর অধ্যায়)* অধীনে থাকলেও অন্তরের দিক দিয়ে তা ছিল সম্পূর্ণ আরবী অভিমুখী। তাই সেখানে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা লেগেই ছিল। এর ছায়াপাত ঘটেছিল সিরিয়া ও ইরাকেও। কোন সুষ্ঠু পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে মানুষের ধ্যান-ধারণা এ সময় বিচিত্র পথে প্রকাশ লাভ করছিল। এ যেন ছিল কোন এক ঘুমন্ত জাতির দুঃস্বপ্ন। তাদের এ দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটলো অবশেষে নেপোলিয়নের কামান গর্জনে।

১৭৯৮ খৃ.ষ্টাব্দে নেপোলিয়নের মিসর জয়ের ফলে যে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন সূচিত হয়, তার ফলে মিসরীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী মিসরীয় খেদীভদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার ফলে আরবী সাহিত্যের উন্নয়ন পূর্ণ গতিলাভ করে।

আরবী সাহিত্যে এই রেনেসাঁ আন্দোলন প্রধানতঃ দু'টি ধারায় এগিয়ে চলে। একদল সাহিত্যিক আরবী সাহিত্যে নব্যধারা ও শব্দাবলী সংযোজন করতে চান। অন্যদল এর বিরোধিতা করেন এবং আরবী ভাষার চিরন্তন রীতি অক্ষুণ্ন রেখেই তবে আধুনিক ভাবধারা গ্রহণ করতে চান। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও অনুবাদক মিসরের রিফা'আত বেগ আত-

তাহতাবী (১৮০১-১৮৭৩), মুহাম্মাদ বেগ ওছমান জালাল (১৮২৮-১৮৮৯) প্রমুখ প্রথমোক্ত মতের অনুসারী ছিলেন। পক্ষান্তরে লেবাননের নাছিফ আল-ইয়াযেজী (১৮০০-১৮৭১), আহমদ ফারেস আশ-শিদইয়াক্ব (১৮০৪-১৮৮৭ খৃ.), বুতরুস আল-বুসতানী (১৮১৯-১৮৮৩), মিসরের নছর আল-হূরীনী (মৃ. ১৮৭৪), আলী পাশা মুবারক (১৮২৩-১৮৯৩), আব্দুল্লাহ পাশা ফিকরী (১৮৩৪-১৮৮৯), ইরাকের মাহমূদ শুকরী আলূসী (১৮৫৬-১৯২৪) প্রমুখ সাহিত্যিকগণ দ্বিতীয় মতের অনুসারী ছিলেন।[৮]

অতঃপর কায়রোর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর মিসরের মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুহু (১৮৪৯-১৯০৫) যখন প্যান-ইসলামিজমের প্রবক্তা জামালুদ্দীন আফগানীর (১৮৩৮-১৮৯৭) সংস্পর্শে এসে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন, তখন হ'তে আরবী সাহিত্য একটি নির্দিষ্ট ধারায় মোড় নেয়। আব্দুহু সম্পূর্ণরূপে ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাসকে ভিত্তি করে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী চিন্তাধারাসমূহের সমন্বয়ে আরবী সাহিত্যকে একটি নতুন খাতে বইয়ে দেন- যা নব্যপন্থী ও প্রাচীনপন্থীদের মাঝে সমঝোতার সেতুবন্ধ রচনায় বহুলাংশে সফল হয়।[৯]

আব্দুহুর অনুসারী এই মধ্যপন্থী দলের মধ্যেও আবার তুলনামূলকভাবে কিছুটা গোঁড়া ও কিছুটা উদার দু'টি ধারা লক্ষ্য করা যায়। যেমন মিসরের ড. মনছূর ফাহমী (১৮৮৬-১৯৫৯), ড. আহমদ আমীন (১৮৮৬-১৯৫৪), মোস্তফা আব্দুর রায্যাক (১৮৮৫-১৯৪৭) প্রমুখ পণ্ডিতগণকে আমরা ১ম ধারার এবং অন্ধ সাহিত্যিক ড. ত্বহা হোসায়েন (১৮৮৯-১৯৭৩) ও তাঁর অনুবর্তীদেরকে ২য় ধারার অনুসারী হিসাবে গণ্য করতে পারি।[১০]

তবে মোদ্দাকথা এই যে, যিনি যে পন্থীই হৌন. সকলেরই লক্ষ্য ছিল আরবী সাহিত্যের উন্নয়ন। আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনে তাঁদের কারো অবদান কারো চাইতে কম ছিল না।

---

৮. এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম ১ম খণ্ড, ৫৭২ পৃ., স্টাডিজ অন দি সিভিলাইজেশন অব ইসলাম ২৪৯ পৃ.।

৯. ষ্টাডিজ অন দি সিভিলাইজেশন অব ইসলাম ২৫৩ পৃ. ৩ ইসলামিক কালচার পত্রিকা, জানু-অক্টো, ১৯৪১, ৩২১ পৃ.।

১০. প্রাগুক্ত পত্রিকা।

আধুনিক আরবী সাহিত্যের এই ব্যাপক উন্নয়ন তৎপরতায় মিসরের ঐতিহ্যবাহী 'তায়মূর পরিবারের' অবদান অসামান্য। আমরা এক্ষণে তাঁদের আলোচনায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।-

তায়মূর পরিবার

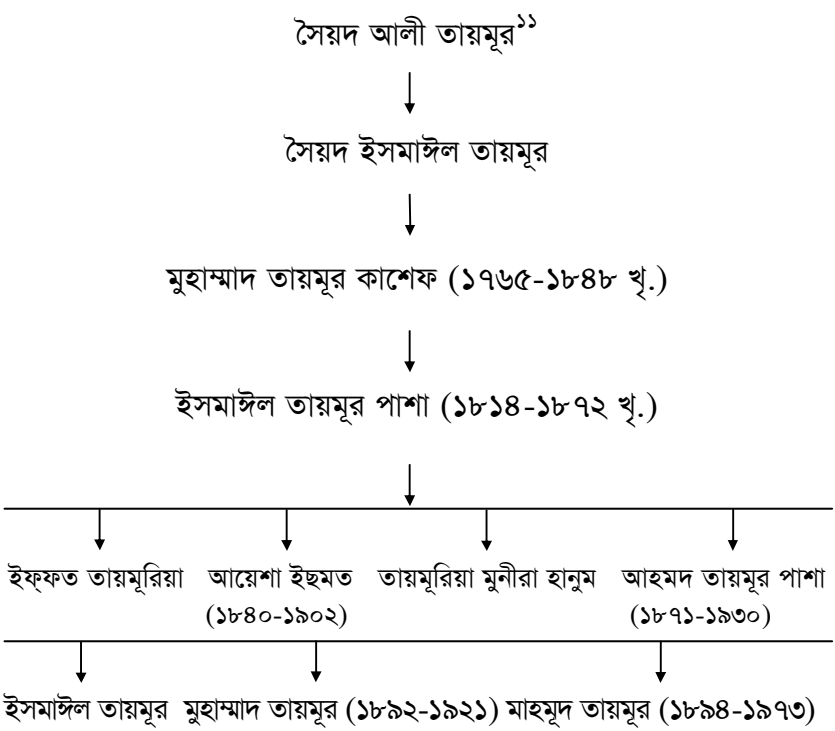

১১. 'যিকরা আহমদ তায়মূর বাশা' ৩৫ পৃ.।

পরিবার পরিচিতি

তায়মূর পরিবার কায়রো মহানগরীর একটি ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যিক পরিবারের নাম। এই পরিবারের জনৈক পূর্বপুরুষ সর্বপ্রথম কুর্দিস্থানের 'চুলান' নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। পরে সেখান থেকে 'মূছেল' গমন করেন। মূছেল হ'তে স্বনামধন্য পণ্ডিত ও সাহিত্যিক আহমদ তায়মূর পাশার দাদা মুহাম্মাদ তায়মূর কাশেফ (১৭৬৫-১৮৪৮) মিসরে হিজরত করেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[১২]

মুহাম্মাদ তায়মূর কাশেফ তাঁর জনৈক ঘনিষ্ট তুর্কী বন্ধু আব্দুর রহমান আফেন্দী ইসলামবুলীর কন্যা আয়েশার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর তাঁদের পুত্র ইসমাঈল তায়মূর পাশার (১৮১৪-১৮৭২) ঔরসে ও তদীয় মুক্তদাসী (مَعْتُوقة) জনৈকা 'যারকেসী' মহিলার গর্ভে জন্ম নেন আধুনিক আরবী সাহিত্যের দুই প্রধান দিকপাল সৈয়দা আয়েশা ইছমত তায়মূরিয়া (১৮৪০-১৯০২) ও আহমদ তায়মূর পাশা (১৮৭১-১৯৩০)।[১৩] বিংশ শতকের আরবী সাহিত্যাকাশের দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র মুহাম্মাদ তায়মূর (১৮৯২-১৯২১) ও মাহমূদ তায়মূর (১৮৯৪-১৯৭৩) উক্ত আহমদ তায়মূর পাশারই ঔরসজাত সন্তান ছিলেন।

এক্ষণে আহমদ তায়মূরের রক্তে দাদার দিক দিয়ে কুর্দী, দাদীর দিক দিয়ে তুর্কী ও মায়ের দিক দিয়ে যারকেসী মোট ত্রিধারা স্রোতের সংমিশ্রণ ঘটল।

আহমদ তায়মূরের অন্যতম ঊর্ধতন পিতামহ সৈয়দ আলী তায়মূর ওছমানীয় খেলাফতের একজন নামকরা সেনাপতি ছিলেন। তাঁর নিজের পিতামহ মুহাম্মাদ তায়মূর কাশেফ তুর্কী খেলাফতের অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। একটি ওছমানীয় সেনা প্রতিনিধি দলের সাথে তিনি ও মুহাম্মাদ আলী একত্রে মিসরে আসেন। পরে মুহাম্মাদ আলী মিসরের শাসক বা খেদীভ (১৮০৫-১৮৪৮) নিযুক্ত হলে মুহাম্মাদ তায়মূর কাশেফ বিভিন্ন সময়ে

১২. আরবী শিক্ষা একাডেমী বক্তৃতামালা। ২য় খণ্ড, ৪১২ পৃ.।
১৩. দীওয়ানু আয়েশা তায়মূরিয়া : হিলইয়াতুত ত্বিরায ১৬ ও ৫৫ পৃ.।

বিভিন্ন সরকারী উচ্চপদে সমাসীন থাকেন। তিনি খেদীভের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন এবং সবশেষে হেজাযের গভর্ণর ছিলেন।[১৪]

আহমদ তায়মূরের পিতা ইসমাঈল তায়মূর খেদীভ সাঈদ পাশার পারিষদ-প্রধান (ديوان أفندى) ছিলেন। অতঃপর খেদীভ ইসমাঈল পাশা (১৮৬৩-১৮৭৯) তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্মানসূচক 'পাশা' খেতাবে ভূষিত করেন।[১৫]

আহমদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল তায়মূর রাজা ১ম ফারূকের প্রথম সচিব (الأمين الأول) ছিলেন এবং আহমদ তায়মূর নিজে মিসরীয় পার্লামেন্টের উচ্চ পরিষদের একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন। একই সময়ে (১৯২৪ সালে) তিনি সরকার কর্তৃক 'পাশা' খেতাবে ভূষিত হন।[১৬]

এক্ষণে আমরা আধুনিক আরবী সাহিত্যে উক্ত তায়মূর পরিবারের আহমদ তায়মূর, আয়েশা তায়মূরিয়া, মুহাম্মাদ তায়মূর ও মাহমূদ তায়মূর সহ মোট চারজন কৃতি সন্তানের অবদান নিয়ে আলোচনা করব।-

১৪. যিকরা আহমদ তায়মূর বাশা ৩৫, ৭১ পৃ., তারাজিম পৃ. ১৫৭; উস্তায কুর্দ আলী বলেন যে, মুহাম্মাদ কাশেফ কবি আহমদ শাওক্বীর দাদার সঙ্গে একত্রে মিসরে হিজরত করেন। যিকরা ৭৯ পৃ.।

১৫. প্রাগুক্ত ৩৫ ও ৩৬ পৃ.।

১৬. প্রাগুক্ত ৩১ ও ৮৩ পৃ.। 'পাশা' তুর্কী সুলতান কর্তৃক নিয়োজিত মিসরীয় প্রতিনিধি (Viceroy)-এর উপাধি। 'বেগ' উক্ত 'পাশার' অধীনে বিভিন্ন সেনাপতিদের উপাধি। 'মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস'। 'পাশা' ও 'বেগ' ওছমানীয় খলীফাদের যুগে মিসরীয় শাসকের অধীনস্ত উপাধি সমূহের নাম *(আল-ম'জামুল ওয়াসীত্ব ২২২ পৃ.)*।

আহমদ তায়মূর পাশা

(১৮৭১-১৯৩০ খৃ.)

১. জীবন ও শিক্ষা।

২. সাহিত্য সেবায় আহমদ তায়মূর

(ক) প্রবন্ধ সাহিত্যে

(খ) সমালোচনা সাহিত্যে

(গ) গ্রন্থ রচনায়

(ঘ) তায়মূরী সংগ্রহশালা

৩. অবদান মূল্যায়ন

৪. চরিত্র

৫. বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি

৬. মৃত্যু

(ক) আহমাদ তায়মূর পাশা

১. জীবন ও শিক্ষা

১২৮৮ হিজরীর ২২শে শা'বান মোতাবেক ১৮৭১ খৃ.ষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর কায়রোর ঐতিহ্যবাহী তায়মূর পরিবারে আহমদ তায়মূরের জন্ম হয়।[১৭] মাত্র সাড়ে তিন মাস বয়সেই তিনি পিতৃহারা হন। তখন হ'তে তিনি বড় বোন প্রখ্যাত কবি আয়েশা তায়মূরিয়াহ্র (১৮৪০-১৯০২) নিকট লালিত-পালিত হন। শৈশবে পিতা তাঁর নাম রাখেন 'আহমদ তাওফীক্ব'। কিন্তু পরবর্তীকালে পারিবারিক উপাধিতেই তিনি আহমদ তায়মূর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সাহিত্য ও সমাজের কল্যাণে অফুরন্ত তাওফীক লাভে ধন্য হয়েছিলেন।

বড় বোন আয়েশা ব্যতীত ইফফত ও মুনীরা হানুম নামে তাঁর বড় আরও দু'টি বোন ছিলেন। যাঁরা বিশেষ সামাজিক মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। আহমদ ছিলেন সকলের ছোট ও পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র সন্তান।[১৮]

পিতা ইসমাঈল তায়মূর পাশা (মৃ. ১৮৭২ খৃ.) বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন। আরবী, ফার্সী, তুর্কী, ফরাসী, ইংরেজী ও ইতালিয়সহ মোট ছয়টি ভাষা তিনি ভালভাবে বলতে ও লিখতে পারতেন।[১৯] বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্যবিষয়ক মূল্যবান ও দুর্লভ গ্রন্থাবলী তিনি নিজের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সংগ্রহ করেন। তিনি বলতেন যে, 'আমি খুবই লজ্জিত হই, যখন দেখি যে, আমার হাতে একখানা বই এলো, আর আমি তা না পড়ে রেখে দিলাম'।[২০] তিনি সদালাপী, মার্জিতরুচি ও বিশুদ্ধভাষার অধিকারী ছিলেন। আহমদ তায়মূর এই যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তানই ছিলেন।

শৈশবে তিনি শায়েখ রেযওয়ান মুহাম্মাদের নিকট পবিত্র কুরআন পাঠ শিক্ষা করেন। অতঃপর 'কালিবর' মাদ্রাসায় হাসান আব্দুল ওয়াহ্হাব ও ওবায়েদ

১৭. আত-তাযকেরাতুত তায়মূরিয়াহ পৃ. ৪৪৯।
১৮. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ৫৬।
১৯. প্রাগুক্ত পৃ. ১৬।
২০. যিকরা আহমদ পৃ. ৩৬।

বেগ নামক দুইজন প্রখ্যাত উস্তাযের নিকট ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। সেখানে ফার্সী ও তুর্কী ভাষায়ও তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অন্যতম সেরা পণ্ডিত শায়েখ হাসান আত-তাবীলের নিকট তিনি তর্কশাস্ত্র (মানতেক) এবং শায়েখ শানক্বীত্বী আল-কাবীরের নিকট আরবী ভাষা শিক্ষা করেন।[২১]

এইভাবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ফরাসীদের স্কুল 'মারসিলে' পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন শেষে তিনি আর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেননি। বরং নিজ গৃহ তাঁর জন্য শিক্ষায়তনে পরিণত হয়। ফলে কায়রো মহানগরীর 'সা'আদাহ' রোডে 'আছামবগা' মসজিদের সন্নিকটে অবস্থিত তাঁর বাড়ী তৎকালীন আরব বিশ্বের সেরা সাহিত্যিক, পণ্ডিত, ভাষাবিদ, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ ও বিজ্ঞজন মণ্ডলীর মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়।[২২] এখানে যেসকল মনীষীর নিয়মিত মজলিস হ'ত, তাঁদের মধ্যে ছিলেন শায়েখ রেযওয়ান বিন মুহাম্মাদ আল-মুখাল্লালাতী, শায়েখ আবু আব্দুল ওয়াহ্হাব, হাসান আত-তাভীল, মাহমূদ সামী পাশা বাওরদী, ইসমাঈল পাশা ছাবরী, খাফী বেক নাছেফ, শায়েখ মুহাম্মাদ সামালূতী, শায়েখ মুহাম্মাদ আব্দুহু, শায়েখ আহমদ যুরক্বানী, শায়েখ আহমদ মিফতাহ, শায়েখ তাহের আল-জাযায়েরী, হাফেয ইব্রাহীম, সা'দ পাশা যগলূল, ফাৎহী পাশা যগলূল, ক্বাসেম আমীন, শায়েখ আদুভী, শায়েখ হুরীনী, শায়েখ হোসায়েনী প্রমুখ মনীষীগণ।[২৩] ভাষা ও সাহিত্যের যেকোন শিক্ষায়তনের চাইতে এই সকল মনীষীদের নিয়মিত সাহচর্য যে অধিকতর ফলপ্রসু ছিল, তা বলাই বাহুল্য।

২. সাহিত্য সেবায় আহমদ তায়মূর :

আহমদ তায়মূর পাশা আরবী সাহিত্যের সেবায় নিজের সমস্ত জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করেন। তিনি এমন এক সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যখন আধুনিক আরবী সাহিত্য তার ব্যাপক উন্নয়ন প্রস্তুতির দ্বিতীয় পর্যায় অতিক্রম করছিল। তিনি দ্বীন ও সাহিত্যকে সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তিনি বলতেন, 'আমি আরবী ভাষাভাষী হিসাবে জন্ম নিয়েছি ও কুরআনের

২১. যিকরা আহমদ পৃ. ৮।
২২. তারাজিম পৃ. ১৫৭।
২৩. যিকরা আহমদ পৃ. ৮, ৭৭; তাযকেরা পৃ. ৪৫০; তারাজিম পৃ. ১৫৭।

সভ্যতায় গড়ে উঠেছি। ...আরবী আমার ভাষা, ইসলাম আমার জীবন ব্যবস্থা'।[২৪]

আহমদ তায়মূরের সাহিত্য সাধনার মূল লক্ষ্য ছিল আরবদের ফেলে আসা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার। এজন্য তিনি তাঁর রচনায় বিদেশী শব্দাবলী সম্পর্কে ফুটনোট দিয়ে পাঠককে হুঁশিয়ার করে দিতেন। তিনি 'তেলীফোন'কে 'হাতিফ' ও 'সেকরেতীর'কে 'কাতিবুসসির' বলতেন।[২৫] নিম্নে গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করবো।-

(ক) প্রবন্ধ সাহিত্যে আহমদ তায়মূর :

আহমদ তায়মূর মিসরের বহু নামকরা পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। যার মাধ্যমে আমরা তাঁর সুদূর প্রসারী জ্ঞান ও গভীর মনীষার সন্ধান পাই। তাঁর প্রায় সকল প্রবন্ধই ছিল আরবীয় সভ্যতা, ইসলামী শরী'আত ও ঐতিহাসিক গবেষণা ভিত্তিক। আল-মুওয়াইয়েদ, আয-যিয়া, আল-মুক্বতাত্বাফ, আল-মুক্বতাবিস, আল-মুক্বত্বিম, আল-আহরাম, আল-হেলাল, আল-হিন্দিসাহ, আয-যাহরা, আল-হেদায়াতুল ইসলামিয়াহ প্রভৃতি স্বনামধন্য পত্রিকাসমূহে তাঁর প্রবন্ধসমূহ নিয়মিত ছাপা হ'ত। এতদ্ব্যতীত দামেশকের শিক্ষা একাডেমী পত্রিকাতেও তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[২৬]

তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধসমূহের মধ্যে-

১. 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' (الخلافة والسُّلطانية) অন্যতম। ১৯২২ সালে আল-মক্বত্বিম পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়। প্রাচীন রাজতন্ত্র ও পশ্চিমা গণতন্ত্র এ দু'য়ের মাঝে ইসলামের সুষম রাজনৈতিক মতাদর্শ লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন উক্ত প্রবন্ধের মাধ্যমে।

২. মুসলিম প্রকৌশলীগণ (الْمُهَندِسون الإسلاميون) নামে ১৯২৩ সালে 'হিন্দিসাহ' পত্রিকায় তাঁর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ ছাপা হয়।

২৪. যিকরা আহমদ পৃ. ৪১।
২৫. প্রাগুক্ত পৃ. ৪১।
২৬. প্রাগুক্ত পৃ. ৪১; তারাজিম পৃ. ১৫৭।

৩. ৪. ৫. একই পত্রিকার ৮ম বর্ষের (১৯২৮) জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় 'আরবদের নিকট চিত্র' (التصوير عند العرب) ও 'দেওয়াল চিত্র' (التصوير على الْجُدْران) নামে এবং মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যায় 'সবাক চলচ্চিত্র' (التماثيل المتحركة والمصوتة) নামে পরপর কয়েকটি সাড়া জাগানো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক যুগের এই সকল আবিষ্ক্রিয়ার যথার্থ মূল্যায়ন করেন।

তবে লেখকের অধিকাংশ প্রবন্ধ ছাপা হয় 'আয-যাহরা' পত্রিকায়। তন্মধ্যে কয়েকটি গবেষণামূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধের নাম এখানে উল্লেখ করা হ'ল। যেমন-

৬. আরবদের খেলাধুলা (لُعَب العرب)।

৭. প্রকৌশলীদের শ্রেণী বিভাগ (طَبَقات الْمُهَندِسين)।

৮. ইবনু আবী আছবা'আহ কৃত 'চিকিৎসকদের শ্রেণী বিভাগ বইয়ের পরিশিষ্ট (ذَيل طبقات الأَطِبّاء لإبن أبى أصْبَعَة)।

৯. চার মযহাবের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (نَظْرة تاريخية فى حدوث المذاهب الأربعة وانتشارها)।

১০. ভূ-তত্ত্ব ও নভোতত্ত্ব (الأرْضية والفَلَكِية)।

১১. ইমাম সুয়ূত্বীর কবর ও তার স্থান পর্যালোচনা (قبر الامام السيوطى وتحقيق موضعه)।

১২. আবুল 'আলা আল-মা'আররী (ابو العَلاء الْمَعرِّى)।

১৩. মিসরীয় ইতিহাসের হারানো অংগুরীয় (الْحَلْقةُ الْمَفقودة من تاريخ مصر)।

১৪. ফরীদ বেজদী কৃত বিশ্বকোষের ইতিহাস অধ্যায়ের সমালোচনা (نَقْد القسم التاريخى لدائرة المعارف لفريد وِجْدى)।

১৫. আল-মুহীত্ব অভিধানের সংশোধনী (تصحيح القاموس المحيط)।

১৬. লিসানুল আরব অভিধানের সংশোধনী (تصحيح لسان العرب)।

এমনিভাবে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর লিখিত সমস্ত প্রবন্ধ যদি একত্রে সংকলন করা যায়, তবে নিঃসন্দেহে সেগুলি কয়েকটি বড় বড় গ্রন্থে রূপ লাভ করবে।[২৭]

ইসলামী শরী'আত বিষয়ক তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ 'আল-হেদায়াতুল ইসলামিয়াহ' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতেই প্রকাশ পায় তাঁর বহু বিশ্রুত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ 'মহানবীর স্মৃতিচিহ্ন সমূহ' (الآثار النبوية)। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি উক্ত পত্রিকার ১৩৪৮ হিজরীর (১৯২৯ খৃ.) মুহাররম হ'তে মোট ১০ কিস্তিতে সমাপ্ত হয়। যার ১০ম কিস্তিটি তাঁর মৃত্যুর (উক্ত সনের ২৭শে যিলক্বদ) পরবর্তী যিলহজ্জ সংখ্যায় বের হয়। বলা বাহুল্য এটাই ছিল লেখকের জীবনের সর্বশেষ প্রবন্ধ।[২৮]

উক্ত প্রবন্ধে লেখক মহানবী (ছাঃ)-এর চাদর, ছড়ি প্রভৃতি স্মৃতিচিহ্ন সমূহ সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছেন। এতদ্ব্যতীত মিসর, কনষ্ট্যান্টিনোপল, দামেশক, যেরুযালেম, ফিলিস্তীন, পশ্চিম ত্রিপোলী, হিন্দুস্থান প্রভৃতি এলাকায় মহানবী (ছাঃ)-এর স্মৃতিচিহ্ন সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এজন্য তিনি সিরিয়া, তিউনিস, ফিলিস্তীন ছাড়াও অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহে ভ্রমণ করেন। এই প্রবন্ধে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের আংটি সম্পর্কেও তাঁর অনুসন্ধানমূলক পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে।[২৯]

২৭. তারাজিম পৃ. ১৫৯।
২৮. প্রাগুক্ত পৃ. ১৬০।
২৯. যিকরা পৃ. ৪০।

(খ) সমালোচনা সাহিত্যে আহমদ তায়মূর :

সাহিত্য-সমালোচনা ও উহার গবেষণামূলক পর্যালোচনায় আহমদ তায়মূর সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর গভীর দূরদৃষ্টিতে যেকোন গ্রন্থের নিরপেক্ষ সমালোচনা অতীব সূক্ষ্ম ও নিখুঁতভাবে ফুটে উঠতো। বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর তিনি গবেষণামূলক সমালোচনা করেছেন। তন্মধ্যে আল্লামা শিহাবুদ্দীন ইয়াহয়া বিন হাবাশ সোহরাওয়ার্দীকৃত 'তালবীহাত' গ্রন্থের সমালোচনা অন্যতম। এতদ্ব্যতীত ইমাম তাবরেযীর ব্যাখ্যাকৃত ইমাম ইবনু জানীর 'শারহুল লামা' (شرح اللُّمَع) গ্রন্থের উপর এবং শরীফ ইদ্রিসীকৃত 'নুযহাতুল মোশতাক্ব ফি ইখতিরাক্বিল আফাক্ব' নামক মূল্যবান গ্রন্থের উপরও তিনি স্বীয় গবেষণাসমৃদ্ধ আলোচনা রাখেন।[৩০]

(গ) গ্রন্থ রচনায় আহমদ তায়মূর :

জ্ঞানের সাধক আহমদ তায়মূর কোন মতামত ব্যক্ত করতেন না সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত। অমনিভাবে কোন বইও প্রকাশ করতেন না, যতক্ষণ না তার সকল দিক ব্যাপকভাবে পর্যালোচিত হ'ত। এজন্য তাঁর বৃহদায়তন সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড সমূহের অধিকাংশই তাঁর জীবদ্দশায় পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর 'তায়মূরী প্রকাশনা কমিটি' কর্তৃক এই সকল পাণ্ডুলিপি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে।

স্বীয় জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত লেখকের প্রণীত গ্রন্থসমূহের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে পেশ করা হ'ল।[৩১]

১. তাছহীহু লিসানিল আরব (تصحيح لسان العرب) প্রকাশকাল : ১ম খণ্ড, ১৩৩৪ হি. ও ২য় খণ্ড, ১৩৪৩ হি.।

২. তাছহীহুল ক্বামূসিল মুহীত্ব (تصحيح القاموس المحيط) প্রকাশকাল : ১৩৪৩ হি.।

৩০. যিকরা পৃ. ২৪।
৩১. প্রাগুক্ত পৃ. ২৭, ৫৬।

৩. নাযরাতুন তারীখিয়াতুন ফী হুদূছিল মাযাহিবিল আরবা'আহ ওয়া ইনতিশারিহা (نظرة تاريخية فى حدوث المذاهب الاربعة وانتشارها) 'ইতিহাসের দৃষ্টিতে চার মাযহাবের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি' প্রকাশকাল : ১৩৪৪ হি.।

৪. আবুল 'আলা আল-মা'আররী (ابو العلاء المعرِّى) : এই অমূল্য গ্রন্থে তিনি আব্বাসী আমলের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক অন্ধ কবি আবুল 'আলার বিরুদ্ধে নাস্তিকতার অপবাদ খণ্ডন করেছেন এবং তাঁর হারিয়ে যাওয়া কবিতাসমূহ সংকলন করেছেন।

৫. রিসালাতুন ফির রুতাবে ওয়াল আলক্বাব (رسالة فى الرُّتَب والألقاب) : 'পদমর্যাদা ও উপাধি সম্পর্কীয় গ্রন্থ'।

৬. আ'ইয়ানুল ক্বারনিছ ছালেছে 'আশারা ওয়া আওয়ায়েলির রাবে' 'আশারা' (أعيان القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر) 'ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের প্রথমদিকের মনীষীগণ'। এ বইয়ে লেখকের জীবনীসহ মোট ২৫ জন মনীষীর জীবনী স্থান পেয়েছে। প্রকাশকাল : ১৩৫৯ হি./১৯৪০ খৃ.।

৭. লু'আবুল আরব (لُعَب العرب) : 'আরবদের খেলাধুলা'।

৮. আত-তাছবীর ইনদাল আরব (التصوير عند العرب) : 'আরবদের নিকট চিত্র'। প্রাচ্যের পণ্ডিতগণ এই অমূল্য গ্রন্থের একটি প্রবন্ধকেই যথেষ্ট মনে করে থাকেন।

৯. যাবতুল আ'লাম (ضَبْط الأعلام) : 'দিকপালদের সংহিতা'। এই গ্রন্থে ইসলামী বিশ্বের মোট ৬৬৪ জন সেরা ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি স্থান পেয়েছে। প্রকাশকাল : ১৯৪৭ ইং।

১০. তারীখুল উসরাতিত তায়মূরিয়াহ (تاريخ أسرة التيمورية) : 'তায়মূর পরিবারের ইতিহাস'।

১১. আল-আছারুন নববিয়াহ (الآثار النبوية) 'মহানবীর স্মৃতিচিহ্ন সমূহ'।

১২. আত-তাযকেরাতুত তায়মূরিয়াহ (التذكرة التيمورية) : 'তায়মূরী স্মরণিকা'। এটাই লেখকের শ্রেষ্ঠ সংকলন। প্রকাশকাল : ১৯৫৩ ইং।

প্রায় অর্ধ শতাধিক গ্রন্থের প্রণেতা আহমদ তায়মূরের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত আরও বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যার সম্পূর্ণ তালিকা পেশ করা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

আহমদ তায়মূর পাশা যে কত গভীর মনীষা ও অনুসন্ধিৎসার অধিকারী ছিলেন, তার নমুনা স্বরূপ এক্ষণে আমরা মাননীয় লেখকের কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরব।-

প্রথমেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে প্রশংসিত (ক) 'তায়মূরী স্মরণিকার' কথাই ধরা যাক। ৪৬৩ পৃষ্ঠার এই বিরাট গ্রন্থে সাত শতাধিক দুর্লভ বস্তুর সন্ধান মিলবে, যা সচরাচর অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর প্রায় বাইশ হাযার অমূল্য গ্রন্থাবলী অধ্যয়নকালে যে সব ঐতিহাসিক ঘটনা, সামাজিক উত্থান-পতন, মানব সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, শহর ও জনপদ, সমুদ্র ও নদী-নালা, নাম না জানা মসজিদ ও মাদ্রাসা সমূহ, ভাষা ও সাহিত্যগত বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ বিষয়াবলী এবং অন্যান্য যা কিছু তাঁর নযরে দুর্লভ ও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল, সবগুলিকে তিনি এই অমূল্য গ্রন্থে সংকলন করেছেন।[৩২] তিনি সাগর সেঁচে মানিক কুড়িয়েছেন। আর তা সঞ্চয় করে গেছেন পরবর্তী জ্ঞানপিপাসুদের জন্য।

পাঠক সাধারণের সুবিধার্থে এই গ্রন্থে আরবী বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ('আবজাদী' নিয়মে) তিনি সর্বমোট ৭১৭টি বিষয়ে গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন। এখানে তাঁর আলোচনার একটি অবিকল নমুনা তুলে ধরছি। যেমন প্রথমে 'আলিফ' বর্ণ দিয়ে শুরু করা নামসমূহ হ'তে-

'আবাদ অথবা আবায। ফার্সীতে এই শব্দের অর্থ স্থান, শহর বা অনুরূপ। ইয়াকূত হামাভী স্বীয় 'মু'জামুল বুলদানে'র মধ্যে বলেছেন, 'আহমদ আবায' অর্থ আহমদের প্রাসাদ। দেখুন- ইতিহাসগ্রন্থ 'নূরুস সাফের' পৃ. ২১৪ (মিসরের জাতীয় লাইব্রেরী : খাযানাতুত তায়মূরিয়াহ বই নং ১৩১৫)। আরও দেখুন এই বইয়ের ৪৩৫ পৃষ্ঠায় 'হিন্দ' বিষয়ে 'আহমদাবাদ' ও তার ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনা অংশ'।

---

৩২. তাযকেরা পৃ. ১৩।

এই অমূল্য গ্রন্থটি সম্পর্কে উস্তায মুহেববুদ্দীন আল-খত্বীব বলেন যে, এই রচনাটিই আহমদ তায়মূরের সকল রচনার মূল। এমনটি বলা যেতে পারে যে, এই গ্রন্থটিই তাঁর সারা জীবনের সকল অধ্যয়ন ও গবেষণার সার-সংক্ষেপ। ড. আহমদ আমীন, উস্তায কুর্দ আলী প্রমুখ মনীষীগণও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। গ্রন্থটিকে তিনি মনের মত করে সাজিয়ে বিদ্বানগণের সম্মুখে পেশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে সে সুযোগ দেয়নি।[৩৩]

আহমদ তায়মূরের আরেকটি সৃষ্টি (খ) আল-বারক্বিয়াত। 'বারক্ব' অর্থ বিদ্যুৎ। এ বইয়ে তিনি ঐ সমস্ত আরবী শব্দাবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন, যেগুলি বিদ্যুদ্বেগে এক অর্থ হ'তে অন্য অর্থে পরিক্রমণ করে। যেমন- 'বাদ্দাদা' শব্দটির অর্থ বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত হওয়া। সেখান থেকে অর্থ নেওয়া হয়েছে। বসা অবস্থায় তন্দ্রায় মাথা ঢুলানো'। অতঃপর সেখান থেকে 'দান অথবা অংশ' অর্থে। যেমন 'আবাদ্দা বায়নাহুমুল 'আত্বাআ (সে তাদের মধ্যে দান বন্টন করেছে)। বর্তমানে এই শব্দের আধুনিক ব্যবহার হয়েছে 'মুবাদ্দাহ' নামে। যা 'সফরের পাথেয়' অর্থে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনকি অতি সম্প্রতি এটি 'মুখারাজাহ' বা 'খাদ্যাদি ক্রয়ের পুঁজি' অর্থেও ব্যবহৃত হচ্ছে। যা সফরে না গিয়ে বাড়ী থাকা অবস্থায়ও হ'তে পারে।[৩৪] আহমদ তায়মূরের উক্ত গ্রন্থে এই ধরনের মোট ২৫৮টি শব্দের দুর্লভ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

আহমদ তায়মূরের একটি মূল্যবান সংকলন হ'ল তাঁর প্রণীত (গ) যাবতুল আ'লাম, 'দিকপালদের সংহিতা'। এই গ্রন্থে ইসলামী বিশ্বের মোট ৬৬৪ জন সেরা ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি স্থান লাভ করেছে। গ্রন্থটিকে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে। নিম্নে লেখকের আলোচনার সামান্য নমুনা দেওয়া হ'ল। যেমন- 'কাফ' বর্ণে কূকূবূরী :[৩৫]

'কূকূবূরী বিন আলী বিন বুক্তেকীন বিন মুহাম্মাদ। উপনাম (কুনিয়াত) আবু সাঈদ, উপাধি (লক্বব) আল-মালেকুল মো'আযযম মোযাফ্ফরুদ্দীন, ইরাকের ইরবলের অধিপতি ছিলেন। ইনি প্রচলিত 'মীলাদুন্নবী' প্রথার

৩৩. যিকরা পৃ. ৭৮, ৩২।
৩৪. বারক্বিয়াত ভূমিকা পৃ. (৫)।
৩৫. যাবতুল পৃ. ১৩৭।

প্রবর্তনকারী বলে প্রসিদ্ধ। ৫৪৯ হিজরীর ২৭শে মুহাররম মঙ্গলবার রাতে মূছেল দুর্গে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩০ হিজরীর ১৮ই রামাযান বুধবার রাতে ইন্তেকাল করেন'। এরপর লেখক উক্ত নামের সঠিক উচ্চারণ ও জন্ম-মৃত্যুর তারিখ নিয়ে ফাসী ও ইবনু খাল্লেকানের দেওয়া তথ্য সমূহের অবতারণা করেছেন।

অবশ্য প্রকৃত নাম, উপনাম ও উপাধির ভিন্নতার কারণে একই ব্যক্তি কয়েকবারও আলোচিত হয়েছেন। যেমন রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর মুওয়ায্যিন বেলালের নাম প্রথমে 'বা' বর্ণে স্থান পেয়েছে। 'রা' বর্ণে ইবনু রাবাহ (পিতার) নামে এসেছে। পুনরায় 'হা' বর্ণে ইবনু হামামাহ (মায়ের) নামে আলোচিত হয়েছে।

লেখকের জীবনের শেষ সৃষ্টি 'আল-কেনায়াতুল আমিয়াহ' (الكِنايات العامية) বা প্রচলিত প্রবচনসমূহ এবং 'আল-আমছালুল আমিয়াহ' (الأمثال العامية)[৩৬] বা প্রচলিত প্রবাদসমূহ। বলা যেতে পরে যে, বই দুইটি একই সংকলনের দু'টি অংশ (صِنْوٌ)।

'আমছালুল আমিয়াহ' বইটি আমাদের হাতে আসেনি। তবে সে সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা দেখতে পাই কায়রোর আল-আহরাম, আল-মিছরী, আল-মুক্বত্বিম প্রভৃতি নামকরা পত্রিকাসমূহে। আল-মুক্বত্বিম বলেছেন, নিজ ক্ষেত্রে অনন্য এই গ্রন্থটিকে একটি অভিধান বলা যেতে পারে। আরবের বিভিন্ন প্রান্তের প্রচলিত প্রবাদ সমূহ একত্রে সমাবেশ করার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের কোন জুড়ি নেই। শুধু জমা করা নয়, বরং উক্ত প্রবাদসমূহের মূল উৎস উদঘাটন, অর্থসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, প্রাচীন আরবে প্রচলিত প্রবাদসমূহের সাথে বর্তমানে প্রচলিত প্রবাদসমূহের সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য বিধান, অতঃপর ঐগুলো সহজে খুঁজে বের করার জন্য 'আবজাদী' রীতির অনুসরণ প্রভৃতি সবকিছু মিলিয়ে গ্রন্থটি লেখকের একটি অতুলনীয় সৃষ্টি'।[৩৭] এতে প্রায় ৫০০০ (পাঁচ) হাযার প্রবাদ সংকলিত হয়েছে।[৩৮]

---

৩৬. কেনায়াহ ভূমিকা, পৃ. (ه)।

৩৭. প্রাগুক্ত ভূমিকা পৃ. (ز)।

৩৮. যিকরা পৃ. ৮৮; মিসরের 'আল-মিছরী' পত্রিকার মতে ২৬৯৬টি। (কেনায়াহ : ভূমিকা পৃ. (ز)।

অতঃপর ‘কেনায়াহ’ বলতে ঐ সকল শব্দ অথবা বাক্যকে বুঝায়, যাকে বক্তা তার প্রকাশ্য অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ কল্পনা করে থাকেন। এ ধরনের শব্দ ও বাক্য সকল ভাষা ও সাহিত্যে প্রচলিত আছে। আলোচ্য ‘কেনায়াতুল আমিয়াহ’ গ্রন্থে মাননীয় লেখক সর্বমোট ৩৩৬টি কেনায়াহ বাক্য ও শব্দ আলোচনা করেছেন। নিম্নে কয়েকটি নমুনা পেশ করা হ’ল। যেমন-

১. ইবনু রুযা (إبن رُضا) ‘খুশীর সন্তান’। এর দ্বারা ‘অবৈধ সন্তান’ বুঝানো হয়। সঠিক উচ্চারণ হবে ‘ইবনু রিযা’। কিন্তু অবৈধ সন্তান বুঝানোর জন্য বিপরীত উচ্চারণে ‘ইবনু রুযা’ বলা হয়।

২. ইবনু কুতবাহ (ابن كُتبة) ‘লেখার সন্তান’। এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়, যে সর্বদা পাপকাজে ডুবে থাকে। যেন ঐ পাপকর্মই তার ভাগ্যের লিখন।

৩. আজরে মুনাবিল (أجر مُناول) ‘দাতার পুরস্কার’। ঠাট্টাচ্ছলে ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি নিজে কষ্ট করে অন্যকে বিলিয়ে যান। কিন্তু নিজে কিছুই পান না।

৪. আকাল লাহমুহ (أَكَلْ لَحمُهْ) ‘সে তার গোশত খেয়েছে’। এর দ্বারা গীবত করা বুঝানো হয়।

৫. খাবার আবয়ায (خَبَر أبيضْ) ‘সাদা খবর’। এর দ্বারা দুঃসংবাদ বুঝানো হয়।

৬. কাহওয়া মাজীরিয়াহ (قَهوه مَجيرية) ‘মাজীরিয়া পল্লীর কফি’। কোন কাজের ধীরগতি বা কোন ব্যক্তির ‘গদাই লশকরী চাল’ বুঝানো হয়।

৭. ক্বাদ্দিল কূল (قَدِّ القُول) ‘যেমন বলা হয় তেমনি’। এর দ্বারা কোন ব্যক্তির উচ্চ মর্যাদা বুঝানো হয়।

৮. ক্বালীলিত ত্বাহি (قليل الطَّهْى) ‘রন্ধনকার্যে কম পারদর্শী’। এর দ্বারা কোন কাজে অজ্ঞ বা অদক্ষ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়।

৯. লাত ও আজান (لَتٌّ وعَجْن) ‘তালগোল পাকানো’। এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়, যিনি বেশী কথা বলেন এবং এক কথা বারবার বলেন।

১০. ইয়া মাওলায় কামা খালাক্বতিনী (يا مولايْ كما خلقتنى) 'হে আমার প্রভু! যেমন তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ'। এর দ্বারা সর্বহারা ব্যক্তিকে বুঝানো হয়।

(ঘ) তায়মূরী সংগ্রহশালা :

আহমদ তায়মূর ভেবেছিলেন যে, টাকা-পয়সা গেলেও ফিরে আসে, কিন্তু দুর্লভ গ্রন্থাবলী একবার বিনষ্ট হ'লে পুনরায় তা আর ফিরে পাবার সম্ভাবনা থাকে না। সেকারণ তিনি তাঁর আমলের ও বিগত আমলের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী ও অমূল্য পাণ্ডুলিপি সমূহ সংগ্রহের জন্য স্বীয় অর্থভাণ্ডার মুক্ত করে দেন। তিনি সকল আরামকে হারাম করে বহু সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয়ে গড়ে তোলেন প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরী 'আল-খাযানাতুত-তায়মূরিয়াহ' বা তায়মূরী সংগ্রহশালা।

পিতা ইসমাঈল তায়মূরই প্রথম এই পারিবারিক পাঠাগারটি গড়ে তোলেন। ১৮৮৯ সালে আহমদ তায়মূর এটাকে বিরাটাকারে গড়ে তুলবার সংকল্প করেন। এজন্য তিনি দুর্লভ ও মূল্যবান পাণ্ডুলিপিসমূহ সংগ্রহ করে দেওয়ার বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও পুরস্কার ঘোষণা করেন। পরে ১৩১২ হি./১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে হজ্জ উপলক্ষ্যে মদীনায় গেলে শায়েখুল ইসলাম আরেখ হিকমতের পাঠাগার পরিদর্শন করেন। সেখানে সংগৃহীত অসংখ্য মূল্যবান সংগ্রহসমূহ দেখে তিনি আরও উৎসাহিত হন। তিনি পূর্ণ উদ্যমে সংগ্রহ অভিযান শুরু করেন। তাঁকে এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেন আস্তানা (ইস্তাম্বুল), সিরিয়া, ইরাক ও মরক্কোর স্বনামধন্য পণ্ডিতগণ। অতঃপর সংগ্রহের পরিমাণ বেশী হওয়ায় ১৯০১ সালে তিনি আলোচ্য 'তায়মূরী সংগ্রহশালা'র নতুন ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন।[৩৯]

অল্পদিনের মধ্যেই ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সাহিত্য ও ইসলামী শরী'আতসহ বিভিন্ন বিষয়ে আরব বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বহু মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থাবলী ও পাণ্ডুলিপিসমূহ এসে জমা হয়ে গেল। তাছাড়া অভিজ্ঞ নকল নবীশের একটি বিরাট দল কয়েক বৎসর যাবত দিবারাত্র পরিশ্রম করে বহু মূল্যবান গ্রন্থাবলী নকল করেন। যেরুযালেমের খালেদিয়া লাইব্রেরী, মিসরের জাতীয় লাইব্রেরী, দামেশকের যাহেরিয়া লাইব্রেরী ছাড়াও রোম, প্যারিস, ভিয়েনা, আস্তানা (ইস্তাম্বুল) এবং অন্যান্য স্থানের বিখ্যাত

৩৯. তাযকেরা পৃ. ৪৫১; তারাজিম পৃ. ১৫৭; যিকরা পৃ. ৮।

সংগ্রহশালা সমূহ হ'তে প্রাচীনকালের দুর্লভ পাণ্ডুলিপিসমূহ নকল করে এনে তায়মূরী সংগ্রহশালায় সঞ্চিত করেন। সুখের বিষয় যে, এই সমস্ত লাইব্রেরীর মালিকগণ, এমনকি ভ্যাটিকানের নেতারা পর্যন্ত তাঁদের সংগ্রহশালা হ'তে আহমদ তায়মূরকে যেকোন বই নকল করে নেবার উদার অনুমতি দিয়েছিলেন।

কিন্তু জ্ঞানপিপাসু আহমদ তায়মূরের এতেও তৃষ্ণা নিবারণ হয়নি। তাই তিনি নিজ হাতে বই নকল করা শুরু করেন। ফলে তাঁর ইন্তেকালের দু'বছর পরে ১৯৩২ সালে যখন মিসরের জাতীয় লাইব্রেরীর নিকট তাঁর লাইব্রেরীটি হস্তান্তর করা হয়, তখন সেখানে প্রায় সোয়া একুশ হাযার মূল্যবান গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি মওজুদ ছিল। যার অধিকাংশই ছিল হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি এবং সমস্তগুলিই ছিল উত্তমভাবে বাঁধাই করা। নিম্নে তায়মূরী সংগ্রহশালায় বিভিন্ন বিষয়ে সংগৃহীত বই সমূহের একটি তালিকা দেওয়া হ'ল।[৪০]

১. ভাষা সম্বন্ধীয় : ২,৩৯০ খানা।
২. সাহিত্য বিষয়ক : ২,৬৭৫ ,,
৩. দ্বীন, আখলাক ও শরী'আত : ৪.৯৫৬ ,,
৪. অভিধান ও বিশ্বকোষ : ৩,৯৭৪ ,,
৫. বিভিন্ন দেশ ও সমাজের ইতিহাস : ৪,২৭৩ ,,
৬. ক্যাটালগ, সংকলন ও চিত্র : ১,২৮৬ ,,
৭. বিভিন্ন জ্ঞান বিষয়ক যথা- আইন, অর্থনীতি, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, সংগীত, খেলাধূলা, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি মোট = : ১,৭০৮ ,,
৮. উপঢৌকন ও মুদ্রা বিষয়ক মোট = : ৯২ ,,

সর্বমোট : ২১,৩৫৪ খানা

(একুশ হাযার তিনশত চুয়ান্ন)।

তায়মূরী সংগ্রহশালার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্যত্র পাওয়া যায় না।[৪১] যেমন

৪০. যিকরা পৃ. ২২।
৪১. প্রাগুক্ত পৃ. ২২-২৩।

১. এখানে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী হ'তে ১০ম শতাব্দী পর্যন্তকার বিখ্যাত পণ্ডিত ও মনীষীগণের স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরকৃত বহু চুক্তিনামা সংরক্ষিত আছে।

২. বুলাকসহ মিসরের অন্যান্য ছাপাখানার প্রকাশিত সকল প্রকার জ্ঞানবিষয়ক বই এবং প্রাচ্যবিদ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আরবী ভাষার যেসকল গ্রন্থাবলী নিজেরা প্রকাশ করেছেন, তার সবগুলি এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৩. আধুনিক মিসরের স্থপতি মুহাম্মাদ আলী পাশা ও তদীয় পুত্র ইব্রাহীম পাশার সাথে এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে এই পরিবারের যেসব পত্রালাপ হয়, সেই সব পত্রাবলী ২২টি বড় বড় ভলিউমে বাঁধাই করে এখানে রাখা আছে।

৪. আরবীয় সভ্যতা ও মিসরের ইতিহাস সম্পর্কিত ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় লিখিত কিছু মূল্যবান গ্রন্থাবলীও এখানে আছে।

৫. এতদ্ব্যতীত এই সংগ্রহশালায় জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক নানান ধরনের যন্ত্রপাতি, চীনামাটির বাসন-পত্র, রকমারি মৃৎপাত্রসমূহ, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের ব্যবহৃত দোয়াত-কলম সমূহ ছাড়াও ইসলাম জগতের বরেণ্য ব্যক্তিদের তৈলচিত্র সমূহ সংরক্ষিত আছে। যেমন- ক্রুসেড বিজেতা বীর গাযী ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (১১৩৮-১১৯৩), মিসরের ফাতেমীয় খলীফাদের (৯০৯-১১৭১), তুরস্কের ওছমানীয় খলীফাদের* ছবি এবং সমসাময়িক যুগের মনীষী সাইয়েদ জামালুদ্দীন আফগানী (১৮৩৮-১৮৯৮), মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুহু (১৮৪৯-১৯০৫), শায়েখ তাহের আল-জাযায়েরী, শায়েখ জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, শায়েখ হাসান আত-তাবীল, শায়েখ আব্দুল ক্বাদের আল-জাযায়েরী প্রমুখদের ছবিসমূহ সংরক্ষিত আছে।

৬. শেষের দিকে আহমদ তায়মূর স্বীয় অতুলনীয় গ্রন্থাগারে ইউরোপ হ'তে কিছু ভাল ভাল বই ফটোষ্ট্যাট করে এনে জমা করেন। ফ্রান্সের শিক্ষা

* প্রথম ওছমান (১৩০০-১৩২৬) থেকে মোট ৩৬ জন শাসকের সর্বশেষ খলীফা ৬ষ্ঠ মুহাম্মাদ পর্যন্ত যার নিকট থেকে ১৯২৪ সালে কামাল পাশা খেলাফত ছিনিয়ে নিয়ে এর বিলুপ্তি ঘটান *(মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস, শেষ পৃষ্ঠা)*।

একাডেমীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কিছু প্রকাশনাও এখানে রয়েছে। উক্ত সংগ্রহশালায় সংগৃহীত সকল বইয়ের অধিকাংশই ছিল হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি।[৪২]

এইভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম, অকাতর অর্থ ব্যয় ও একাগ্র সাধনার মাধ্যমে বিরাট প্রতিভার অধিকারী এই মহান পরিশ্রমী পুরুষের একক প্রচেষ্টায় যা সম্ভব হয়েছিল, কোন দেশের জাতীয় সরকারের পক্ষেও তা করা বেশ সুকঠিন ছিল। যার ফলশ্রুতি হিসাবে এই পারিবারিক সংগ্রহশালা মিসরের তিনটি সেরা লাইব্রেরীর অন্যতম বলে পরিগণিত হয়। একটি মিসরে জাতীয় লাইব্রেরী, অন্যটি আল-আযহার লাইব্রেরী এবং তৃতীয়টি আহমদ তায়মূরের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী। বরং এটাই সত্য যে, তায়মূরী সংগ্রহশালায় যেসব দুর্লভ সংগ্রহসমূহ রয়েছে, উক্ত দু'টি লাইব্রেরীতে তা নেই।[৪৩]

ডঃ আহমদ আমীন বলেন, আহমদ তায়মূরের এই বিরাট সংগ্রহশালা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানপিপাসুদের জন্য কা'বা স্বরূপ ছিল।[৪৪]

৩. অবদান মূল্যায়ন :

আধুনিক আরবী সাহিত্যে আহমদ তায়মূর পাশার অবদান মূল্যায়ন করতে গেলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম চিন্তা করতে হবে যে, কোন অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে তিনি সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করেছিলেন। একদিকে তখন ইংরেজ কর্তৃক (১৮৮২ হ'তে প্রধানতঃ পরবর্তী ত্রিশ বৎসর) দেশের অফিস-আদালত ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহ হ'তে আরবী হটিয়ে যবরদস্তি ইংরেজী চাপানোর প্রয়াস চলছে। অন্যদিকে প্রাচীনপন্থী ও নব্যপন্থীদের তুমুল দ্বন্দ্বে আরবী সাহিত্যের আশানুরূপ অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

এমতাবস্থায় আহমদ তায়মূর সাহিত্যজগতে এলেন। তিনি কোনরূপ বাড়াবাড়ির মধ্যে না যেয়ে আরবী ভাষাকে তার নিজস্ব মর্যাদায় সমাসীন করতে চাইলেন। তিনি তাঁর সাহিত্য সেবার মূল লক্ষ্য রাখলেন, প্রাচীন আরবীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। এজন্য তিনি তাঁর বেশীরভাগ দৃষ্টি

৪২. যিকরা পৃ. ২৬; তারাজিম পৃ. ১৫৮।
৪৩. তাযকেরা পৃ. ৪৫৩।
৪৪. যিকরা পৃ. ৩১।

নিবদ্ধ রাখেন ইসলামের ও মিসরীয়দের ফেলে আসা প্রাচীন ঐতিহ্যসমূহ পুনরুদ্ধারের প্রতি।[৪৫] ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে এবং অকাতর অর্থ ব্যয় ও সংগ্রহশালা স্থাপনের মাধ্যমে আহমদ তায়মূর যে বিরাট অবদান রেখে গিয়েছেন, তার তুলনা বিরল। অনেকে তাঁকে জুরজী যায়দানের (১৮৬১-১৯২৪) সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু একদিকে আধুনিক আরবী সাহিত্যের ধারা নির্বাচনে, অন্যদিকে সাহিত্যের খোরাক সংগ্রহ ও সংরক্ষণে তিনি যে দ্বিমুখী খিদমত একযোগে আঞ্জাম দিয়েছেন, এমনটি তাঁর সমসাময়িক অন্য কোন সাহিত্যিকের জীবনে দেখা যায় না। এদিক দিয়ে বিচার করলে তাঁকে কেবলমাত্র একজন মহান সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক না বলে বরং 'আধুনিক যুগের অসংখ্য ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকের পিতা' বলা যেতে পারে।

৪. চরিত্র :

আহমদ তায়মূর ধীরস্থির, বিনয়ী ও স্বল্পভাষী ছিলেন। ব্যবহারে উদার কিন্তু চরিত্রে প্রত্যয়দৃঢ়। এই প্রতিভাধর ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য ছিল দু'টি : ইসলামী শরী'আত ও আরবী সাহিত্যের সেবা। দৃঢ় মনোবলের অধিকারী আহমদ তায়মূর শৈশবে এতীম হয়ে এবং দেশী বা বিদেশী কোন উচ্চ ডিগ্রীর অধিকারী না হয়েও কেবলমাত্র গভীর নিষ্ঠা ও একাগ্র সাধনার বলে আধুনিক আরবী সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে বিরাট অবদান রেখে গিয়েছেন, তার তুলনা বিরল।

জ্ঞানানুশীলনে নিবেদিতপ্রাণ এই মহান ব্যক্তিটি ছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রমী। জ্ঞানার্জনের কোন একটি সুযোগকে তিনি অবহেলায় ছেড়ে দেননি। বই আর লাইব্রেরীই ছিল তাঁর জীবন। কোন বই প্রথমে নিজে না পড়ে তিনি সংগ্রহশালায় জমা করতেন না। ফলে যখন আমরা দেখি যে, স্বীয় সংগ্রহশালায় প্রায় সাড়ে একুশ হাযার বইয়ের সবগুলিই তিনি নিজে পড়েছেন, ফুটনোট দিয়েছেন, মুখবন্ধ লিখেছেন, অধ্যায় ভাগ করেছেন, সূচীপত্র তৈরী করেছেন, অতঃপর সুন্দর ও মযবুত বাঁধাই শেষে নিজহাতে ঝকঝকে অবস্থায় সাজিয়ে রেখেছেন,[৪৬] তখন এই মানুষটির ব্যাপারে বিস্ময়ে হতবাক হওয়া ছাড়া উপায় থাকে কি?

৪৫. যিকরা পৃ. ২২; তাযকেরা পৃ. ৪৫৩।
৪৬. তারাজিম পৃ. ১৫৮।

তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে একজন আরবীয় এবং পাক্কা মুসলমান। একবার এক বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি নিজে মুসলিম মহাজাতির একটি অংশ। আরবী ভাষা-ভাষী হিসাবে জন্ম নিয়েছি ও কুরআনের সভ্যতায় গড়ে উঠেছি। অতএব আরবী আমার ভাষা ও ইসলাম আমার জীবন বিধান।[৪৭]

তিনি একজন সৌখিন ফটোগ্রাফার ছিলেন।[৪৮] কেবল সখের জন্য নয়; বরং এর দ্বারা তিনি পরবর্তীদের জন্য জ্ঞানের খোরাক ও ইতিহাসের রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। কায়রোর ট্রাম কোম্পানী যখন সরকারের সঙ্গে নগরীতে ট্রাম লাইন চালু করার ব্যাপারে একমত হ'ল, তখন দূরদর্শী আহমদ তায়মূর বুঝলেন যে, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হ'লে বহু ইমারত, দালান-কোঠা ও পুলসমূহ ধ্বংস করা হবে। তাদের কোন চিহ্ন থাকবে না। ফলে শতাব্দীর সাক্ষী এই সব ঐতিহ্য সম্পর্কে পরবর্তীকালে কেউ জানবে না। তাই আহমদ তায়মূর নিজে ক্যামেরা নিয়ে এইসব ইমারত, পুল ও অন্যান্য নিদর্শনাবলীর ফটো তুলে নিজ সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ করলেন।[৪৯]

তিনি রাজনীতির প্রতি একেবারেই অনাসক্ত ছিলেন। একবার তিনি বলেন যে, 'রাজনীতি শব্দটি আমি অভিধানে দেখেছি মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যখন কোন রাষ্ট্রের ভাল কিংবা মন্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তখন আমি তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকটাই কেবল বিবেচনা করে থাকি'।[৫০]

অবশ্য মৃত্যুর ছয় বৎসর পূর্বে (১৯২৪ সালে) তিনি রাজা ১ম ফুয়াদ কর্তৃক মিসরীয় পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষের সদস্য মনোনীত হন এবং সম্মানসূচক 'পাশা' খেতাবে ভূষিত হন।[৫১]

---

৪৭. যিকরা পৃ. ৪১।

৪৮. তাযকেরা পৃ. ৪৫১।

৪৯. তাযকেরা পৃ. ৪৫১। এখানে লেখক মিসরীয় উপসাগরে (الخليج المصرى) ট্রাম লাইন চালু ও সেকারণে উহার পুলসমূহ (قناطير) ভেঙ্গে ফেলবার কথা বলেছেন। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে সন্দেহ থাকায় আমি ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করেছি।-*লেখক।*

৫০. প্রাগুক্ত পৃ. ৪৫৩।

৫১. যিকরা পৃ. ৩১, ৮৩।

৫. বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি :

ইংরেজী ১৯০০ সালে মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে আহমদ তায়মূরের স্ত্রী বিয়োগ ঘটে।[৫২] জ্ঞান-সাধনায় বিঘ্ন ঘটতে পারে, এই আশংকায় তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেননি। ইসমাঈল, মুহাম্মাদ ও মাহমূদ নামে তাঁর সর্বমোট তিনটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে।[৫৩] তাঁর কোন কন্যা সন্তান ছিল না। জ্যেষ্ঠপুত্র ইসমাঈল সংসার দেখা-শুনার দায়িত্ব নেওয়ায় তার পক্ষে সাহিত্যে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়নি। তবে তার ছত্রছায়ায় ছোট দুই ভাই একাগ্রচিত্তে সাহিত্য সাধনায় লিপ্ত থাকেন এবং পরবর্তী কালে আধুনিক আরবী সাহিত্যে অমূল্য অবদান রাখতে সক্ষম হন। (তাদের সম্পর্কে আলাদাভাবে আমরা সম্মুখে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

তিনটি সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মাদ তায়মূর পিতার জীবদ্দশায় মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। বড় ভাই ইসমাঈল তায়মূর পরে মিসরের রাজা ১ম ফারূকের প্রধান সচিব নিযুক্ত হন।[৫৪]

৬. মৃত্যু :

২৭শে যিলক্বদ ১৩৪৮ হিজরী মোতাবেক ২৬শে এপ্রিল ১৯৩০ খৃ. শনিবার ভোর ৪-টায় আধুনিক আরবী সাহিত্যের অন্যতম প্রধান দিকপাল, বিংশ শতাব্দীর মহান সাহিত্যসাধক, অন্যতম সেরা ঐতিহাসিক ও প্রাবন্ধিক আহমদ তায়মূর পাশা মাত্র ৫৯ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করে মহান মালিকের ডাকে সাড়া দেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*।

ইন্তেকালের দিন সন্ধ্যায় অসংখ্য গুণগ্রাহীর অশ্রুসজল প্রার্থনা ও দো'আর মধ্য দিয়ে হযরত ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মক্ববরার সন্নিকটে নিজেদের পারিবারিক গোরস্থানে এই মহামনীষী চিরনিদ্রায় শায়িত হন।[৫৫]

---

৫২. যিকরা পৃ. ৩০।
৫৩. ঐ, পৃ. ৩৫।
৫৪. ঐ, পৃ. ৩৫।
৫৫. তারাজিম পৃ. ১৬৩।

(খ) সৈয়দা আয়েশা তায়মূরিয়াহ*

(১৮৪০-১৯০২ খৃ.)

১. জন্ম

২. শিক্ষা

৩. কাব্যপ্রতিভার উন্মেষ

৪. বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি

৫. জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা

৬. কাব্য সাহিত্যে আয়েশা তায়মূরিয়াহ

৭. গদ্য ,, ,, ,,

(ক) গ্রন্থ রচনায় ,, ,,

(খ) প্রবন্ধ রচনায় ,, ,,

৮. অবদান মূল্যায়ন

৯. মৃত্যু।

* আধুনিক আরবী সাহিত্য পৃ. ১৩২।

সৈয়দা আয়েশা ইছমত তায়মূরিয়াহ

(১৮৪০-১৯০২ খৃ.)

১. জন্ম : ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে আধুনিক মিসরের স্থাপয়িতা খেদীভ মোহাম্মদ আলী পাশার রাজত্বের (১৮০৫-১৮৪৮) শেষদিকে আরবী সাহিত্য গগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র সমসাময়িক আরব বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি সৈয়দা আয়েশা ইছমত তায়মূরিয়াহ ১২৫২ হিজরী মোতাবেক ১৮৪০ খৃ.ষ্টাব্দে মিসরের ঐতিহ্যবাহী তায়মূর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৫৬]

সৈয়দা আয়েশা ইছমত তায়মূরিয়াহ স্বীয় ৬৩ বছরের জীবনে মিসরের রাজনৈতিক ইতিহাসে একে একে সাতজন শাসকের হাত বদল প্রত্যক্ষ করেন। তিনি খেদীভ মুহাম্মাদ আলী, ইব্রাহীম, আব্বাস ১ম, সাঈদ পাশা, খেদীভ ইসমাঈল, তাওফীক এবং আব্বাস ২য়- এর যুগে সংঘটিত মিসরের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উত্থান-পতন অবলোকন করেন। তাঁর এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল সঞ্চিত হয়ে আছে তাঁর অমূল্য লেখনীসমূহে, যা তাঁকে আধুনিক আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্থায়ী আসন দান করেছে।

২. শিক্ষা : আয়েশা তায়মূরিয়াহ যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, সে যুগে মেয়েদের জন্য লেখাপড়া একটা রীতিমত গুনাহের কাজ বলে মনে করা হ'ত। সমাজের সর্বত্র এমন একটা রক্ষণশীল পরিবেশ বিরাজমান ছিল যে, সেই সামাজিক অনুশাসনের কঠিন বেষ্টনী উপেক্ষা করে লেখাপড়া শেখার দুঃসাহস করা কোন মেয়ের পক্ষে সম্ভব হ'ত না। ফলে অসংখ্য প্রতিভা সুযোগের অভাবে, উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে চার দেওয়ালের অন্ধকুঠিতে মাথা ফুটে মরতো। এরই মধ্যে কারু কারু প্রতিভা বিদ্যুতের ঝলকানির মত মাঝে-মধ্যে চমকিত হ'লেও সামাজিক চাপে তা পুনরায় মিলিয়ে যেত।

এমনি এক অসহনীয় পরিবেশের মধ্যে কবি আয়েশা ইছমত তায়মূরিয়ার জন্ম হয়। কায়রো মহানগরীর একটি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারে জন্ম

৫৬. কবির বংশতালিকা ও পিতৃপরিচয় ইতিপূর্বে ভ্রাতা আহমদ তায়মূরের জীবনীতে আলোচিত হয়েছে।

নিয়েও কবিকে উপরোক্ত কঠিন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। কিন্তু অবশেষে সাহিত্যানুরাগী পিতা তাঁকে সমর্থন না দিলে এই অনন্য প্রতিভাটির সাথে আমাদের কোনকালে পরিচয় হ'ত কি-না, আল্লাহই ভাল জানেন। এ প্রসঙ্গে এক আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে কবি নিজেই বলেন...।[৫৭]

যখন আমার বয়স কিছুটা বাড়লো, তখন একদিন গৃহকর্ত্রী আমার মা কাপড়ে ফুল তোলা ও নকশা করার সূঁচ ইত্যাদি এনে আমাকে দিলেন এবং এ বিষয়ে নিয়মিত তালীম দিতে শুরু করলেন। কিন্তু এইসব কাজকর্মে কোনদিন আমার মন বসতো না। ফলে শিকার যেমন ফাঁদ দেখলে পালায়, আমিও তেমনি এই অত্যাচার হ'তে পালিয়ে বাঁচতে থাকলাম এবং ছেলেদের লেখাপড়ার মজলিসে নিয়মিত হাজিরা দিতে থাকলাম। কাগজের উপর কলমের খস্‌খস শব্দ আমার নিকট সর্বাপেক্ষা সুন্দর গানের ঝংকার বলে মনে হ'ত। আমি একপাশে একলা দাঁড়িয়ে ছেলেদের লেখা কাগজের ছিন্ন টুকরা সমূহ সংগ্রহ করতাম এবং তা বুকে নিয়ে তার মাঝেই গানের সুরলহরীর কল্পনা করতাম। এই সময় আম্মা এসে আমাকে ভীষণভাবে বকুনি দিয়ে নিয়ে যেতেন। তখন আমার আব্বা ছুটে আসতেন ও মাকে বলতেন... 'বাচ্চাটিকে কাগজ-কলম দিয়ে ছেড়ে দাও'। তারপর একটি তুর্কী কবিতা দিয়ে মাকে বুঝ দিতেন। যার অর্থ দাঁড়ায়... 'নিশ্চয়ই মনের উপর চাপা দিয়ে, কারু দ্বারা কোন কিছু করিয়ে নেওয়া যায় না। অতএব তোমার প্রভাব খাটিয়ে কোন হৃদয়কে অযথা শাস্তি দিয়ো না'।

...এসো আমরা দু'জনে আমাদের দু'মেয়েকে ভাগ করে নেই। তুমি ইফ্‌ফতকে (বড় মেয়ে) নাও ও তাকে তোমার ঘর-কন্নার কাজে পোখতা করো, আর আমি 'ইছমত'কে নেই, সে লেখিকা ও কবি হবে। যার মারফতে আমার মৃত্যুর পরে আমার জন্য আল্লাহ্‌র রহমত নেমে আসবে'। অতঃপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন... আমার কাছে এসো ইছমত! আগামীকাল থেকে তোমার জন্য দু'জন শিক্ষক আসবেন। একজন তোমাকে তুর্কী ও ফার্সী শিখাবেন এবং আরেকজন তোমাকে আরবী ভাষা, ব্যাকরণ ও ফেক্বাহ শাস্ত্র শিখাবেন। কাল থেকে তুমি লেখাপড়ায় পুরো

৫৭. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ১৬, ৬১।

মনোনিবেশ করবে এবং আমার উপদেশ মোতাবেক চলবে। সাবধান! তোমার মায়ের সম্মুখে যেন আমাকে লজ্জা পেতে না হয়'। এইভাবে মায়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাপের একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি উত্তমভাবে শিক্ষালাভ করেন।[৫৮]

কবি বলেন যে, মাত্র সাত বৎসর বয়স হ'তে তের বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি লেখাপড়ার পিছনে এত বেশী কষ্ট করেছি, যা আমার আব্বা আশা করতে পারেননি। যেহেতু পুরুষদের মজলিসে আমাদের যাওয়া নিষেধ ছিল, সেকারণ আব্বা নিজে আমাকে প্রতি রাতে দু'ঘণ্টা করে সময় দিতেন। তাঁর নিকট আমি ফার্সী সাহিত্যের অমর সৃষ্টি ফেরদৌসীর 'শাহনামা' ও রূমীর 'মছনবী' প্রভৃতি পড়ে ফেলি'।

আয়েশা তাঁর প্রাথমিক শিক্ষক ইব্রাহীম মুনেশ আফেন্দীর নিকট কুরআন শরীফ ও আরবী হাতের লেখা রপ্ত করেন। অপর শিক্ষক খলীল আফেন্দী রেযায়ীর নিকট ফার্সী ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষা করেন।[৫৯]

৩. কাব্য প্রতিভার উন্মেষ :

একজন পর্দানশীন তরুণীর মনে হঠাৎ কেমন করে কাব্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটলো? নিশ্চয়ই তা নয় কোন প্রেমের উচ্ছ্বাস কিংবা বিরহবেদনার বহিঃপ্রকাশ। বরং তা ছিল সম্পূর্ণরূপে তাঁর স্বভাবগত কবি প্রকৃতি। যৌবনের শুভ সূচনায় একদিন রাতে হঠাৎ কিশোরী মন গুনগুনিয়ে ওঠে। মনের মাঝে অনাস্বাদিতপূর্ব এক শিহরণ জেগে ওঠে। ঘুম ঝেড়ে ফেলে চোখ রগ্ড়ে বসে বাতায়ন পথে উঁকি দিয়ে মনটা নেচে ওঠে। আহ্! চাঁদটা কত সুন্দর। নক্ষত্র খচিত ঐ নীলাম্বর কতই না মনোহর!! মনের এই উদ্বেলিত ঢেউ বেরিয়ে আসে কবিতাকারে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই। মাত্র দু'টি লাইনের সেই কবিতা। কবি জীবনে উত্তরণে প্রথম সার্থক পদক্ষেপ।

ঘটনাটি কবি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন নিম্নোক্তভাবে... 'আমি যখন বিভিন্ন কবিদের দীওয়ান সমূহে নিবিষ্টচিত্ত এবং কবিতার ছন্দ ও আঙ্গিক নিয়ে ব্যস্ত,

---

৫৮. হেউড্ পৃ. ৮৪।
৫৯. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ৬৩, ৬৯।

এমন সময় একদা রাত্রিতে আমাদের দেখাশুনাকারী মহিলাটি এক থোকা গোলাপফুল এনে আমার পানপাত্রে রাখল। পূর্ণিমার রাত। আমি একমনে দাঁড়িয়ে রাতের অপূর্ব শোভা উপভোগ করছিলাম। এমন সময় মায়ের ডাকে চিন্তায় ছেদ পড়ে। ফুলের থোকাটা চন্দ্রালোকে রেখে আমি ভিতরে যাই। ফিরে এসে দেখি ফুলের কলিগুলি সব বিশ্রস্ত হয়ে গেছে। মনে দারুণ আঘাত পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। হঠাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দু'লাইন ফার্সী কবিতা বেরিয়ে এলো (বলা বাহুল্য এটাই ছিল কবির জীবনে প্রথম কবিতা)।

... এরপর আব্বা এসে আমার মনমরা হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে আমি তাঁকে ঐ দু'লাইন কবিতা দারুণ লজ্জা ও ভয়ের সঙ্গে শুনিয়ে দেই। আব্বা অত্যন্ত খুশী হয়ে বললেন যে, তুমি এখন যেসব বই পড়ছো এগুলো শেষ হ'লে তোমাকে কবিতা লেখার নিয়ম-কানূন সম্পর্কীয় ছন্দপ্রকরণ বিদ্যার (علم العَروض) বই কিনে দেব। যা শেষ করতে তোমার বেশীদিন লাগবে না'।

আব্বা একদিন বললেন যে, কবিতা আরবী, ফার্সী অথবা তুর্কী ভাষায় না হ'লে শ্রুতিমধুর হয় না। জওয়াবে আমি বললাম যে, নিশ্চয়ই আমি যথাসত্বর আপনাকে তিন ভাষায়ই কবিতা শুনাবো। বলেই আমি আমার কামরায় যেয়ে মছনবী খুলে তার একটি চতুর্পদী কবিতা তিন ভাষায় কাব্যানুবাদ করে এনে আব্বাকে শুনিয়ে দিলাম।[৬০] আব্বা আনন্দে তার মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন এর মধ্যে ভাষা ও ছন্দে যে ভুলগুলো রয়েছে, এগুলো যথাসত্বর তুমি নিজেই সংশোধন করে নিতে পারবে। আগামী বৎসর যদি আমরা বেঁচে থাকি, তবে তোমাকে আমি এ সম্পর্কীয় বইয়ের 'মতন' শুরু করিয়ে দেব।[৬১] কিন্তু বিবাহ তাকে সে সুযোগ দেয়নি।

৪. বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি :

১৪ বছরের যৌবন ছুঁইছুঁই বয়সে স্ফুটনোন্মুখ কলির মত শিহরণ জাগানো লাজনম্র বধুবেশে কবি স্বামীর ঘর করতে এলেন। সুদানের শাসক মুহাম্মাদ

---

৬০. কবিতাটির শুরু ছিল নিম্নরূপ- عزم دیدارتو دارد جان ما, দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ৬৫।
৬১. প্রাগুক্ত পৃ. ৬৪-৬৫।

বেগ ইসলামবুলীর পুত্র মুহাম্মাদ বেগ তাওফীককে তিনি স্বামীতে বরণ করেন।[৬২] কবি পদার্পণ করলেন এক নতুন জগতে। শুরু হ'ল জীবনের এক নতুন অধ্যায়, নতুন অভিজ্ঞতা।

নব অভিজ্ঞতার স্পন্দন পরশে ও বিবাহ জীবনের কর্তব্য সম্পাদনে কবি তাঁর কাব্যচর্চার জগত হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। এমনকি বলা যেতে পারে যে, এখান হ'তে সুদীর্ঘ প্রায় দেড়যুগ তিনি কোন কবিতাই লেখননি।

কবির একাধিক সন্তান-সন্ততি ছিল। তাঁর প্রথম সন্তান 'তৌহীদা' মায়ের ন্যায় তীক্ষ্ণধী ও কাব্যপ্রতিভার অধিকারিনী ছিল। তাঁর এক পুত্র 'মাহমূদ তওফীক বেগ যাদা' মিসরের অন্যতম স্বনামধন্য বিচারপতি ছিলেন। একমাত্র তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তিন ভাষায় রচিত কবির সকল বিচ্ছিন্ন কবিতাসমূহ পরবর্তীকালে 'দীওয়ান' আকারে প্রকাশ পায়।[৬৩]

বলতে কি সারাটা দাম্পত্যজীবনই কবি পারিবারিক ঝামেলায় ব্যস্ত থাকেন, যতদিন না বড় মেয়ে 'তৌহীদা' সংসার দেখাশুনার ভার নেয়। এই সময় কবি ছন্দপ্রকরণ বিদ্যা শিখবার জন্য একজন শিক্ষিকা নিয়োগ করেন। কিন্তু ছয় মাস যেতে না যেতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৬৪]

এরপর কবির জীবনে ঘটে গেল অনেক ছন্দপতন। ১৮৭২ সালের প্রথমদিকে স্নেহময় পিতার মৃত্যু হয়। তার আড়াই বছর পরে (১৮৭৪ খৃ.) স্বামীর মৃত্যু হয়। কবি এবার বন্ধনমুক্ত মৌনমুনির মত পড়াশুনা ও কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করলেন। 'ফাতেমা আযহারিয়া' ও 'সাতিয়া তাবলাবিয়া' নামীয় দু'জন শিক্ষিকা নিয়োগ করে আরবী ব্যাকরণ ও ছন্দপ্রকরণ বিদ্যা পুনরায় পড়তে শুরু করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘায়তন কাছীদাসমূহ ও অন্যান্য কবিতাবলী রচনা করতে আরম্ভ করলেন।[৬৫]

৫. জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা :

দাম্পত্যজীবনের সুদীর্ঘ সময় যাবত অনভ্যাসহেতু কবির কাব্যচর্চায় যে জড়তা নেমে এসেছিল, ইতিপূর্বে পিতা ও স্বামীর মৃত্যুতে সেই বরফ কিছু

৬২. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ৬৬, ৭৮।
৬৩. প্রাগুক্ত পৃ. ১৮।
৬৪. প্রাগুক্ত পৃ. ৬৯।
৬৫. প্রাগুক্ত পৃ. ৭১।

কিছু গলতে শুরু করেছিল। কিন্তু কবির জীবনে অপেক্ষা করছিল এর চাইতেও শতগুণ মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক একটি ঘটনা। যার উচ্ছ্বলিত বেদনার ফল্গুধারা কবির এত দিনকার সকল জড়তা ও অবসাদকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

অষ্টাদশী কন্যা তৌহীদার বিবাহের দিন সমাগত। সমস্ত বাড়ী নবসাজে সজ্জিত। দূর ও নিকটের আত্মীয়-বন্ধুদের আনাগোনায় বাড়ীর আঙ্গিনা মুখরিত। ওদিকে কনে তৌহীদা তার কক্ষে রোগশয্যায় শায়িতা। কিছুদিন যাবত যে মরণ ব্যাধি সবার অলক্ষ্যে তার দেহে দানা বেঁধেছিল তা আজ হঠাৎ বেড়ে গিয়ে তৌহীদাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিল। স্নেহময়ী মা হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে এলেন। মৃত্যুপথযাত্রী তৌহীদা এক টুকরো কাগজ দ্রুত বালিশের নীচে লুকালো। মা সেটি বের করে নিয়ে পড়তে লাগলেন- পরপারের যাত্রী প্রিয়তমা কন্যার মর্মস্পর্শী করুণ প্রার্থনায় অনুরণিত ছয় লাইনের একটি স্বরচিত কবিতা। মর্মার্থ...

'হে বন্ধু! আমার কাহিনী শোন! আমি শৈশবের বটবৃক্ষে কচি কিশলয়ের মত বাতাসে দোলায়মান ছিলাম। এই অসহায়ত্ব দেখে আমার কৈশোর আমার উপর অশ্রুপাত করতে লাগলো। ফলে বিলাপ করা ছাড়া আমার আর কোন সান্ত্বনা নেই। অবিরত ধারে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে এবং কবর ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে। অতএব يا ربِّ عجِّل رِحلتِي + واغفِرْ ذنوبِي بالحبيب
'প্রভু হে! আমার মৃত্যুক্ষণ ত্বরান্বিত করো + এবং আল্লাহ্‌র হাবীবের (ছাঃ) অসীলায় আমাকে ক্ষমা করো'।[৬৬]

এরপর চিকিৎসার সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে সবার প্রিয় তৌহীদা সকলকে শোকসাগরে ভাসিয়ে বিবাহ-বাসর ছেড়ে মরণ-বাসরে চিরযাত্রা করল।...

এই মর্মান্তিক ঘটনা কবির জীবনে আনলো আমূল পরিবর্তন। এতদিনের জড়তাগ্রস্ত মন এবার ব্যথার তাড়নায় চাঙ্গা হয়ে উঠল। কন্যা হারানোর শোকোচ্ছ্বাস তার সকল অবসাদ ধুয়ে-মুছে ছাফ করে নিয়ে গেল। আর সেই শোক বিধৌত হৃদয় সৈকত হ'তে একে একে উঠে আসতে লাগল

৬৬. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ৭৩।

কালজয়ী কাব্যপ্রতিভার অমূল্য মণিমুক্তা সমূহ, যা তাঁকে আরব বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির আসনে সমাসীন করল।

এই অসহনীয় ঘটনায় কবি দীর্ঘ সাত বছর যাবত অশ্রুপাত করেন। তাতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায় এবং তিনি দারুণভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন।[৬৭]

৬. কাব্য সাহিত্যে আয়েশা তায়মূরিয়াহ :

সৈয়দা আয়েশা ইছমত তায়মূরিয়াহ আরবী, ফার্সী ও তুর্কী ভাষায় কবিতা রচনা করেন। তুর্কী তাঁর আদি বংশীয় ভাষা হিসাবে, আরবী হিজরতের দেশ মিসরের ভাষা হিসাবে এবং ফার্সী আরবের একদল সাহিত্যিকের লালিত ভাষা হিসাবে। উক্ত তিন ভাষাতেই তাঁর রচিত 'দীওয়ান' সমূহ রয়েছে। কবির বহু কবিতা নষ্ট হয়ে গেছে। কন্যা তৌহীদার হেফাযতেই এসব কবিতা ছিল। তৌহীদার মৃত্যুর ফলে অগোছালো অবস্থায় কবিতাগুলি প্রায় হারিয়ে যায়। বিশেষ করে ফার্সী কবিতাগুলিই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবশেষে কবিপুত্র মাহমূদ তাওফীক (যিনি একজন নামকরা বিচারপতি ছিলেন) এইসব কবিতাসমূহের ছিন্নপত্রসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন। অবশ্য মায়ের জীবদ্দশায় মায়ের উপদেশ মতই তিনি এসব করেন।

কবির আরবী দীওয়ানের নাম 'হিলইয়াতুত্ তিরায' (حِلْيَةُ الطِّراز) যার কয়েকটি সংস্করণ রয়েছে। তাঁর ফার্সী দীওয়ানের নাম 'ইশকূফাহ' (إشكوفه), যা মিসর, তুরস্ক ও ইরানে প্রকাশিত হয়েছে।[৬৮]

সৈয়দা আয়েশা তাঁর লেখনীসমূহে তিনটি নাম ব্যবহার করেছেন। আরবী দীওয়ানে 'আয়েশা', তুর্কী ও ফার্সী দীওয়ানে 'ইছমত' এবং গদ্য সাহিত্যে পারিবারিক উপাধি 'তায়মূরিয়াহ' নামে নিজেকে পরিচিত করেছেন।[৬৯]

কবি মোট পাঁচ ধরনের কবিতা রচনা করেছেন। যেমন- সৌন্দর্য বর্ণনা বিষয়ক (الْمُجامَلة), পরিবার বিষয়ক (العائلى), প্রেমবিষয়ক (الغزلى), চরিত্র গঠন বিষয়ক (الأخلاق) এবং ধর্মীয় ও প্রার্থনা বিষয়ক(الدينى والابتهالى)।[৭০]

৬৭. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ৭৪।
৬৮. প্রাগুক্ত পৃ. ১৯।
৬৯. প্রাগুক্ত পৃ. ৯৬।
৭০. প্রাগুক্ত পৃ. ১০১।

(ক) কবি তাঁর 'প্রশংসা ও সৌন্দর্য্য বর্ণনা বিষয়ক' অধিকাংশ কবিতা মিসরের তৎকালীন খেদীভদের উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন। (খ) 'পারিবারিক বিষয়ে' যেমন, একমাত্র ভ্রাতা আহমদ তায়মূরের জন্মমুহূর্তে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে, তার বিবাহ উপলক্ষে, স্বীয় পুত্রের খাৎনা দানের সময় ইত্যাদি। পক্ষান্তরে মা, বাবা, স্বামী, কন্যা ও বোনের মৃত্যুতে তিনি যেসব মর্মস্পর্শী মর্সিয়া সমূহ রচনা করেছেন, তা যেকোন পাঠকের মনে সহানুভূতির উদ্রেক করে।

বলতে কি মর্সিয়া বা শোকগাথা (elegy) রচনাই আয়েশা তাযমূরিয়াকে আধুনিক আরবী সাহিত্যে অমরত্ব দান করেছে। Our sweetest songs are those which give us saddest thoughts ইংরেজ কবি (Shelly)-র এই আকুল দাবীর বাস্তব প্রকাশ দেখি আমরা প্রাচ্যের কবি আয়েশার গভীর অনুভূতিতে। যেমন কবি স্বীয় পিতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেন-

عَزَّ العَزاءُ عَلى بَنِي الغَبْراء + لِما تَوارَى البَدرُ في الظُلَماءِ

حَقٌّ عَلى الاِيّامِ تَندُبُ فَقد مَنْ + هُوَ نَيِّر الاِفصاح لِلبُلَغاء

فجاءه ريبُ الزمان أَضمر نُطقَه + لِما سَقاهُ مِن كُئوس فَناء

فَانقَضَّ ليثًا وَالعُيونُ هَوامِعُ + تَبكِى عليه بِأَدمُعٍ حَمراءِ

অর্থ : (১) 'যমীনবাসীর উপর কষ্ট অসহ্য হয়ে উঠেছে + যেহেতু পূর্ণিমার চাঁদ আজ অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছে'। (২) 'তাই কালচক্রের উপর অপরিহার্য হয়ে পড়েছে সে যেন শোক পালন করে + সেই মহান ব্যক্তিকে হারিয়ে, যিনি অলংকার শাস্ত্রবিদদের বাক্যশুদ্ধির ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা স্বরূপ ছিলেন'। (৩) 'কালের চক্র হঠাৎ হামলা করে তাঁর যবান বন্ধ করে দিয়েছে + কেননা সে তাঁকে ধ্বংসের পেয়ালা পান করিয়েছিল'। (৪) 'অতঃপর সিংহটির পতন ঘটাল। আর সাথে সাথে চক্ষুসমূহ + অবিরত ধারে রক্তাশ্রু বর্ষণ শুরু করল'।[৭১]

৭১. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ২১৫।

কন্যাহারা কবি শোকবিহবলচিত্তে যে কবিতা লিখেছিলেন, তা যেকোন পাষান-হৃদয়কেও গলিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য কন্যাশোকে লিখিত শোকগাথাই কবির জীবনের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। বেদনার অশ্রু দিয়ে ধোয়া হৃদয়ের তপ্ত শোনিতে রাঙ্গানো এ শোকগাথায় বিবাহ-উৎসবের মাঝেই হঠাৎ মৃত্যুপথযাত্রী কন্যার আকুল আর্তি আমরা শুনতে পাই কবির ভাষায়-

أُمّاه قد عزّ اللقاءُ وفي غدٍ + ستَرِينَ نعشي كالعَروس يَسير

وسينتهي الْمسعَى إلى اللحد الذي + هو منزلي وله الْجُموع تَصير

قولي لرب اللحد رِفْقًا بِإبنتي + جاءت عَروسًا ساقَها التقدير

صُونِي جِهازَ العُرس تَذكارًا فَلِي + قد كان منه إلى الزِّفاف سُرور

أُمّاه لا تنسَيْ بِحق بُنُوَّتِي + قبري لئلا يَحزنَ الْمَقبور

ورَجاءَ عَفْوٍ أو تِلاوةَ مُنْزَلٍ + فسِواكَ مَنْ لِي بالْحَنين يَزور

অর্থ : (১) 'মাগো! আমাদের মাঝে দর্শন ক্রমেই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছে। অবিলম্বে + তুমি আমার লাশকে নববধুর সাজে চলে যেতে দেখবে'। (২) 'দলে দলে মানুষের কাফেলা আমার চিরস্থায়ী আবাস কবরের নিকট + পৌঁছে যাত্রানিস্পত্তি করবে'। (৩) 'মা! তুমি কবরের প্রভুকে বলো হে আল্লাহ! আমার কন্যার প্রতি সদয় হও! + যে নববধুর সাজে (কবরে) এসেছে, ভাগ্য যাকে এখানে হাঁকিয়ে এনেছে'। (৪) 'মা! তুমি আমার কনে সাজানোর কাপড়-চোপড়সমূহকে স্মৃতি হিসাবে রেখে দিয়ো! + তাহ'লে আমার মরণ-বাসরের যাত্রা সুখময় হবে'। (৫) 'মাগো! তোমার কন্যা হবার দোহাই দিয়ে বলি, + তুমি আমার কবরকে ভুলে যেয়ো না- যাতে কবরবাসিনী দুঃখ পায়'। (৬) 'আমার গোনাহ মাফের জন্য ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য তোমার নিকট দাবী করছি মা! + তুমি ছাড়া আর কে আছে যে গভীর ভালোবাসা নিয়ে আমাকে যেয়ারত করতে আসবে?'[৭২]

৭২. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ২১০।

Tennyson-এর বিখ্যাত May Queen কবিতার সঙ্গে যদি আমরা আলোচ্য শোকগাথাটির তুলনা করি, তাহলে দুইয়ের মাঝে একটা গভীর যোগসূত্র দেখতে পাবো। যদিও Tennyson এর কবিতার সঙ্গে আয়েশার কোন পরিচয় ছিল না। আয়েশা নিজে ইংরেজী জানতেন না এবং তাঁর আমলে এ কবিতা আরবীতে অনূদিতও হয়নি। তাছাড়া কোনদিন তিনি বিদেশ সফরেও যাননি। এমতাবস্থায় দুই গোলার্ধের দুই ভিন্নভাষী কবির কবিতার মাঝে কেমন অদ্ভূত মিল?

Tennyson-এর May Queen-য়ে মৃত্যু পথযাত্রী যুবতী মেয়ে তার মাকে কাতর কণ্ঠে বলে যাচ্ছে-

You`ll bury me, my mother, just beneath the hawthorn shade, And you'll come sometimes and see me where I an lowly laid, I shall not forget you, mother, I shall hear you when you pass, with your feet above my head in the young and pleasant grass,...

I have been wild and wayward, but you'll forgive me now; You'll kiss me, my own mother, and forgive me ere I go; Nay, nay, you must not weep.[৭৩]

অর্থ : মাগো! তোমরা আমাকে বেড়াকাঁটা গাছের ছায়ায় কবর দিয়ো এবং তুমি আমাকে মাঝে-মধ্যে এসে দেখে যেয়ো, যেখানে আমি গোপনে সমাহিত রয়েছি। আমি কখনোই তোমাকে ভুলবো না মা! যখন তুমি আমার মাথার উপরে কচি ও নরম ঘাসগুলি মাড়িয়ে অতিক্রম করবে, তখন আমি তোমার পদশব্দ শুনে তৃপ্ত হবো। ...আমি খুবই অবাধ্য ও একগুঁয়ে ছিলাম; এখন তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। মাগো আমার! তুমি আমাকে চুমু দাও এবং আমার শেষ যাত্রার পূর্বেই আমাকে ক্ষমা করে দাও। না, না মা! তুমি অবশ্যই কেঁদো না'!!

এদিকে 'তৌহীদা' তার মাকে বিদায়ক্ষণে বলে যাচ্ছে...

৭৩. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ১১০।

والقبرُ صار لِغُصن قدَّي روضةٌ + رَيْحانُها عند الْمَزار زُهور

أُمّاه لا تنسَيْ بِحق بُنُوَّتي + قبري لئلا يَحزنَ الْمَقبور

অর্থ : (১) 'আমার কবরটি কর্তিত ডালসমূহের বাগানে পরিণত হবে- + যার সুগন্ধিময় বৃক্ষসমূহ যেয়ারতের সময় চমকিত হয়ে ওঠে'। (২) ...'মাগো! তোমার কন্যা হবার দোহাই দিয়ে বলি, + তুমি আমার কবরকে ভুলে যেয়ো না- যাতে কবরবাসিনী দুঃখ পায়'।[৭৪]

Tennyson-এর কন্যা মৃত্যুকালে তার প্রিয়তমকে স্মরণ করে বলছে...

And say to Robin a kind word, and tell him not to fret; There's many worthier than I would make him happy yet. If I had lived... I cannot tell I might have been his wife. But all these things have ceased to be, with my desire of life.

অর্থ : মা! তুমি রবিনকে দয়া করে একটি কথা বলে দিয়ো সে যেন দুঃখিত না হয়। আমার চাইতে বহু যোগ্য মেয়ে রয়েছে, যারা তাকে সুখী করতে পারবে। যদি আমি বাঁচতাম... আমি বলতে পারি না... হয়ত আমি তার স্ত্রী হ'তে পারতাম। কিন্তু সকল কিছুই আমার বেঁচে থাকার দুরাশার ন্যায় নিস্ফল হয়ে গেল...'।

এদিকে আয়েশার কন্যা যদিও কারো নাম বলেনি, তবুও তার বিবাহের দিকে ইশারা করেছে ঠিকই। যেমন-

أُمّاه قد سلفت لنا أُمْنيةٌ + يا حُسنَها لو ساقَها التيسير

كانت كأحلام مضت وتَخلَّفت + مُذْ بان يومَ البين وهو عسير

অর্থ : (১) 'মাগো! আমাদের স্বপ্নিল আকাংখাটি বিদায় নিয়ে চলল + কতই না সুন্দর সেটি! যদি না সেটি সহজে সুসম্পন্ন হয়ে যেত'। (২) 'সেটি ছিল স্বপ্নের মতো + যা বিচ্ছেদের মুহূর্তটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে অতীত হয়ে গেল ও পিছনে চলে গেল। আর সেটি ছিল খুবই কঠিন মুহূর্ত'।

৭৪. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ১১১।

Tennyson-এর কন্যা যেমন মৃত্যুর আগে দো'আ কামনা করছে এবং তার পুরোহিত তাকে হযরত মসীহ ঈসা (আঃ) কর্তৃক পরিত্রাণের কথা শুনিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তেমনি আয়েশা তায়মূরিয়ার কন্যাও তার কবর যেয়ারত করার জন্য ও তার জন্য আল্লাহ্‌র রহমত প্রার্থনার জন্য মায়ের নিকট আকুল আবেদন জানিয়ে যাচ্ছে। যেমন-

أُمّاه لا تنسَيْ بِحق بُنُوَّتِي + قبري لئلا يَحزنَ الْمَقبور

ورَجاءَ عَفْوٍ أو تِلاوةَ مُنْزَلٍ + فسِواكَ مَنْ لِي بالْحَنين يَزور

فلَعلَّما أُحظِى برحْمةِ خالقٍ + هو راحمٌ بَرٌّ بنا وغفور

অর্থ : (১) 'মাগো! তোমার কন্যা হবার দোহাই দিয়ে বলি, + তুমি আমার কবরকে ভুলে যেয়ো না... যাতে কবরবাসীনীর মনে দুঃখ হয়'। (২) 'আমার গোনাহ মাফের জন্য ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য তোমার নিকট দাবী করছি মা! + তুমি ছাড়া আর কে আছে যে গভীর ভালোবাসা নিয়ে আমাকে যেয়ারত করতে আসবে?' (৩) 'সম্ভবতঃ আমি আল্লাহ্‌র রহমতে ত্বরিয়ে যাবো + তিনি আমাদের ব্যাপারে দয়ালু, কল্যাণকারী ও ক্ষমাশীল'।

Tennyson-এর কবিতায় কন্যার মায়ের কোন সাড়া আমরা পাইনি। কিন্তু আয়েশার শোকগাথায় তৌহীদার মায়ের বিলাপধ্বনি আমাদেরকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। যেমন কন্যাহারা মা চিৎকার দিয়ে বলে ওঠেন...

بِنتاه يا كبدي ولوعةَ مُهَجَتِي + قد زال صفوٌ شانُه التكدير

لا تُوْصِ ثَكَلى، قد أذابَ وتينَها + حزنٌ عليك وحسرةٌ وزفير

والله لا أَسلُو التلاوةَ والدعاءَ + ما غَرَّدت فوق الغصون طُيور

كلا ولا أنسَى زفيرَ توجُّعي + والقدُّ منك لدى الثرى مدثور

قد كنت لا أرضى التباعد بُرهة + كيف التصبر والبِعاد دُهور

وَلَهى على توحيدة الحسن التى + قد عاب بدرُ جمالها المستور

إن قيل عائشة اقول لقد فنى + عيشى وصبرى والاله خبير

أبكيكِ حتى نلتقي في جنّة + برياض خلد زينتها الحور

অর্থ : (১) 'হে বেটি! কলিজার টুকরা আমার! আমার অন্তর্বেদনার স্ফুলিঙ্গ! + হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা দূর হয়ে গেছে। তার অবস্থা এখন স্রেফ দুঃখের কালোমেঘ'। (২) 'তুমি আমার দুঃখভার লাঘবের জন্য অছিয়ত করোনা + তোমার জন্য দুঃখ, আফসোস ও দীর্ঘশ্বাস তার গর্দানের প্রাণশিরা গলিয়ে দিয়েছে'। (৩) 'আল্লাহ্র কসম! আমি কখনই তেলাওয়াত ও দো'আ করতে ভুলবো না, + যতদিন গাছের ডাল সমূহে পাখিরা উচ্চ রবে গান গেয়ে ফিরবে'। (৪) 'কখনই না। কখনই আমি আমার বেদনার হাহাকার ভুলে যাবো না, + যতদিন তোমার দেহখণ্ড মাটির সাথে মিশে থাকবে'। (৫) 'আমি এক মুহূর্ত তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না, + অথচ এখন যুগ যুগ ধরে দীর্ঘ বিরহে কেমনে ধৈর্য ধারণ করবো?' (৬) 'তৌহীদার উপরে আমার শত আফসোস! + যার গোপন সৌন্দর্যের শশীকলা আজ অনুপস্থিত'। (৭) 'যদি 'আয়েশা'কে ডেকে কিছু বলা হয়, তবে আমি বলবো, আমার সকল আরাম-আয়েশ, + ছবর ও ধৈর্য্য সবই শেষ হয়ে গিয়েছে... যা আল্লাহ ভালভাবেই খবর রাখেন'। (৮) 'আমি তোমার জন্য কাঁদতে থাকব (হে তৌহীদা) যতদিন না জান্নাতে আমাদের পুনর্মিলন হবে... সেই চিরস্থায়ী উদ্যানে, + যাকে হূর-গেলমানরা সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছে'।[৭৫]

আমাদের কবি এখানে কন্যা শোকে কাতর হ'লেও সীমা ছাড়িয়ে যাননি, পাগল হয়ে যাননি। বরং আল্লাহ্র ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে পুনরায় বেহেশতে পুনর্মিলনের আশায় বুক বেঁধেছেন এবং নশ্বর জীবনের এ ক্ষণিকের মিলনের চাইতে পরজগতের চিরস্থায়ী মিলনকে গুরুত্ব দিয়ে তাকেই আকাংখা করেছেন। যেমন ...[৭৬]

৭৫. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ২১১।
৭৬. প্রাগুক্ত পৃ. ২১১।

وسمعتُ قولَ الحقِ للقوم : أُدخلوا + دارَ السلام، فسعيُكم مشكور

هذا النعيم به الأحِبَّةُ تَلتقِي + لا عيشَ إلا عيشَه الْمبرور

অর্থ : (১) 'আমি শুনেছি সেই শাশ্বত বাণী : তোমরা প্রবেশ করো + চিরশান্তির জান্নাতে'। অতঃপর 'সেখানে তোমাদের প্রচেষ্টার বদলা পাবে'। (২) 'চিরস্থায়ী নে'মত এই জান্নাতে প্রিয়জনেরা পরস্পরে মিলিত হবে। + যেখানকার প্রশান্তির ন্যায় কোন প্রশান্তি আর নেই'।

শুধু তাই নয় কবি এবার শোক ভুলে কন্যার মৃত্যুকে মুবারকবাদ জানাচ্ছেন এবং সাথে সাথে তার মৃত্যুর তারিখটাও লিখে রাখছেন। যেমন...[৭৭]

ولك الْهَنَاء فصدق تاريخي بدا + توحيدة زَفَّت ومعها الحور

অর্থ : 'তোমার জন্য মুবারকবাদ! অতঃপর সঠিক তারিখ শুরু হ'ল যেদিন + 'তৌহীদা' হূর-পরীদের নিয়ে অনন্ত বাসরে যাত্রা করলো'।

বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুলের 'বুলবুলি' ও পল্লী কবি জসীমুদ্দীনের 'কবর' কবিতার মাঝে আমরা অনুরূপ শোকানুভূতির প্রকাশ দেখতে পাই।

(গ) গযল বা প্রেমমূলক কবিতা :

'প্রেম পুরুষের জীবনে একটি রোম্যান্স, কিন্তু সেটাই নারীর জীবন কাহিনী'.. প্রখ্যাত ফরাসী চিন্তাবিদ মাদাম ডি স্টাইল-এর এই বাক্য সর্বজন পরিচিত। নারীর সারাটি জীবনই প্রেমের জীবন। প্রেম তার প্রকৃতিগত। শৈশবে সে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-প্রীতির ছায়ায় বড় হয়। পরে স্বামী, সন্তান ও পরিবারের সকলের প্রতি তাকে প্রেম বিলাতে হয় অকৃপণভাবে। তাই যে নারী যতবেশী প্রেমময়ী, সে নারী তার জীবনে তত বেশী সার্থক।

কিন্তু নারী তার এই অফুরন্ত প্রেম গোপনেই বিলিয়ে যায়। আর পুরুষ তা উপভোগ করে ষোল আনা অধিকার প্রয়োগ করে। কিন্তু সামাজিক

৭৭. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ২১১।

অনুশাসনের বেড়া ডিঙিয়ে নারী তার মনের আকুতি মুখে কিংবা লিখে প্রকাশ করার সাহস পায়না। জাহেলী যুগে অথবা ইসলামের প্রাথমিক যুগে দু'চারজন মহিলা-কবির সন্ধান যা আমরা পাই, তাদের অধিকাংশ প্রশংসা অথবা শোক কবিতা রচনা করে গিয়েছেন। কিন্তু যেকোন কারণেই হৌক প্রেমমূলক কবিতা প্রকাশ করার দুঃসাহস কেউ দেখাতে যাননি।

তাই আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি যখন দেখি যে, একজন পর্দানশীন মহিলা হেরেমের কঠিন অবরোধে বাস করেও কিভাবে মিসরীয় নারী জাগরণে নেত্রীর ভূমিকা পালন করছেন। বাহেসাতুল বাদিয়া (১৮৮৬-১৯১৮), ক্বাসেম আমীন (১৮৬৫-১৯০৮)-দের অনেক পূর্বেই তিনি এ ব্যাপারে পদক্ষেপ রাখেন।

আয়েশা তায়মূরিয়া স্বীয় গযলের মাধ্যমে নারী মনের গোপন তৃষ্ণা, ক্ষুধা ও দাবীকে সমাজের সম্মুখে তুলে ধরেছেন নিঃসংকোচে অদ্ব্যর্থভাবে। প্রকাশ করেছেন নিখুঁতভাবে নিপুণ শিল্পীর মত নারীপ্রেমের উদ্বেলিত ঢেউ, তার সর্বগ্রাসী ব্যাকুলতা, তার উত্থান-পতনের ছান্দসিক গতিধারা, ব্যর্থ প্রেমের তীব্র দহনজ্বালা, তার আকুল হৃদয়ের ব্যাকুল হাহাকার, অথবা নিষ্কাম প্রেমের অনির্বাণ দীপশিখা। আয়েশার রচিত গযল তাই ভাষা ও ভাবৈশ্বর্য্যে আধুনিক যুগের যেকোন শ্রেষ্ঠ কবিতার সাথে তুলনীয়। যেমন কবি একস্থানে বলছেন,

أشكو الغَرام، ويشتكي + جَفْن تعذَّب بالسَّهَر

يا قلبُ، حسبُك ما جَرى + أحرقت جسمي بالشرَر

رام الحبيب لك الضَّنَى + لم ذا وأنت له مُقِرٌّ؟

لكن تعذيبَ الْهَوى + ما للشَّجَي منه مَفَرّ

অর্থ : (১) 'আমি প্রেমজ্বালায় জর্জরিত। + ওদিকে চোখের পাতা বিনিদ্র রাত্রিযাপনের কষ্টের অভিযোগ করে'। (২) 'ওহে মন! এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট, + যার স্ফুলিঙ্গ আমার সমস্ত দেহকে জ্বালিয়ে দিয়েছে (অর্থাৎ প্রেম)'। (৩) 'বন্ধু তোমাকে ব্যথিত করতে চাইছে। + কিন্তু কেন? তুমি

তো তাকে স্বীকার করে নিয়েছ'। (৪) আসলে এ হ'ল প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত; + যা থেকে ব্যথিতের মুক্তির কোন পথ নেই'।[৭৮]

কবি অন্যত্র স্বীয় চতুর্পদী কবিতায় বলেন,

يا ليلُ ها أنا فيك ساهٍ ساهر + ولِعزّة المحبوب شاكٍ شاكر

يا ليلُ قد أيقنتُ أنك كافر + إذ لم يكن لي من دُجاك رحيم

অর্থ : (১) 'হে রাত্র! এখানে আমি তোমার ক্রোড়ে আত্মভোলা ও বিনিদ্র + অথচ বন্ধুর ইয্যতের কসম! আমি প্রেমপীড়িত ও কৃতজ্ঞ'। (২) 'হে রাত্র! আমার বিশ্বাস তুমি নিশ্চয়ই সত্য গোপনকারী + ...যখন তোমার এই অন্ধ অমানিশাতেও আমার প্রতি কোন অনুগ্রহকারী নেই'।[৭৯]

কবির গযলে নারীর চিরন্তন লাজুকতাও নিঃসংকোচে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন-

وهذه كلمات قادها شَغَفٌ + إليك لولاه لم تَبرُز من القلم

جاءت، ومِن خَجَلٍ تمشي على مُهل + تخاف عند لقاها زلّةَ القدم

অর্থ : (১) 'তোমার প্রতি গভীর আসক্তিই (আমার মুখ দিয়ে) এই কথাগুলিকে বের করে এনেছে + যদি তা না থাকতো, তবে কখনই এসব কথা কলমের ডগায় আসতো না'। (২) 'প্রিয়তমা এলো। দারুণ লজ্জায় ধীরপদে সে এগোচ্ছিল। + আশংকা করছিল যে, সাক্ষাত মুহূর্তে হয়তবা সে পদস্খলিত হয়ে পড়ে যাবে'।[৮০]

আয়েশা তায়মূরিয়া 'দওর' (دور) ও 'মাওয়ালিয়া' (موالیا) রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'দওর'গুলি সাধারণতঃ দ্বিপদী এবং মাওয়ালিয়াগুলি পঞ্চপদী হ'ত। তাঁর রচিত 'দওর' ও 'মাওয়ালিয়া'গুলি গানের আকারে পরিবেশিত হওয়ায় মিসরীয় জনগণের নিকট খুবই প্রিয়। নিম্নে একটি 'দওর' কবিতা পেশ করা হ'ল।-

৭৮. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ১১৫।
৭৯. প্রাগুক্ত পৃ. ১১৬, ২৪৫।
৮০. প্রাগুক্ত পৃ. ১১৮।

أنا أحب الحب + نفس الغرام روحي + في القلب من جوّه

وصبحت أول صَبٍّ + الناسِ ترى نَوحي + والسر هو هوّه

অর্থ : (১) 'আমি প্রেমকে ভালবাসি + প্রেমই আমার আত্মা + আমার হৃদয়াকাশে'। (২) 'আমি সকলের মধ্যে প্রথম প্রেমিক হিসাবে ঘুম থেকে উঠি + লোকেরা আমার বিলাপ দেখবে + এমতাবস্থায় গোপন বিষয়টি থাকে আরও গোপনে তার প্রত্যন্ত প্রান্তে'।[৮১]

তাঁর রচিত একটি পঞ্চপদী কবিতাও প্রদত্ত হ'ল। যেমন-

الله أكبر دَعاني الحب للتعذيب + وكلما ازداد ألقى في العذاب تعذيب

يا لائمي فيه تأمَّلْ كم ترى تهذيب + مناقب الحب مسطورة على الوجنات

ختامها المسك مستغنى عن التهذيب–

অর্থ : (১) 'আল্লাহু আকবর! প্রেম আমাকে কেবল ব্যথা দেওয়ার জন্যই আহ্বান করে + যতই তা বৃদ্ধি পায়, ততই তার কষ্ট আমাকে অধিক কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করে'। (২) 'হে নিন্দুক! একবার ভেবে দেখো কত ভদ্রলোকের + ললাট দেশে ভালোবাসার গৌরব-মর্যাদা লিখিত রয়েছে'। (৩) 'যে মর্যাদার সীলমোহর হ'ল মিশকে আম্বর- যা ভদ্রতার বাধ্যবাধকতার অনেক ঊর্ধ্বে'।[৮২]

(ঘ) চরিত্র গঠনমূলক ও ধর্মীয় কবিতা :

এতক্ষণ আমরা আয়েশা তায়মূরিয়ার প্রেমমূলক কাব্য ঝংকারে অভিভূত ছিলাম। বিরাজ করছিলাম এক স্বপ্নিল মায়াময় জগতে। এবারে আমরা ফিরে যাবো এমন এক কাব্য মজলিসে যার উপদেশবাণী সমূহ জুম'আ মসজিদের খুৎবা সদৃশ মনে হবে। যেমন কবি আমাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেন-

৮১. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ২৫৬।
৮২. প্রাগুক্ত পৃ. ২৫৩।

لا تفرحنَّ بدنيا أقبلتْ وصفت + بكل ما ترتضي واحذَرْ عواقبَها

অর্থ : 'তুমি দুনিয়া পাওয়ার আনন্দে বাগবাগ হয়ো না- যা তোমার চাহিদামত সব কিছু নিয়ে + তোমার সম্মুখে হাযির হয়েছে। বরং সাবধান হও তার পরিণতি সম্পর্কে'।[৮৩]

কবি আরও বলেন,

ما الحظّ الا امتلاكُ المرء عِفّتَه + وما السعادة الا حسنُ أخلاق

অর্থ : 'পবিত্রতার অধিকারী হওয়া ব্যতীত মানুষের জন্য কোন প্রকৃত সফলতা নেই + এবং সচ্চরিত্রতা ব্যতীত কোন সত্যিকারের সৌভাগ্য নেই'।[৮৪]

অর্থ সঞ্চয় ও পুঞ্জীভূত করাকে কবি দারুণভাবে ঘৃণা করেন। যেমন তিনি বলেন,

رَبُّ الدراهم أَحصاها وعدَّدها + في حِصن أكياس ألفًا على ألْف

والحمد لله اذ عَدَّىَ لِمَسْبَحتى + وعن سِواها تراني قاصِرَ الطَّرْف

অর্থ : (১) 'টাকার মালিকেরা কেবল তা গণনা করে + ও হাযারের উপরে হাযার হিসাব করে থলে ভরে সঞ্চয় করে'। (২) 'কিন্তু আল্লাহ্‌র জন্য সকল প্রশংসা তিনি আমাকে কেবল নফল এবাদত ও তসবীহ তেলাওয়াতের জন্য গণ্য করেছেন + এবং তা ব্যতীত অন্য সকল কিছু থেকে তুমি আমার দৃষ্টিকে অবনত দেখবে'।[৮৫]

মহিলা সমাজকে কবি তাদের বাহ্যিক পর্দার চাইতে মনের পর্দার দিকে বেশী নযর দিতে বলেছেন। যেমন-

৮৩. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ২৬৬।
৮৪. প্রাগুক্ত পৃ. ২৬৭।
৮৫. প্রাগুক্ত পৃ. ২৬৬।

بيد العفاف أَصونُ عزَّ حِجابي + وبعِصمَتي أسمو على أترابي

وبفِكرةٍ وقّادة وقريحة + نقّادةٍ قد كمُلت آدابي

অর্থ : (১) 'পরহেযগারীর হস্ত দ্বারা আমি আমার পর্দার ইয্যত রক্ষা করবো + এবং পবিত্রতা দ্বারা আমার সমবয়সীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবো'। (২) 'অতঃপর সুতীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তি ও বিশ্লেষণধর্মী + চরিত্র দ্বারা আমার শিষ্টাচার সমূহের স্বর্ণঘট পরিপূর্ণ আছে'।[৮৬]

কবি নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে পাঠক সাধারণকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধৈর্য্যের অনুশীলন করতে বলেন। যেমন...

كم قابلَتْني ليالٍ ريحُها سَعَرٌ + بطيئةُ السَّير تَرمى بالشـــرارات

لاقيتها بجميل الصبر من جَلَدِى + وبِتُّ أسقِى الثرَى من غيث عَبْراتي

كم أقعدتْنى أيامٌ بصدمتها + وقمتُ بالعزم مشهورَ العنايات

অর্থ : (১) 'কত তীব্র ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রজনীসমূহ আমার সম্মুখীন হয়েছে + যা দীর্ঘক্ষণ যাবৎ অবস্থান করেছে এবং তার স্ফুলিঙ্গ সমূহ নিক্ষেপ করেছে'। (২) 'আমি গভীর ধৈর্য্যের সাথে তার মুকাবিলা করেছি + এবং অবিরত ধারায় অশ্রুবর্ষণে যমীন ভিজিয়ে রাত্রি অতিবাহিত করেছি'। (৩) 'কত দিবস অতিক্রান্ত হয়েছে, যা তার কষ্ট-দুঃখ দ্বারা আমাকে রাস্তায় বসিয়ে দিয়েছে + কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত প্রসিদ্ধ নে'মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সাহায্যে আমি পুনরায় উঠে দাঁড়িয়েছি'।[৮৭]

(ঙ) প্রার্থনামূলক কবিতা :

সবশেষে কবি আয়েশা তায়মূরিয়ার প্রার্থনামূলক কবিতা যেকোন হতাশ হৃদয়ে আশার আলো জ্বালিয়ে দেয়। যেমন-

৮৬. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ২৬৫।
৮৭. প্রাগুক্ত পৃ. ১২৭, ১৯৬।

إن كان عِصْياني وسوء جنايتي + عظُمًا وصرتُ مهدَّدا بجزائى

ففِضاءُ عفوك لا حدود لِوُسْعِه + وعليه مُعتمدِى وحسنُ رَجائى

يا مَنْ يَرَى ما في الضمير ولا يُرَى + إني رجَوتُك أن تُجيبَ دعائى

يا عالم الشَّكْوى وحَرَّ توجُّعى + دائى عظيمُ القَرْح جُدْ بدوائى

بحبيبك الهادي سألتك دُلَّنى + لعلاج أمراض وجَلْب شفائى

অর্থ : (১) 'যদিও আমার নাফরমানী ও পাপকর্ম + খুবই বড় এবং আমি তার কারণে আজ ধিকৃত' (২) 'তথাপি (হে আল্লাহ!) তোমার ক্ষমার আকাশের প্রশস্ততার কোন সীমা-পরিসীমা নেই + তার উপরেই আমার সকল ভরসা ও সুন্দর আকাংখা'। (৩) 'হে আমার অদৃশ্য অন্তর্যামী + আমি আশা করি যে, আমার দো'আ কবুল হবে'। (৪) 'আমার সমস্ত অভিযোগ ও বেদনার বহ্নিজ্বালা সম্পর্কে জ্ঞাত হে মহান সত্তা! + আমার পীড়া এখন গভীর ক্ষতে পরিণত হয়েছে। তাই তার ঔষধের ব্যাপারে তুমি আমাকে দয়া কর'। (৫) 'তোমার বন্ধু দিকদিশারী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দোহাই দিয়ে বলি, তুমি আমার রাস্তা বাৎলিয়ে দাও + রোগ-উপশম ও তার আশু আরোগ্যের'![৮৮]

অন্যত্র কবি প্রার্থনা করেন আকুল ভাবে...

إلهى سيدى أنت الجليل + بباب رَجاء ك العبدُ الذليل

ضعيفُ الحال منكسر فقير + كثيرُ الغَيِّ ناصِره قليل

فأنت لذنبه رَب غفور + كريم صَفْحُه السامي جزيل

قصدتُ حِماك يا مولى الموالى + أروم العفو لى أمَلٌ جميل...

فحاشا أن تُخَيِّب فيك ظنى + وأنت لعبدك الراجى كفيل

৮৮. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ১৩০, ১৭২।

অর্থ : (১) 'প্রভু হে! তুমি আমার মহান পরিচালক + তোমার আশার দুয়ারে এ নিকৃষ্ট বান্দা (দাঁড়িয়ে আছে)'। (২) 'জীর্ণ-শীর্ণ, অভাব জর্জরিত + দারুণভাবে পথভ্রষ্ট... যার সাহায্যকারী খুবই কম'। (৩) 'তুমি তার গুনাহ সমূহের ব্যাপারে ক্ষমাশীল + ও দয়ালু। তোমার মহান ক্ষমাগুণ তো কানায়-কানায় পূর্ণ'। (৪) 'হে দাসানুদাসদের প্রভু! আমি তোমার আশ্রয় কামনা করি + আমার জন্য তোমার ক্ষমা প্রত্যাশা করি, যা সবচেয়ে সুন্দর প্রত্যাশা'। (৫) 'তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা নিরাশ ও নিস্ফল প্রমাণিত হউক... তা হ'তেই পারে না + কেননা তুমি তোমার আশাবাদী বান্দার একমাত্র যিম্মাদার'।[৮৯]

৭. গদ্য সাহিত্যে আয়েশা তায়মূরিয়া :

পদ্য সাহিত্যের ন্যায় গদ্য সাহিত্যেও আয়েশা তায়মূরিয়া যথেষ্ট দক্ষতা ও শিল্পনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর সমস্ত রচনা 'মাক্বামাত' সাহিত্যের অনুকরণে রচিত- যা ছিল তৎকালীন আরব বিশ্বে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত। মিসরের মহিলা কবি বাহেছাতুল বাদিয়া (১৮৮৬-১৯১৮) ও ক্বাসেম আমীনের (১৮৬৩-১৯০৮) পূর্বেই তিনি মিসরীয় নারী জাগরণ বিষয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মূল্যবান প্রবন্ধসমূহ প্রকাশ করেছেন। যেমন এ সম্পর্কীয় তাঁর 'চিন্তার মুকুর' প্রবন্ধটি (পরে পুস্তিকা) আব্বাস হেলমী পাশার অভিষেকের (১৮৯২ খৃ.) পর আয়েশার জীবনের শেষ দশকে প্রকাশিত হয়েছে।[৯০]

এতদ্ব্যতীত সামাজিক বিষয়ভিত্তিক নাটক রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'বিচ্ছেদের পরে মিলন' (اللقاء بعد الشتات) নামে তাঁর একটি কাহিনী-নাট্য রয়েছে। অন্য একটি নাটিকা তিনি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রেখে মারা যান।[৯১]

(ক) গ্রন্থ রচনা :

গদ্য সাহিত্যে আয়েশা তায়মূরিয়ার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাঁর 'অবস্থাসমূহের পরিণতি' বা 'কেতাবু নাতায়েজিল আহওয়াল' নামক গল্প গ্রন্থটি। এর মধ্যে প্রাচীন যুগের শিক্ষণীয় গল্পসমূহ অতীব আকর্ষণীয় ভাষায় পেশ করা হয়েছে।

৮৯. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ২৭২।
৯০. প্রাগুক্ত পৃ. ১৪০, ১৪১।
৯১. প্রাগুক্ত পৃ. ১৯।

এগুলো যেন অবিকল সেইসব কাহিনী, যা আমরা শৈশবে দাদী-নানীর কাছে বসে শীতের রাতের প্রচণ্ড প্রকোপ অথবা বর্ষণমুখর শ্রাবণরাতের সকল আলস্য ভুলে এক মনে শুনেছি রাতের পর রাত অটুট আগ্রহ নিয়ে।

এই সকল কাহিনীতে গল্পচ্ছলে অতীত জ্ঞানী-মনীষীদের অনেক উপদেশবাণী রয়েছে। রয়েছে তাদের জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল। যা যেকোন যুগের যেকোন পাঠকের জন্য অমূল্য উপদেশস্বরূপ। মাননীয় লেখিকা তাঁর উক্ত বইয়ের মধ্যে এইসব গল্পসমূহ অতীব সুন্দর ও আকর্ষণীয় ভাষায় পরিবেশন করেছেন।

এ বইয়ের বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মধ্যে সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, আনন্দ-বেদনা, ধৈর্য্য-সমবেদনা, আমানত-খেয়ানত, শত্রুতা-ভালোবাসা প্রভৃতি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনীসমূহ রয়েছে। যে সবের ভিন্ন ভিন্ন পরিণতি থেকে পাঠক সাধারণ তাদের জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বাস্তব উপদেশ লাভ করতে পারেন।[৯২]

২. 'চিন্তার মুকুর' বা 'মিরআতুত তাআম্মুল ফিল উমূর' নামে আয়েশা তায়মূরিয়ার মাত্র ১৬ পৃষ্ঠার একটি মূল্যবান পুস্তিকা রয়েছে। উক্ত পুস্তিকায় খেদীভ আব্বাসের প্রশংসার সাথে সাথে গল্পের ভঙ্গিতে মাননীয় লেখিকা মহিলা সমাজের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও তাদের প্রতি পুরুষ সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি অঙ্গুলীসংকেত করেছেন। যেমন- 'খেল-তামাশা ও অনর্থক কাজে মত্ত স্বামী অবশেষে ফতুর হয়ে রোগজর্জর দেহ নিয়ে শয্যাশায়ী হ'ল, তখন স্ত্রীর করণীয় কি হবে? চিরন্তন সামাজিক রীতি অনুযায়ী এখন যদি স্ত্রী কেবল রোগী স্বামীর শিয়রে বসেই দিন কাটায়, আর হা-হুতাশ করতে থাকে, তাহ'লে স্বামীর প্রতি তার সঠিক কর্তব্য পালন করা হবে কি? কেমন করে তার সন্তান পালন করতে হবে, স্বামীর সংসার নির্বাহ করতে হবে। সে চিন্তা কি তার করতে হবে না? তায়মূরিয়ার প্রশ্ন... وكيف لا تلقى المرأةُ وِشاحَ الْخِدرِ وترمى بُرقعَ الحياء؟ 'এ সময়ও কি সে তার সংকোচের কণ্ঠহার ও লজ্জার বোরক্বা দূরে নিক্ষেপ করবে না?' অবশ্য তাই বলে তিনি আধুনিকতার নামে নগ্ন সভ্যতাকে মোটেই সমর্থন করেননি।[৯৩]

---

৯২. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ১৩৩।
৯৩. প্রাগুক্ত পৃ. ১৪২।

(খ) প্রবন্ধ রচনা :

আয়েশা তায়মূরিয়াহ জীবনে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন যার অধিকাংশ 'আল-মুওয়াইয়েদ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ সমূহ লেবাননের যয়নব ফাউয়ায (১৮৬০-১৯১৪) স্বীয় 'আদদুররুল মানছূর' বা 'বিচ্ছুরিত মুক্তাসমূহ' নামক গ্রন্থে জমা করেছেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ 'লা তাছলাহুল 'আয়েলাতু ইল্লা বে-তারবিয়াতিল বানাত' (নারীশিক্ষা ব্যতীত কোন পরিবার সুষ্ঠু ও সুন্দর হ'তে পারে না) শিরোনামে 'আল-আদাব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৯৪] প্রকাশ থাকে যে, মিসরীয় নারী আন্দোলনের হোতা ক্বাসেম আমীন (১৮৬৫-১৯০৮) কর্তৃক এ বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ সমূহের প্রায় ১২ বছর পূর্বে তায়মূরিয়ার আলোচ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৯৫]

উক্ত প্রবন্ধে লেখিকা আধুনিক মহিলা সমাজের সৌন্দর্য প্রদর্শনীয় প্রতিযোগিতাকে তীব্রভাষায় নিন্দা করেছেন। তিনি নারীর বাইরের চাকচিক্যের চাইতে মনোগত পরিচ্ছন্নতার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যেমন তিনি একস্থানে বলেন,

'আজকালকার মহিলারা দামী গহনা, দামী পোষাক পরে ভাবেন যে তাদের সৌন্দর্য বর্ধিত হয়েছে। তাকে আগের চাইতে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে। সমস্ত জগত বুঝি তাকে কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। কিন্তু তিনি একবারও ভাববার অবকাশ পান না যে, এর দ্বারা তার নারীত্ব মন্দ পরিণতির অন্ধ গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। অহেতুক গর্ব ও অহংকারে তিনি নিজেই নিজেকে ধ্বংসের অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিচ্ছেন। এর একমাত্র কারণ এই অযথা ঠাঁট-বাঁটের পরিণতি সম্পর্কে তার অজ্ঞতা। তাই আজ নারীকে জানতে হবে তার অস্তিত্বের বাস্তব পরিচয়।[৯৬]

অতঃপর লেখিকা তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে যা বলতে চেয়েছেন তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।[৯৭]

---

৯৪. ১৩০৬/১৮৮৮, ৯ই জুমাদাল আখেরাহ শনিবার কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ১৪৩।
৯৫. প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৩।
৯৬. প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৪।
৯৭. প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৫।

প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মহিলাদেরকে আমরা দেখি যখন তাঁরা ঘরে থাকেন, তখন ময়লা-জীর্ণ কাপড়-চোপড় পরে স্বামী ও সন্তানদের সম্মুখে চলাফেরা করেন। ফলে তারা উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন। পক্ষান্তরে যখন তাঁরা আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য বাইরে বের হন, তখন দামী গহনা-শাড়ীর বহর দেখিয়ে অভিনব ভঙ্গিতে চলতে থাকেন। তাঁর আকর্ষণীয় অঙ্গভঙ্গি ও দেহের ভাজে ভাজে যেন একথাই প্রমাণ করতে চান যে, তিনি সত্যি সত্যিই একজন শরীফ খান্দানের মহিলা। এটা নিশ্চয়ই দোষের। কেননা 'প্রত্যেক কাজেই বাড়াবাড়ি অন্যায়' (الغُلوُّ عيبٌ فى كل أمر) তবে স্বাভাবিক সৌন্দর্যচর্চা যা সাধারণ রুচির বাইরে নয়, তা নারী-পুরুষ সকলের জন্য অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

তিনি বলেন, মেয়েদেরকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য চর্চা ও মিতব্যয়িতার অভ্যাস ছোট থেকেই গড়ে তুলতে হবে তার বাড়ীর পরিবেশ ও শিক্ষায়তনের পরিবেশ হ'তে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আজকাল মাতা-পিতা কিংবা স্কুল-কলেজ কোথাও মেয়েরা উপযুক্ত শিক্ষা পায় না। ফলে তারা কেবল রূপচর্চা নিয়েই থাকে। উন্নত ও আদর্শনিষ্ঠ জীবনের চিন্তা করার অবকাশ তারা পায় না। যদি একটা মেয়ে স্বাভাবিক সৌন্দর্য বজায় রেখে বেড়ে ওঠে এবং সে বুঝতে শেখে যে, তার এই সৌন্দর্য একান্তভাবেই তার নিজের জন্য, লোকের জন্য নয় (ان هذه الزينة لنفسها لا للناس)। তবে তার নিজের বাড়ী ও অন্যের বাড়ীর জন্য আলাদা সাজ-সজ্জার প্রয়োজনবোধ হবে না। অতঃপর পোষাকের প্রতি তার এই আবেগহীন মনোভাব তার মনের উপরও রেখাপাত করবে। ফলে তার সমস্ত জীবনটাই একটা সরল ও মযবুত চারিত্রিক ভিত্তির উপর গড়ে উঠবে।

এখানে মহিলাদেরকে একথা ভালভাবে মনে রাখতে হবে যে, তার একটি গুণ যেমন সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তেমনি তার একটি দোষই তার পারিবারিক জীবন ধ্বংস করে দিতে পারে।

অতঃপর লেখিকা পুরুষ সমাজকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তাঁর ভাষায়...[৯৮]

৯৮. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ১৪৬।

অনুবাদ : হে পুরুষ সমাজ! তোমরা কেন মেয়েদেরকে অবহেলায় ছেড়ে দিয়েছ? অথচ তারা হাতের কলমের ন্যায় তোমাদের অনুগত। কেন প্রয়োজনের সময় তোমরা তাদের উপর থেকে হাত উঠিয়ে নিয়েছ? অথচ তোমরা তাদের কাজকর্মে ঠাট্টা করতে কসুর করো না। তারা যদি তোমাদের সঙ্গে কাজে অংশ নিতে চায়, তবে তোমরা ঘৃণা করো। তোমরা কি চাও যে, সকল কাজেই তোমরা তাদেরকে ছেড়ে একলা থাকো? তাহ'লে তার মন্দ পরিণতির জন্য তোমরা প্রস্তুত হও'।

কর্মের জগতে নারীর ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে অকাট্ট যুক্তি প্রদর্শন করে মাননীয়া লেখিকা বলেন, 'যদি পুরুষের জন্য 'একলা চলো' নীতি সম্ভব হ'ত, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে নারী ছাড়াই সৃষ্টি করতেন। তারা উভয়ে একই সূর্যের আলোতে একই নিয়মের অধীনে বসবাস করে। তাই তারা যে পরস্পরের জন্য অবশ্যই যরূরী একথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। অতএব পুরুষ সমাজের উচিত নিজেদের উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার স্বার্থেই নারী সমাজকে মার্জিত শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা। যাতে তারা স্ব স্ব কর্তব্যকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে যেতে পারে'।

৮. অবদান মূল্যায়ন :

আধুনিক মিসরের স্থাপয়িতা মুহাম্মাদ আলীর রাজত্বের (১৮০৫-১৮৪৮) শেষ দিকে জন্ম (১৮৪০) নিয়ে ইংরেজ আমলের শেষাবধি বিভিন্ন উত্থান-পতনের বাস্তব সাক্ষী হিসাবে প্রচুর অভিজ্ঞতার অধিকারিনী আয়েশা তায়মূরিয়া তাঁর লেখনীর মাধ্যমে আধুনিক আরবী সাহিত্যের উন্নয়নে যে অবদান রেখে গিয়েছেন তার তুলনা বিরল। একাধারে আরবী, ফার্সী ও তুর্কী ভাষায় সমান দক্ষতার সাথে কাব্য রচনা যথার্থই অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। কাব্যের সকল শাখায় বিশেষ করে শোকগাথা (elegy) রচনায় তিনি শুধু তৎকালীন আরব জগতে নয় বরং ঊনবিংশ শতকের বিশ্বসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করেন। আধুনিক আরবী গল্পসাহিত্যে তিনি প্রাণসঞ্চার করেন। যা প্রায় তিনশ' বছর যাবৎ একপ্রকার অবহেলিত ছিল। বিশেষ করে মহিলা-সাহিত্যে আয়েশার পূর্বে অন্য কোন আরব-মহিলা লেখনী পরিচালনা করেননি।[৯৯] এছিল আরবী সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর একটি অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

---

৯৯. ড. মাঁয়-এর অভিমত। দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ১৩৯।

তিনি মিসরীয় নারী জাগরণের ক্ষেত্রে নেত্রীর ভূমিকা পালন করেন। বাহেছাতুল বাদিয়া (১৮৮৬-১৯১৮) ও ক্বাসেম আমীনের (১৮৬৫-১৯০৮) বহু পূর্বে তিনিই প্রথম মিসরীয় নারীসমাজকে জাগৃতির ডাক দেন। তিনি মুসলিম ঐতিহ্য বিষয়ে এবং বিভিন্ন সামাজিক বিষয়কে ভিত্তি করে বহু ছোটগল্প লিখেছেন। নাটক রচনায়ও তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। গদ্যে তিনি 'মাক্বামাত' সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করেছেন। তাঁর ক্যব্যিক ধারায় প্রাচীন রীতি বিধৃত।[১০০]

৯. মৃত্যু :

ঊনবিংশ শতকের আরবী সাহিত্যগগণের এই দীপ্ত প্রতিভা জীবনের শেষ চার বছর মস্তিষ্কের কঠিন ব্যাধিতে ভোগার পর ১৩২০ হিজরী মোতাবেক ১৯০২ সালে ৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন।*

মস্তিষ্কের ব্যাধির কারণে এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারেননি।[১০১] ইতিপূর্বে ১৪ বছর বয়সে (১৮৫৪ সালে) বিবাহের পর থেকে ১৮৭৪ সালে স্বামীর মৃত্যুর এই সুদীর্ঘ বিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে তিনি কিছুই রচনা করেননি। প্রিয়তমা কন্যা তৌহীদার মৃত্যুর পরেও সাতটি বছর অবিরাম কান্নাকাটি ও অশ্রুবর্ষণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। পিতা, স্বামী ও কন্যা হারানোর উপর্যুপরি আঘাতে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। অতঃপর দীর্ঘ বিরতি শেষে সঞ্চিত বেদনার ফল্গুধারা কাব্যের ঝর্ণাধারায় রূপ নেয়.. যা অল্প দিনের মধ্যেই আধুনিক আরবী সাহিত্যের অগ্রগতিতে নব অধ্যায়ের সূচনা করে।

তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অল্প বয়সে সংসারের দায়-দায়িত্ব, বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও রোগ-শোকে যদি তাঁর সাহিত্যচর্চা ব্যাহত না হ'ত, তবে তিনি আমাদেরকে আরো অনেক অমূল্য সম্পদ উপহার দিয়ে যেতে পারতেন।

---

১০০. হে ঊড্ পৃ. ৮৪।
১০১. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ১৯।

(গ) মুহাম্মাদ তায়মূর

(১৮৯২-১৯২১ খৃ.)

১. জীবন ও শিক্ষা

২. সাহিত্য সেবা (ক) ছোটগল্প (খ) নাটক (গ) কবিতা

৩. অবদান মূল্যায়ন।

মুহাম্মাদ তায়মূর

(১৮৯২-১৯২১)

তায়মূর পরিবারের ক্ষণজন্মা প্রতিভা মুহাম্মাদ তায়মূর সম্পর্কে আমরা বলতে গেলে কিছুই জানতে পারিনি। তবে বিভিন্ন সূত্রে অল্প যা কিছু জেনেছি তাই এখানে পেশ করছি।-

১. জীবন ও শিক্ষা :

কায়রোর ঐতিহ্যবাহী তায়মূর পরিবারে ১৮৯২ খৃ.ষ্টাব্দে মুহাম্মাদ তায়মূর জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র আট বৎসর বয়সে মা-হারা মুহাম্মাদ তায়মূর পিতা আহমদ তায়মূর পাশার তত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। বাড়ীতেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। অতঃপর ১৯১১ সালে ১৯ বৎসর বয়সে তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে প্যারিস গমন করেন।[১০২] সেখান থেকে তিন বৎসর পরে ১৯১৪ সালে দেশে ফিরে আসেন। অতঃপর সাত বৎসর বেঁচে থেকে ১৯২১ সালে মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

২. সাহিত্য সেবা : (ক) ছোটগল্প-

প্যারিস থেকে দেশে ফিরে মুহাম্মাদ তায়মূর তাঁর নবলব্ধ অভিজ্ঞতা পূর্ণভাবে কাজে লাগান। তিনি মোপাসাঁ ও চেকভের সাহিত্যরীতির অনুসারী ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁদের রচিত গল্পের উন্নত রটনাশৈলীই তাঁকে সমাজ বিপ্লবে ছোটগল্পের কার্য্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা দান করে। তিনি আয়েশা তায়মূরিয়াহ (১৮৪০-১৯০২) ও মুবা এলাহী (১৮৭০-১৯৩০) থেকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণে সমৃদ্ধ করেন তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকর্ম।

---

১০২. আলহাজ্জ শালবী পৃ. ৬।

মিসরীয় কথা সাহিত্যে সম্পূর্ণ আধুনিক রীতিতে তিনিই সর্বপ্রথম ছোট গল্পের প্রবর্তন করেন।[১০৩] সাধারণ গণমানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে ভিত্তি করে তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলি ছিল মিসরীয় সাহিত্যজগতে এক অভিনব সৃষ্টি। যা স্বাভাবিক কারণেই দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'মা তারাহুল উয়ূন' বা 'দৃষ্টি যা অবলোকন করে' নামক গল্পগ্রন্থটি আমাদের জন্য তাঁর সংক্ষিপ্ত সাহিত্য জীবনের শ্রেষ্ঠতম উপহার। ১৯১৭ সালে 'আস্-সফূর' পত্রিকায় সর্বপ্রথম এটি প্রকাশ পায়।[১০৪]

(খ) নাটক :

শৈশবেই তাঁর মধ্যে নাট্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে। যখন তিনি ও তাঁর ছোট ভাই মামমূদ তায়মূর দু'জনে মিলে 'বালুয়া' প্রেস থেকে সর্বপ্রথম একটি সাময়িকী বের করেন। যার মধ্যে তাঁরা তাঁদের তরুণ চিন্তার প্রকাশ ঘটাতেন এবং নিজেদের ছোট-খাট অভিজ্ঞতার আলোকে নাট্যধর্মী বিভিন্ন ছোটগল্প প্রকাশ করতেন। অতঃপর নিজেদের ঘরের একটা খালি প্রকোষ্টে দু'ভাই মিলে তা অবিকলভাবে মঞ্চস্থ করতেন।[১০৫]

মুহাম্মাদ তায়মূর তাঁর নাটকে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার এবং বিষয়বস্তুতে মিসরীয় সামাজিক জীবন চিত্রিত করার প্রয়াসে অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করেন। অবশ্য তাঁর কোন নাট্য গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাইনি। তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নাটক রচনা করেন।

(গ) কবিতা :

মুহাম্মাদ তায়মূর একজন উঁচুদরের কবিও ছিলেন। যদিও তাঁর কোন কাব্য সংকলন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে তাঁর উজ্জ্বল কাব্য প্রতিভার নমুনা স্বরূপ তাঁর রচিত শোকগাথার কয়েকটি ছত্র আমরা এখানে পেশ করব।

মায়ের কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে শোকবিহবল চিত্তে গভীর আবেগে তিনি কবিতা বলছেন,

---

১০৩. শায়েখ জুম'আ ২য় সংস্করণ পৃ. ৮।
১০৪. উহার প্রথম খণ্ড অমীয়ুর রূহ বা 'আত্মার ঝলক' নামে ১৯২২ সালে বের হয়। প্রাগুক্ত পৃ. ৮।
১০৫. ফের'আউন ছগীর পৃ. ৯।

أُمَّاه قُومى واسمَعِى + أماه مالَكِ لا تُجيبى

أرأيتِ دمعَ مَحاجري + وسمعتِ يا أمي نحيبى

هل راع قلبكِ ما لقيتُ + من النوائب والكروب

অনুবাদ : (১) 'হে মা! ওঠ কথা শোন! + তোমার কি হয়েছে যে জওয়াব দিচ্ছো না? (২) তুমি কি আমার চক্ষুগহ্বর হ'তে নির্গত অশ্রুধারা দেখতে পাচ্ছ? + হে মা! তুমি কি আমার করুণ আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছ? (৩) মাগো! তোমার হৃদয় কি তাতে ভয় পেয়ে গেছে? যেসব আমি ভোগ করছি + নিদারুণ কষ্ট ও বিপদ সমূহ'।[১০৬]

গযল রচনায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। যেমন এক স্থানে রাত্রিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন,

أنا في الدنيا وحيد + و لِيَ الناس خُصوم...

هدموا بنيان وُدِّى + وانمحت منه الرسوم

ومليك الليل بَرٌّ + هو لي أم رؤوم...

وهو لي خَلٌّ أمين + ولأفكارى ندىم

أنا يا ليل أناجى + منك سلطاناً رحيم

অনুবাদ : (১) 'এ জগতে আমি নিঃসঙ্গ + বাকী সবাই আমার দুশমন। (২) তারা আমার প্রেমের বুনিয়াদ ধ্বংস করে দিয়েছে + তার শেষ চিহ্নটুকুও মুছে গিয়েছে। (৩) কিন্তু রাতের মালিক (আল্লাহ) আমার কল্যাণকারী + তাই রাত আমার জন্য স্নেহময়ী মায়ের মত। (৪) এবং সে আমার বিশ্বস্ত বন্ধু + ও সে আমার চিন্তার সাথী। (৫) আমি হে রাত্রি! কথা বলি + তোমার মাঝে গোপনে মহান রাজাধিরাজের (আল্লাহ্র) সাথে'।[১০৭]

১০৬. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ১১৩।
১০৭. প্রাগুক্ত পৃ. ১১৬।

৩. অবদান মূল্যায়ন :

আধুনিক আরবী সাহিত্যে মুহাম্মাদ তায়মূরের সবচাইতে বড় অবদান হ'ল সম্পূর্ণ আধুনিক স্টাইলে সার্থক ছোট গল্পের প্রবর্তন। আরবী গল্প সাহিত্যের অস্তিত্ব বহু পূর্ব হ'তে থাকলেও বাগদাদের পতনের পর হ'তে দীর্ঘ অবক্ষয় যুগে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় গল্প সাহিত্যও প্রায় অবলুপ্তির সীমানায় পৌঁছে গিয়েছিল। বরং বলা যেতে পারে যে, আরবী সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় কিছু কিছু চর্চা থাকলেও গল্প সাহিত্যের আসর একেবারেই খালি ছিল। আর ছোট গল্পের কথা তো বলাই বাহুল্য।

মাক্বামাতের গল্পগুলিকে যদি আমরা ছোটগল্পের প্রথম প্রচেষ্টা ধরে নেই, তবে নিশ্চয়ই তা কোনদিন সাধারণ মানুষের মনের নিকটবর্তী ছিল না। কেননা কঠিন ও ছন্দোবদ্ধ শব্দশৈলীর দিকেই সেখানে বেশী নযর দেওয়া হয়েছে। ফলে অবয়ব থাকলেও ছোটগল্পের প্রকৃত চরিত্র সেখানে অনুপস্থিত। 'আলিফ লায়লা'র গল্পগুলি এ ব্যাপারে সার্থক পদক্ষেপ হলেও তার অধিকাংশই ছিল অনূদিত এবং বাস্তবতার চাইতে অবাস্তব কল্পনার সাথে সম্পৃক্ত।

অতঃপর রেনেসাঁ আমলে ঊনবিংশ শতকের প্রথম ও মাঝামাঝি সময়ের দিকে ছোটগল্প লেখায় কিছু কিছু পদক্ষেপ দেখা গেলেও তার অধিকাংশ ছিল অনুবাদ। তবে শতাব্দীর শেষের দিকে বেশ কিছু অগ্রগতি ও মৌলিকত্ব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তখনও তা ছোটগল্পের পূর্ণ চরিত্র অর্জন করতে পারেনি। অবশেষে মুহাম্মাদ তায়মূরই প্রথম ব্যক্তি যিনি আরবী ছোটগল্পকে সম্পূর্ণ আধুনিক ধাঁচে নতুন আঙ্গিক ও চরিত্রে পূর্ণতা দান করেন। ছোটগল্পকে তিনি রূপকথার জগত থেকে অথবা আমীরের প্রাসাদ থেকে টেনে আনেন গরীবের পর্ণ কুটিরে সাধারণ গণমানুষের হাতের নাগালে। সেখানে তিনি তাদের ভাষায় কথা বলেন। তাদেরই সুখ-দুঃখের কাহিনী তুলে ধরেন। এজন্যে তাঁকে যথার্থভাবেই আধুনিক আরবী ছোটগল্পের প্রবর্তক বলা হয়েছে।[১০৮]

---

১০৮. ব্রোকেলম্যান, মাহমূদ তায়মূর এবং আরও অনেকে মুহাম্মাদ তায়মূরকে আধুনিক আরবী সাহিত্যে মিসরীয় ছোটগল্পের উদ্ভাবক বলে দাবী করেছেন। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, জানু-জুন, ১৯৭৭, পৃ. ৩৩৩। শায়েখ জুম'আ পৃ. ৮।

নাট্যকার হিসাবেও মুহাম্মাদ তায়মূর যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর রচিত নাটকসমূহে যুগযন্ত্রণার তীব্র অভিব্যক্তি বিদ্যমান। মননশীল প্রবন্ধ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১ম মহাযুদ্ধের অবসানে মিসরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে, যা মিসরীয় সাহিত্যের অগ্রগতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুহাম্মাদ তায়মূরের রচনায় তার ছাপ সুস্পষ্ট।

মোদ্দাকথা ছন্দোবদ্ধ গদ্যরীতির চিরাচরিত প্রথার বাইরে এসে সাধারণ মানুষের সহজবোধ্য ভাষায় তাদেরই জীবন নিয়ে সাহিত্য রচনার দুঃসাহসী পদক্ষেপই মুহাম্মাদ তায়মূরের সবচাইতে বড় কীর্তি এবং সম্পূর্ণ আধুনিক রীতিতে ছোটগল্পের প্রবর্তনই আধুনিক আরবী সাহিত্যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

প্রধানতঃ একজন সার্থক ছোটগল্পকার ও নাট্যকার হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মাদ তায়মূর যে একজন উঁচুদরের কবিও ছিলেন, তার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি।

মাহমূদ তায়মূর (১৮৯৪-১৯৭৩ খৃ.)

১. জীবন ও শিক্ষা

২. মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা

৩. সাহিত্যে হাতে খড়ি

৪. সাহিত্য সেবা :

(ক) ছোটগল্প

(খ) দীর্ঘায়তন গল্প

(গ) কাহিনী নাট্য

(ঘ) বিবিধ (صُوَر وخَواطر)

(ঙ) ফরাসী ভাষায় অনূদিত গল্পগ্রন্থ

(চ) জার্মান ভাষায় অনূদিত গল্পগ্রন্থ

(ছ) ছোট গল্পের একটি নমুনা

৫. অবদান মূল্যায়ন

মাহমূদ তায়মূর (১৮৯৪-১৯৭৩ খৃ.)

১. জীবন ও শিক্ষা :

কায়রোর 'সা'আদাহ' রোডে অবস্থিত প্রখ্যাত তায়মূর পরিবারে ১৮৯৪ সালের ১২ই জুন মাহমূদ তায়মূরের জন্ম হয়।[১০৯] পিতা আহমদ তায়মূরের তৃতীয় ও সর্বকনিষ্ঠ সন্তান মাহমূদ তায়মূর মাত্র ছয় বছর বয়সে (১৯০০ সালে) মাতৃহারা হন। কিছুদিনের মধ্যে দাদীও মারা যান। পরপর আঘাতে পিতা আহমদ তায়মূরের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ফলে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক উক্ত বাড়ী ছেড়ে দিয়ে তাঁরা 'আয়নুশ শাম্‌স' নামক অপেক্ষাকৃত শুষ্ক এলাকায় খোলামেলা বাড়ীতে উঠে আসেন। এ বাড়ীতে বাগ-বাগিচা ও কিছু ফসলের জমি ছিল। মাহমূদ তায়মূর পিতার সাথে চারাগাছ লাগানো, ফুল বাগান করা প্রভৃতি কাজে সাগ্রহে অংশ নিতেন।[১১০]

শৈশবে নিকটস্থ একটি মাদ্রাসায় তিনি ভর্তি হন। কিন্তু তাঁর বড় শিক্ষক ছিলেন তাঁর পিতা। একদিন তিনি ইমরাউল ক্বায়েসের 'মু'আল্লাক্বা' এনে তাদের তিন ভাইকে সেটা মুখস্থ করতে বললেন। অথচ মাহমূদ তখন নিতান্তই ছোট বালক ছিলেন। কিন্তু পিতার ভয়ে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই পুরা মু'আল্লাক্বাটি তিনি মুখস্থ করে ফেলেন। অতঃপর যেদিন তিনি মাদ্রাসার সকল শিক্ষক ও ছাত্রের সম্মুখে মু'আল্লাক্বাটি মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন, সেদিনই তাঁকে উপরের ক্লাসে প্রমোশন দেওয়া হয়।[১১১] পিতার উৎসাহে তিনি ফুফু আয়েশা তায়মূরিয়ার কবিতাসমূহ প্রায় সবই মুখস্থ করে ফেলেন।[১১২]

এরপর বিভিন্ন বই পড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। পিতা তাঁকে 'আরব্য রজনী' (আলফু লায়লা ওয়া লায়লা) পড়তে দিলেন। মাহমূদ তায়মূর বইটির প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন যে, পড়ার সাথে সাথে প্রায় প্রতিটি গল্প তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত এবং বাড়ীর সবাইকে ডেকে তা সুন্দর ভঙ্গিতে শুনিয়ে দিতেন।[১১৩]

---

১০৯. আলহাজ্জ শালবী পৃ. ৫; আরবী ছোটগল্প পৃ. ৮৯।
১১০. ফের'আঊন ছগীর পৃ. ৬-৭।
১১১. প্রাগুক্ত পৃ. ৬।
১১২. দীওয়ানু আয়েশা পৃ. ১২।
১১৩. ফের'আঊন ছগীর পৃ. ৯।

অতঃপর তিনি মিসরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক মোস্তফা লুৎফী আল-মানফালূতীর রোমান্টিক গল্পসমূহ পড়তে থাকেন। যা তাঁর উপর জাদুর মত ক্রিয়া করে। এই সময় মাতৃহীন সংসারে পিতার হুকুমে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইসমাঈলের উপর সংসার দেখাশুনার দায়িত্বভার অর্পিত হ'লে মাহমূদ তায়মূর একনিষ্ঠভাবে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেন।[১১৪]

ইতিমধ্যে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে কৃষি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু কঠিন অসুখের কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।[১১৫]

২. মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা :

বিশ বছর বয়সে মাহমূদ তায়মূর কঠিন টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ তিন মাস শয্যাশায়ী থাকেন। এই অসুখই তাঁর জন্য শাপে বর হয়। তার জীবনের মোড় পরিবর্তিত হয়ে যায়।[১১৬]

অসুখ থেকে ওঠার পর কলেজে ভর্তি হয়েও দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে তিনি পড়াশুনা চালাতে পারেননি। অনেকদিন যাবত ঘুরে ঘুরে সময় কাটান। এই সময় পারিবারিক অনুশাসন সমূহ অনেক শিথিল করে তাকে স্বাধীনভাবে বিচরণের অনুমতিও দেওয়া হয়। মাহমূদ স্বীয় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন যে, এই সময় আমার মুক্ত বিচরণশীল মন যেন সাহিত্যের প্রতি দারুণ আকর্ষণ বোধ করতে থাকে। ফলে আমি আমার উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষতি ঘরে বসে বই পড়ে পুষিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এজন্য দৈনিক একটা নির্দিষ্ট সময় আমি পড়াশুনার জন্য নির্দিষ্ট করে নেই। তিনি বলেন, 'মারাত্মক অসুখের এই ঘটনা নিঃসন্দেহে আমার সাহিত্যিক জীবনের গোড়াপত্তনকারী'।[১১৭]

অসুখের এই অভিজ্ঞতা মাহমূদ তায়মূর ১৯৩৮ সালে কায়রোর এক বক্তৃতায় বড় আকর্ষণীয় ভাষায় পেশ করেন। যেমন-

---

১১৪. ফের'আউন ছগীর পৃ. ১২, ১৩।
১১৫. আলহাজ্জ শালবী পৃ. ৬।
১১৬. ফের'আউন ছগীর পৃ. ১৫।
১১৭. প্রাগুক্ত পৃ. ১৬।

'শৈশবের এই মারাত্মক অসুখের পরিণতি আমাকে সারাজীবন ধরে বইতে হয়। অসুখের সময়ে আমার সেই প্রথম ডাক্তারের কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি। চিকিৎসা ও সততা দুইয়ের একত্র সমাবেশ দেখে আমি তার প্রতি প্রথমেই ঝুঁকে পড়ি। টুপী পরিহিত, শুষ্ক চেহারা, ধূসর বর্ণের, হাল্কা-পাতলা গড়নের এই মানুষটি আমার দৈহিক চিকিৎসার সাথে সাথে মনের খোরাকও দিতেন। তিনি বড় সুন্দর সুন্দর গল্প বলতে পারতেন। প্রতিদিন এসে কয়েক ঘণ্টা আমার কাছে থাকতেন। তাঁর আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে গল্প বলার ঢং আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতো। এইভাবে প্রতি দিন ঔষধ খাওয়ার সাথে সাথে আমি যেন তাঁর গল্পগুলো গোগ্রাসে গিলতাম।

ছোট বেলাকার এই অসুখ আমাকে সারাজীবনের জন্য কয়েদখানায় বন্দী করে ফেলেছে। আমি খানা-পিনায়, শয়নে-জাগরণে সকল ব্যাপারে ডাক্তারের দেওয়া নিয়মের অধীন। আমি এখন খাঁচাবদ্ধ পাখির মত। যেখান থেকে বের হবার ক্ষমতা আমার নেই। সুস্থ লোকগুলোকে যখন তাদের ইচ্ছামত সবকিছু উপভোগ করতে দেখি, তখন আমি নিজের অপারগতায় দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে পড়ি। ...নিজের ত্রুটির কথা সর্বদা আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করি। অথচ এই দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়েও আমি এখন চল্লিশের কোঠায় পা রেখেছি। আমি এখনও খেয়ে পরে বেঁচে আছি... যা ভাবতেও আমি বিস্ময়বোধ করি।[১১৮]

৩. সাহিত্যে হাতে খড়ি :

মাহমূদ তায়মূর গ্রীষ্মের মওসুমে প্রায়ই গ্রাম্য এলাকায় যেতেন। সেখানে মাঠে চাষীদের সঙ্গে মিশতেন। তাদের গান শুনতেন। হাস্যরস ও গল্পের অনুষ্ঠানে বসতেন। এমনকি তাদের সঙ্গে খেলায়ও যোগ দিতেন। দেখা গেল এই মেঠো চাষীদের মধ্য হতেই তিনি তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'শায়েখ জুম'আর' প্রধান চরিত্রের সন্ধান পেয়ে গেলেন।[১১৯]

এইভাবে প্রকৃতির উদার পরিবেশ হ'তে সাহিত্যের খোরাক সংগ্রহ করে নেন মাহমূদ তায়মূর। অতঃপর মেজ ভাই ও শিক্ষক মুহাম্মাদ তায়মূরের

১১৮. ফের'আউন ছগীর পৃ. ২৩-২৪।
১১৯. প্রাগুক্ত পৃ. ৯, ২১।

সহযোগী হিসাবে 'বালুযা' প্রেস হ'তে তারা যে সাময়িকী বের করেন (ইতিপূর্বে মুহাম্মাদ তায়মূরের জীবনীতে আলোচিত হয়েছে), তাতেই তার প্রথম সাহিত্যে হাতে খড়ি হয়।

মাহমূদ তায়মূরের সাহিত্যিক জীবনে উত্তরণের জন্য প্রধান চারটি কারণ ক্রিয়াশীল ছিল। ১ম. পিতা আহমদ তায়মূর পাশা ২য়. ভ্রাতা মুহাম্মাদ তায়মূর ৩য়. শৈশবে অসুখের ঘটনা এবং ৪র্থ. তার বিস্তর পড়াশুনা। তিনি নিজে বলেন, যেকোন ব্যক্তির সাহিত্যিক হওয়ার জন্য মূলতঃ তিনটি বস্তুর প্রয়োজন। (১) উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সাহিত্যিক মন (২) অনুকূল পরিবেশ এবং (৩) বিশেষ কোন ঘটনা, যা জীবনের গতিপথ ঘুরিয়ে দেয়।[১২০] বস্তুতঃ মাহমূদ তায়মূরের জীবনে উপরোক্ত তিনটি বস্তুই আমরা দেখেছি।

৪. সাহিত্য সেবা : (ক) ছোটগল্প :

ভাই মুহাম্মাদ তায়মূরের পরে কনিষ্ঠ মাহমূদ তায়মূর মিসরীয় সাহিত্যজগতে একজন যুগস্রষ্টা হিসাবে আবির্ভূত হন। মুহাম্মাদ তায়মূর তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকালে বিশেষ কিছু সাহিত্যকীর্তি রেখে যেতে পারেননি। কিন্তু ছোটগল্প সাহিত্যে যে নতুন ধারা তিনি প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন, সেই ধারার সার্থক রূপায়ন ঘটে মাহমূদ তায়মূরের সাহিত্যকর্মে।

তাঁর প্রথম ছোটগল্প গ্রন্থ, 'শায়েখ জুম'আ' ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়। ঐ বছরই প্রকাশিত হয় 'রজব আফেন্দী', 'আম্মে মুতাওয়াল্লী', 'শায়েখ সাইয়েদুল গাবীত্ব' নামে যথাক্রমে কয়েকটি গল্পগ্রন্থ। 'শায়েখ জুম'আ' বের হবার সাথে সাথে চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। মিসরের পত্র-পত্রিকা ও পণ্ডিতমণ্ডলী লেখককে ধন্যবাদ দিয়ে বহু বিবৃতি প্রকাশ করেন। যেমন অন্যতম সেরা মিসরীয় পত্রিকা 'হেলাল' তার ১৯২৫ সালের মে সংখ্যায় বলেন, 'সাহিত্য অঙ্গনে নবাগত হওয়া সত্ত্বেও লেখক গল্প রচনায় এমন আশ্চর্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন যে, কেউ গল্পগুলি পড়তে গিয়ে তার পক্ষে এই ধারণা করা মোটেই বিচিত্র হবে না যে, গল্পগুলির লেখক নিশ্চয়ই পাশ্চাত্যের কোন শক্তিশালী গল্পকার হবেন। এমনিভাবে আল-মুক্বতাত্বাফ,

১২০. ফের'আঊন ছগীর পৃ. ৪-৫।

ইজিপশিয়ান গেজেট, মিসরীয় বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত মু'তামারে আলমে ইসলামী পত্রিকা প্রভৃতি লেখককে বিপুলভাবে স্বাগত জানায়।[১২১]

মাহমূদ তায়মূর স্বীয় দুর্বল স্বাস্থ্য সত্ত্বেও সারা জীবন নিজেকে সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। ষাট-এর অধিক গল্পপুস্তক, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি তিনি রচনা করেছেন। তাঁর বহু ছোটগল্প ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, হিব্রু ও জর্জিয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে।[১২২] তন্মধ্যে ফরাসী ও জার্মান ভাষায় বেশ কয়েকটি পুরা গল্পপুস্তকই অনূদিত হয়েছে।[১২৩] ইতিমধ্যে নাযীহ হাকীম (نزيه الحكيم) কর্তৃক মাহমূদ তায়মূরের জীবনী (১৯৪৫ সালে) প্রকাশিত হয়েছে।[১২৪]

বিগত ১৯৫১ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে মাহমূদ তায়মূরের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ছোটগল্প পুস্তকগুলির নাম এখানে প্রদত্ত হ'ল।[১২৫]

ছোটগল্প গ্রন্থ :

১. শায়েখ জুম'আ (شيخ جمعه) কায়রো : ১৯২৫ সাল।

২. রজব আফেন্দী (رجب أفندى) কায়রো : ১৯২৫ সাল।

৩. আম্মে মুতাওয়াল্লী (عم متولى) কায়রো : ১৯২৫ সাল।

৪. শায়েখ সাইয়েদুল গাবীত্ব (شيخ سيد الغبيط) কায়রো : ১৯২৫ সাল।

৫. আলহাজ্জ শালবী (الحاج شلبى) কায়রো : ১৯৩০ সাল।

৬. আবু আলী আমেল আরতীস্ত (ابو على عامل أرتيست) কায়রো : ১৯৩৪ সাল।

৭. আল-আত্বলাল (الأطلال) 'টিলাসমূহ' কায়রো : ১৯৩৪ সাল।

---

১২১. শায়েখ জুম'আ পৃ. ১৬৯-৭০।
১২২. ইসলামী ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৭৭, পৃ. ৩৩।
১২৩. হাওয়া খালেদাহ পৃ. ১৭৩।
১২৪. প্রাগুক্ত ... শেষ পৃ. ১৭৪।
১২৫. ১-১৫ প্রাগুক্ত হ'তে পৃ. ১৭২-৭৩ এবং ১৬-২০ 'ইবনু জালা' বইয়ের শেষ পৃষ্ঠা হ'তে। 'হাওয়া খালেদাহ' বইয়ের শেষে উল্লেখিত সকল বইয়ের ছাপাখানার নাম দেওয়া আছে।

৮. আশ শায়েখ 'আফাল্লাহু (الشيخ عفا الله) 'সেই বুযর্গ- আল্লাহ তাকে মাফ করুন। কায়রো : ১৯৩৬ সাল।

৯. আল-ওয়াছাবাতুল উলা (الوثبة الأولى) 'প্রথম পদক্ষেপ', কায়রো ১৯৩৭ সাল।

১০. ক্বলব গানিয়াহ (قلب غانية) 'যুবতী-হৃদয়' কায়রো : ১৯৩৭ সাল।

১১. ফের'আউন ছগীর (فرعون الصغير) 'ছোট ফেরাউন' কায়রো : ১৯৩৯ সাল।

১২. মাকতূব আলাল জাবীন (مكتوب على الجبين) 'ললাটের লিখন'- কায়রো ১৯৪১ সাল।

১৩. হূরিয়াতুল বাহর (حورية البحر) 'সমুদ্রের অপ্সরী': ছাত্রদের জন্য - ঐ।

১৪. ক্বা-লার রাবী (قال الراوى) 'গল্পকার বলেন' : বাচ্চাদের জন্য- ঐ-১৯৪২।

১৫. বিনতুশ শায়ত্বান (بنت الشيطان) 'শায়তানের কন্যা' : গল্পগুচ্ছে- ঐ -১৯৪৪।

১৬. খালফাল লিছাম (خلف اللثام) 'বোরক্বার অন্তরালে' - সম্ভবত : ১৯৪৮।

১৭. শিফাহুন গালীযাহ (شفاه غليظة) 'পুরু ঠোঁট' - কায়রো, সম্ভবত : ১৯৪৮ সাল।

১৮. এহসান লিল্লাহ (إحسان لله) 'আল্লাহ্র জন্য কৃতজ্ঞতা' -ঐ, সম্ভবত ১৯৪৯ সাল।

১৯. কুল্লু 'আমিন ওয়া আনতুম বেখায়রিন (كل عام وأنتم بخير) 'সারা বছর ভাল থাক'। কায়রো, সম্ভবত : ১৯৫০ সাল।

২০. শাবাব ওয়া গানিয়াত (شباب وغانيات) 'যুবক ও যুবতীগণ' - ঐ, ১৯৫১।

(খ) দীর্ঘায়তন গল্প :

দীর্ঘায়তন বা বড় গল্প রচনায়ও মাহমূদ তায়মূর যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। 'ক্লিওপেট্রা' গল্পটি তাঁর একটি অনন্য সৃষ্টি। বিদ্রুপের শাণিত কষাঘাতে তিনি বিশ্বসমাজকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে লেখক স্বয়ং উক্ত বইয়ের ভূমিকায় বলেন, '১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধ শেষে নেতৃবৃন্দ

যখন আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন, সেই মুহূর্তে আমি অতীব লজ্জা, সংকোচ ও ভয়ের সঙ্গে আমার 'ক্লিওপেট্রাকে' পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করলাম। ভেবেছিলাম সারা বিশ্বে পুনরায় শান্তি, স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর আমি আমার ব্যঙ্গপুস্তক (ক্লিওপেট্রা) লেখার কারণে সকলের নিন্দা ও ঘৃণার পাত্র হব। কিন্তু হায় যদি তাই হ'ত...। যদি বিশ্বে পুনরায় সত্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার কায়েম হ'ত। তবে নিশ্চয়ই আমি আমার ক্লিওপেট্রাকে খলীলী প্রাসাদের ভগ্নস্তূপে কবর দিতাম।[১২৬]

গল্পটিতে বৃহৎশক্তিবর্গের তথাকথিত শান্তিচুক্তি সমূহকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এইসব নেতৃবৃন্দ যখন সম্মেলন কক্ষে শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, তখন তাঁরা যেন স্বর্গে বসে তা সম্পন্ন করেন। কিন্তু যখন সেখান হ'তে বের হয়ে আসেন, তখন সেই সব শান্তির বুলি বেমালুম ভুলে যান এবং ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত পরস্পরের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঠিক যেমন ক্লিওপেট্রা তার সঙ্গিনীদের নিয়ে স্বর্গলোক হ'তে মর্ত্যলোকে নেমে এলো। আর অমনি মর্ত্তবাসীদের কলুষ পরিবেশে তারাও কলুষিত হয়ে গেল। শত চেষ্টায়ও তারা তাদের পূর্বের পবিত্রতা আর ফিরে পেল না। ক্লিওপেট্রা গল্পের এই মূল সুর একেবারেই বাস্তব। যা বিশ্বের যেকোন অঞ্চলের সুধী সমাজ কর্তৃক আদৃত হওয়ার যোগ্য।

১৯৫১ সাল পর্যন্ত লেখকের মোট তিনটি দীর্ঘায়তন গল্প প্রকাশিত হয়েছে।[১২৭] যথা-

১. ক্লিওবেতরা ফি খানিল খলীলী (كليوبترة فى خان الخليلى) 'খলীলী প্রাসাদে ক্লিওপেট্রা'। প্রথম প্রকাশ, কায়রো : ১৯৪৬।

২. নিদাউল মাজহূল (نداء المجهول) 'অচেনা আহ্বান'। একটি রোমান্টিক গল্প। বৈরূত ১৯৩৯।

৩. সালওয়া ফি মাহাবির রীহ (سلوى فى مهب الريح) 'অলিন্দের মধুসন্দেশ'। সম্ভবত ১৯৪৮।

---

১২৬. 'ক্লিওবেতরা' ভূমিকা।

১২৭. 'হাওয়া খালেদাহ' ও 'ইবনু জালা' বইয়ের পূর্বোক্ত তালিকা হ'তে।

(গ) কাহিনী নাট্য :

মাহমূদ তায়মূর নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সমাজের বাস্তব চিত্র অংকনে তিনি যে কতবড় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তা তাঁর নাটকগুলো পড়লেই বুঝা যায়। ছোটগল্পের তুলনায় তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। নিম্নে **১৯৫১** সাল পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর নাট্যগ্রন্থ সমূহ পেশ করা হ'ল।[১২৮]

১. ছালাছু মাসরাহিয়াত (ثلاث مسرحيات) 'তিনটি নাটিকা'। কথ্য ভাষায় লিখিত। কায়রো **১৯৪১**।

২. 'আরূসুন নীল (عروس النيل) 'নীল নদের বধুগণ'। কথ্য ভাষায় একটি কাব্য নাট্য। কায়রো **১৯৪১**।

৩. আল-মাখবা রক্বম **১৩** (المخبأ رقم ١٣) '**১৩** নং তাঁবু'। কায়রো **১৯৪২**।

৪. 'আওয়ালী (عوالى) 'আর্তনাদ সমূহ'। সাধুভাষায় লিখিত। ঐ, **১৯৪২**।

৫. সুহাদ আও লেহানুত তাইহ (سهاد أو لحن التائه) 'অনিদ্রা অথবা অহংকারীর কণ্ঠস্বর'। সাধুভাষায় লিখিত। কায়রো **১৯৪২**।

৬. আল-মুনক্বিযাহ ওয়া হাফলাতুশ শায়ে (المنقذه وحفلة الشاى) 'মুনকিযাহ ও চায়ের মজলিস'। দু'টি নাটিকা। কায়রো **১৯৪৩**।

৭. কুনাবিল (قنابل) 'মোটা মাথাওয়ালা লোকগুলি'। সাধুভাষায় লিখিত। কায়রো **১৯৪৩**।

৮. আবু শূশা ওয়াল মাওকিব (أبو شوشه والموكب) 'আবু শূশা ও পথিকদল। সাধুভাষায় দু'টি নাটিকা। দামেস্ক **১৯৪৩**।

৯. হাওয়া খালেদাহ (حوّاء خالدة) কায়রো **১৯৪৫**।

১০. আল ইয়াওমু খামরুন (اليوم خمر) ঐ, সম্ভবত **১৯৪৮**।

---

১২৮. 'হাওয়া খালেদাহ' ও 'ইবনু জালা' বইয়ের পূর্বোক্ত তালিকা হ'তে।

১১. ফেদা (الفداء) 'উৎসর্গ'। কায়রো, সম্ভবত ১৯৫০।

১২. ইবনু জালা (ابن جلاء)। ঐ, ১৯৫১।

(ঘ) বিবিধ (صُوَر وخَواطر)[১২৯]

১. ইতর ওয়া দুখান (عِطر ودُخان) 'আতর ও সিগারেট'। হাস্যরসে ভরা একটি সামাজিক গল্প। কায়রো ১৯৪৫।

২. ফাননুল ক্বাছাছ (فَنّ القصص) 'গল্পের বিষয়'। এতে গল্পসাহিত্যের মূলনীতির উপর কয়েকটি অধ্যায় ছাড়াও আরও কয়েকটি গল্প রয়েছে। ঐ, ১৯৪৫।

৩. আবুল হওল ইয়াত্বীর (ابو الهول يطير) 'স্ফিংকস্ উড়ে যায়'। সম্ভবত ১৯৪৮।

৪. শিফাউর রূহ (شفاء الروح) 'আত্মার নিরাময়' সম্ভবত ১৯৫০।

৫. মালামিহ ওয়া গুযূন (مَلامح وغُضون) 'চেহারার চাকচিক্য ও তার ভাজসমূহ'। কায়রো, সম্ভবত ১৯৫০।

৬. যাবতুল কিতাবাতিল আরাবিয়াহ (ضبط الكتابة العربية) 'আরবী লেখ্য রীতির সংরক্ষণ'। কায়রো, সম্ভবত ১৯৫০।

৭. মুহাযারাত ফিল ক্বাছাছ ফী আদাবিল আরব : মাযিয়াহু ওয়া হাযেরাহু (محاضرات فى اداب العرب : ماضيه حاضره) 'আরবী গল্প সাহিত্যের অতীত ও বর্তমান' শিরোনামে ১৯৩৮ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ। সংকলন : ১৯৫৮।

(ঙ) ফরাসী ভাষায় অনূদিত গল্পগ্রন্থ :[১৩০]

১৯৪৫ সাল পর্যন্ত লেখকের তিনটি গল্পগ্রন্থ ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। যেমন-

---

১২৯. 'হাওয়া খালেদাহ' ও 'ইবনু জালা' বইয়ের পূর্বোক্ত তালিকা হ'তে।
১৩০. হাওয়া খালেদাহ পৃ. ১৭৩।

১. গারামিয়াতু সামী (غراميات سامى) গল্প সংকলন। প্যারিস ১৯৩৮।

২. হিলমু সামারা (حلم سمارا) গল্প সংকলন। কায়রো ১৯৪২।

৩. বিনতুশ শায়ত্বান (بنت الشيطان) 'শয়তানের কন্যা'। ঐ, ১৯৪৩।

(চ) জার্মান ভাষায় :

জার্মান ভাষায় ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত 'গল্পগুচ্ছ' (مجموعة قصص) নামে লেখকের মাত্র একটি গল্পসংকলন অনূদিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ সুইজারল্যাণ্ডের ড. জি. ভিদমার।

(ছ) মাহমূদ তায়মূর রচিত ছোটগল্পের একটি নমুনা :[১৩১]

গল্পের নাম : 'শায়েখুয যাবিয়াহ' বা হুজরার শায়েখ'।[১৩২]

'খলীলিয়াহ' নদীর দক্ষিণ পাশে 'মাহারীক' শহরের নিকটে একটি ছোট্ট নিরালা স্থান- যা কেবল একজন বুযর্গের ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট। জায়গাটি ছোট হ'লেও সেটি পাঁচ ওয়াক্তের মুছল্লী হ'তে কখনোই খালি থাকে না। বিশেষ করে জুম'আর দিন আশপাশের এলাকাসমূহ হ'তে দলে দলে লোক এসে জমা হয়। ফলে হুজরার আঙ্গিনা ছাড়িয়ে রাস্তার ধারেও মুছল্লীদের জায়গা নিতে হয় খলীলিয়ার তীরে এই ছোট্ট হুজরাটির প্রতি লোকদের এত আকর্ষণের মূল কারণ হ'ল এর ইমাম মাননীয় শায়েখ নাঈম। তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি পার্শ্ববর্তী গ্রাম-গঞ্জ পেরিয়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে গেছে। কেননা সকলেরই এ ব্যাপারে অটুট বিশ্বাস যে, উক্ত শায়খের দো'আ ও আসমানের মাঝে কোন পর্দা নেই। তিনি যা দো'আ করেন, আল্লাহ তাই-ই কবুল করেন। তাই লোকেরা তাঁর সঙ্গে ছালাত আদায় করা ও তাঁর দো'আ পাওয়াকে চরম সৌভাগ্য ও পরকালীন মুক্তির উপায় বলে মনে করে।

...

শায়েখ নঈম তাঁর জীবনকে আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন। তাঁর সমস্ত কর্মশক্তিকে দ্বীনের তাবলীগ ও লোকদেরকে 'ছিরাতে

১৩১. হাওয়া খালেদাহ পৃ. ১৭৩।
১৩২. 'শাবাব ওয়া গানিয়াত', ১৪৭-১৬২।

মুস্তাক্বীমের' দিকে হেদায়াতের কাজে নিয়োজিত করেছেন। যখন তিনি কথা বলেন, তাঁর মুখ দিয়ে কেবল পবিত্র কুরআনের আয়াত, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ ও বিগত যুগের নেককার ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তসমূহ বেরিয়ে আসে। যখন তিনি রাস্তা দিয়ে চলেন, দৃষ্টি নীচু করে তাসবীহ ছড়া হাতে গুণগুনিয়ে যিকর করতে করতে চলেন। যখন তিনি জুম'আর খুৎবা দিতে মিম্বরে ওঠেন, শুদ্ধ ভাষায় সুন্দর বক্তৃতা করেন। কখনও সে মুখে অনল বর্ষিত হয়, কখনও বা মধুশ্রাবী বাণী-সুধায় মুছল্লীদের হৃদয় বিগলিত হয়। যখন তিনি লাঠিরূপ তরবারিখানা ডাইনে অথবা বামে ঘুরান, তখন সমস্ত হুজরাটা ভয়ে কাঁপতে থাকে, যেন সেখানে ভূমিকম্প এসে গেছে। বিস্ফারিত নেত্র, নির্বাক, ভীত-বিহবল শ্রোতাদের লাঠির তালে তালে দোলায়মান অবস্থা দেখলে মনে হয় যেন তাদের জাদুতে পেয়েছে।

...

শায়েখ নঈম বিশ্বাস করেন যে, তিনি রাসূলের একজন বংশধর। আল্লাহ তাঁকে এই শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের হেদায়াতের জন্য বেছে নিয়েছেন। কেননা তিনি প্রায়ই স্বপ্নে নিজেকে ফেরেশতা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখেন এবং কোন কোন সময় গভীর রাতে গায়েবী আওয়ায দ্বারা তাঁকে জনগণের হেদায়াতের জন্য তাগিদ দেওয়া হয়। সেজন্য কোন রোগীর কথা শুনলেই তিনি সেখানে ছুটে যান। দিবারাত্র জেগে তার শিয়রে বসে তসবীহ তেলাওয়াত করেন। ফকীর-মিসকীনদের সাধ্যমত দান-খয়রাত করেন। কখনও আপনি তাঁকে দেখবেন পাতের খানা অন্যকে দিয়ে নিজে ক্ষুধার্ত থাকছেন। কখনও দেখবেন মাঠে যেয়ে কৃষকদের হাল চাষে সাহায্য করছেন। মুখে তাঁর প্রশান্ত হাসি। উদ্দেশ্য কেবল একটাই... আল্লাহ্র সন্তুষ্টি।

....

শায়েখ নঈম বাড়ী আর হুজরা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু বুঝেন না। কেবল খানা-পিনার জন্যে যা একটু বাড়ী যান। বাকী সময়টা হুজরায় বসে ভক্তদের উপদেশবাণী শুনান। শায়খের বাড়ীটাকে আপনি রীতিমত একটা ঝুপড়ি বলতে পারেন। সেখানে কেবল তাঁর স্ত্রী থাকেন। যাকে তিনি প্রথম

যৌবনে বিবাহ করেছিলেন... যদিও স্ত্রীর বয়স তাঁর চাইতে কয়েক বৎসরের বেশী। মহিলার ইতিপূর্বে একবার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় শায়েখ দয়াপরবশ হয়ে তাকে বিয়ে করে ঘরে তুলে নেন।

একদিন শায়েখ নঈম জুম'আর ছালাতের পর বাড়ীর দিকে আসছেন। তসবীহ ছড়া হাতে নিয়ে যথারীতি অধোমুখে গুণগুনিয়ে চলেছেন। এমন সময় পিছন দিক থেকে একটা সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এলো। তিনি চট করে ফিরে তাকিয়ে দেখেন যে, একজন লোক লঘুপদে সসংকোচে তাঁর পিছে পিছে আসছে। তিনি স্নেহভেজা সুরে জিজ্ঞেস করলেন,... তুমি কে? আগন্তক নিজের নাম বলল 'আব্দুত তাউয়াব'।

... কোথা থেকে আসছো?

... পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে।

... কি খবর?

লোকটি শায়খের লম্বা জুব্বার আস্তীন ধরে ভক্তিভরে চুমু খেয়ে তা চোখের পানিতে ভিজিয়ে দিল। শায়েখ তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, শান্ত হও বাছা! বল তোমার কিসের কষ্ট? লোকটি তখন সম্ভ্রমে একপাশে ডেকে নিয়ে শায়েখকে নিম্নস্বরে বলল যে, সে তার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়েছে। কিন্তু এখন সে তাকে ফিরে পেতে চায়। শায়েখ তখন তালাকের ব্যাপারে ভালভাবে নিশ্চিত হওয়ার পরে মাথা নেড়ে ফৎওয়া দিলেন যে, ঐ স্ত্রীর সঙ্গে তার পুনর্মিলন কখনোই সম্ভব নয়। যতক্ষণ না উক্ত স্ত্রীর অন্য কারু সঙ্গে বিবাহ হচ্ছে। লোকটি তখন হতাশ হয়ে বলল... এছাড়া কি অন্য কোন উপায় নেই? শায়েখ গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, না বাছা এ যে আল্লাহ্র বিধান!

পরদিন আছর বাদ শায়েখ নঈম হুজরা থেকে বের হয়ে দেখেন যে, গতকালকের সেই লোকটি দাঁড়িয়ে। সে তাঁকে একপাশে ডেকে নিয়ে দু'হাত মলতে মলতে মুখ কাচুমাচু করে বলল, 'হে আমাদের শায়েখ! আপনি গতকাল আমার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্যত্র পুনর্বিবাহ দেওয়ার কথা বলেছিলেন, নইলে সে আমার জন্য হালাল হবে না।

...'হ্যাঁ নিশ্চয়ই। এছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই'। শায়খের কণ্ঠে দৃঢ়তার সুর। লোকটি তখন শায়খের হাতের উপর আরও ঝুঁকে পড়ে প্রায় অস্ফুটস্বরে নিবেদন করল...' যদি আমাদের মহামান্য শায়েখ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাছিলের উদ্দেশ্যে আমার স্ত্রীকে বিবাহ করার খিদমতটুকু দয়া করে আঞ্জাম দিতেন...?'

কথাটা সোনার সাথে সাথে শায়খের যবান আটকে গেল। তাড়াতাড়ি চাঞ্চল্য ঢাকবার জন্য ঘন ঘন তসবীহ গুণতে লাগলেন।... অবশেষে লোকটির বারংবার অনুরোধে বাধ্য হয়ে তিনি বললেন... আমাকে একদিন সময় দাও হে আব্দুত তাউয়াব! আমি আল্লাহ্‌র নিকট 'এস্তেখারা' করবো। অতঃপর একাজে মঙ্গল আছে... এই মর্মে যদি 'কাশফ' হয়, তাহ'লে তোমার দাবী পূরণ করা যেতে পারে। নইলে একেবারেই অসম্ভব। ...সে! তুমি আগামীকাল একবার এসো। আল্লাহ সবকিছুর মালিক!

ঐ পর্যন্ত বলেই শায়েখ বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন। কিন্তু আগন্তক যুবক তাঁকে একটু দাঁড়াতে বলে আড়াল থেকে তার স্ত্রীকে সামনে নিয়ে এলো। উদ্ভিন্ন যৌবনা, অনিন্দ্যসুন্দরী এই তন্বীবধু লাজনম্র বেশে শায়েখের সামনে এসে দাঁড়ালে যুবকটি তাকে শীঘ্র শায়খের হাতে চুমু খেতে বলল। মেয়েটি চুমু খাওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়লে শায়েখ ঝট করে হাত টেনে নিলেন এবং চকিতে মেয়েটির সুন্দর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। এভাবে আচম্বিতে দৃষ্টি বিনিময়ে তিনি লজ্জায় চক্ষু নামালেন এবং যুবকটিকে বললেন.. 'তোমার স্ত্রীকে আজ নিয়ে যাও'। আব্দুত তাউয়াব শায়খের হাতে গভীরভাবে চুমু খেয়ে দো'আ করলো... 'আল্লাহ যেন তাঁকে এই নেক কাজের অফুরন্ত ছওয়াব দান করেন'!

শায়েখ বাড়ীর পথ ধরলেন ধীরপদে, অধোবদনে গভীরভাবে যিকরে মশগুল অবস্থায়। মহামতি শায়েখ সারাটা রাত সুখস্বপ্নে বিভোর থাকলেন। তিনি স্বপ্নে নিজকে জান্নাতের ফুল-বাগিচায় অসংখ্য হূরপরী বেষ্টিত অবস্থায় দেখলেন। তাদের মধ্যে লাজুক লতার মতো আজকের গোধুলী লগ্নের সেই কামনাময়ী তন্বী বধুটিকেও দেখতে পেলেন।

আনন্দের আতিশয্যে শায়েখ ফজরের কিছু আগে-ভাগেই উঠে পড়লেন। অতঃপর ফজর ছালাত শেষে 'এস্তেখারা'য় মগ্ন হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিভিন্ন লক্ষণ-প্রমানের সাহায্যে তিনি পরিষ্কার বুঝে নিলেন যে, এ বিয়ে তিনি নিঃসংকোচেই করতে পারেন।

...

যথাসময়ে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হ'ল। ওয়াদামত তালাকও হয়ে গেল। কিন্তু আব্দুত তাউয়াবের স্ত্রী শায়েখ নঈমের মনে এক অনির্বচনীয় সুখানুভূতির স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেল। ...তাঁর সমস্ত শিরায়-উপশিরায় যেন আগুন ধরে গেল। ঐ সুন্দরী বধুটি হূরীর বেশে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করে, হাসি-ঠাট্টা করে, গল্প-গুজব করে। ফলে রাতটা শায়খের একভাবে কাটলেও সারাটা দিন তার দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় অতিবাহিত হ'তে থাকে।

কখনও শায়েখ ভাবেন যে, এই স্বপ্নের পশ্চাতে হয়তবা অদৃশ্য কোন বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। আবার ভাবেন হ'তে পারে এসব শয়তানী কারসাজি। এমননিতরো ভাবনা-চিন্তার মাঝে একদিন দুপুরে তন্দ্রাবস্থায় তিনি গায়েবী নির্দেশ পেলেন- 'শান্ত হও নঈম! তোমার উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই। তুমি যে তরীকা তোমার জন্য বেছে নিয়েছ, সেই তরীকার উপরে কায়েম থাক এবং এই পথে যথাসাধ্য নেক কাজ করে যাও'।

এই 'এলহাম' পাওয়ার সাথে সাথে শায়েখ নঈম 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে উঠে বসলেন। তাঁর চেহারা খুশীতে ঝলমল করে উঠলো।

...

আব্দুত তাউয়াবের স্ত্রীকে হালাল করে দেওয়ার ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে এই ধরনের তালাকদাতা স্বামীরা চারদিক থেকে এসে শায়খের নিকট ভিড় করতে লাগলো। কেননা তাদের দৃষ্টিতে মহামান্য শায়েখই এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ব্যক্তি। শায়েখও কোন পাণি প্রার্থিনীকে নিরাশ করতেন না। কেননা তাঁর বিশ্বাস যে, তিনি একাজ করছেন স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিলের জন্য এবং আল্লাহ্র বান্দাদের উপকার করবার জন্য। তাছাড়া

এমন একটি মহান খিদমত হ'তে তিনি কিভাবে দূরে থাকতে পারেন। যার দ্বারা দাম্পত্য বন্ধন পুনঃস্থাপিত হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার সূত্রসমূহ পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়।

এইভাবে সময় অতিবাহিত হয়। শায়েখ নঈম একটি মহিলাকে তালাক দেন। সাথে সাথে আরেকটি মহিলার পাণি গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর প্রতিটি রাতই হয় বাসর রাত। নিত্য নতুন রঙের ঢেউ খেলে যায় তাঁর মনে। যা ইতিপূর্বে কখনই তিনি অনুভব করেননি।

শায়েখ এখন রাস্তায় চলেন সুন্দর ভঙ্গিতে। দাড়িগুলিকে 'খেযাব' দিয়ে ঝকঝকে করেছেন। পাগড়ীটার উপরি অংশ ঝাণ্ডার মত খাড়া করে রাখেন। সুন্নাত পালনার্থে সর্বদা আতর মেখে চলেন। কথার মধ্যে বেশ হাস্যরস মিশিয়ে বলেন। কেননা মুমিনকে যে সব সময় খোশমেযাজ থাকতে হয়।

একদিন বিকালে মহামান্য শায়েখ তাঁর ঘরের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে নদীতে পানি নিতে আসা মহিলাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এমন সময় একটি যুবক সেখানে উপস্থিত হ'ল। সঙ্গে একজন মহিলা। যুবকটি কোন এক বন্দর এলাকার হবে। হাল্কা-পাতলা গড়নের কুৎসিত এই যুবকটির চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছিল যে, সে একজন সমাজ ছাড়া নচ্ছার ব্যক্তি। যাদের কাছ থেকে ঘরের শান্তি ও পারিবারিক শৃঙ্খলা কামনা করা যায় না।

যুবকটি শায়খের নিকটে এসে গদগদচিত্তে আকণ্ঠ ভক্তি মিশিয়ে বলে উঠলো 'হে আমাদের সাইয়েদ (নেতা) আপনার খাদেম 'তেহামী' হাযির। শায়েখ মুচকি হেসে বললেন... হয়েছে, হয়েছে আফেন্দী! এখন বল তোমার কি খবর?'

যুবকটি সংক্ষেপে যা বলল, তার মর্ম দাঁড়ায় এই যে, সে তার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছে। এক্ষণে স্ত্রী ফক্বীহদের ফৎওয়া না শোনা পর্যন্ত তার সঙ্গে বসবাস করতে চায় না। ওদিকে সকল ফক্বীহ বলছেন যে, অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে বিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সে আমার ঘর করতে পারবে না।... অতএব একমাত্র এ কারণেই এই অবেলায় হুযুরের দরবারে আসা...।

শায়েখ ঘটনাটি শোনার সাথে সাথেই এই মহান খিদমত আঞ্জাম দেবার জন্য নিজকে সদা প্রস্তুত বলে ঘোষণা করলেন। যুবকটি খুশী হয়ে স্ত্রী 'ছাবীহা'কে শায়খের ঝুপড়িতে রেখে চলে গেল।

'ছাবীহা'র যৌবন ছিল কানায় কানায়। চটুল-চপল অঙ্গ-ভঙ্গি, আর উপচেপড়া যৌবনের ভারে সে ছিল অবনমিত। স্বর্ণলতিকার মত সারা অঙ্গে তার বসন্তের ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছিল। ফলে মাত্র কয় দিনের মধ্যেই সে শায়খের মনে ঘর করে নিলো। দিনের অধিকাংশ সময় এখন তিনি ঘরেই কাটান। এমন কি সব ওয়াক্তে হুজরায় ছালাত আদায় করতে যাওয়া বন্ধ হ'তে লাগল। এখন তিনি প্রায়ই বাজারে যান এবং 'ছাবীহা'র জন্য দামী গহনা, কাপড়-চোপড়, ফল-মূল, মিঠাই-মণ্ডা ইত্যাদি কিনে আনেন।

এদিকে 'ছাবীহা' দেখলো যে, সে এখন পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট বিলাস-ব্যসনের মধ্যে আছে। তাছাড়া বর্তমান এ ব্যক্তি তার প্রেমে বিভোর এবং অনুগত। পক্ষান্তরে তার স্বামী যুবক হ'লেও দরিদ্র। সে তার সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার কোনদিন করেনি। অতএব সবদিক বিবেচনা করে যুবতী ছাবীহা আমাদের বুড়ো শায়খের পদতলে তার সমস্ত প্রেম ঢেলে দেবার মনস্থ করল। শায়েখ যখন বাইরে থাকেন, তখন সে উন্মুখ হয়ে পথপানে চেয়ে থাকে। আর যখন ঘরে থাকেন, তখন তার সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়। ভাবখানা এই সে যেন আজই কেবল নতুন দাম্পত্যজীবন শুরু করল।

একদিন ফজর বাদ শায়েখ নঈম তাঁর পুরানো স্ত্রীর নিকটে যেয়ে বললেন যে, আমি আজ রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছি। যার সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, তোমার বৃদ্ধা মাতা কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী হয়েছেন। অতএব তোমার কর্তব্য এই মুহূর্তে গ্রামে রওয়ানা হওয়া এবং মৃত্যুর আগে আগেই মায়ের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা। শায়েখ আরও বললেন, এদিকে সবকিছু ঠিকঠাক করে আমিও দু'একদিনের মধ্যে আসছি।

স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা শোনার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মহিলাটি সাজগোজ করে দূর গাঁয়ে মায়ের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল।

...

এদিকে 'তেহামী' তার স্ত্রী 'ছাবীহা'কে নেওয়ার জন্য এসেছে। তাকে দেখেই শায়খের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে তিনি যুবককে আপাততঃ মিষ্ট কথায় বিদায় করলেন। যুবকটি দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে গেল। ওদিকে শায়েখ তার হুজরায় খবর পাঠালেন যে, অসুখের কারণে একটানা কয়েকদিন তাঁকে বাড়ী থাকতে হবে'।

শায়েখ এবার 'ছাবীহা'কে নিয়ে পড়লেন। মুহূর্তের জন্য তাকে পাছ ছাড়া করেন না। প্রায়ই তাকে দু'হাতে জড়িয়ে রাখেন। যেন ছাবীহাকে কেউ তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।...

অতঃপর একদিন তন্দ্রাবস্থায় শায়েখ গায়েবী আওয়ায শুনতে পেলেন, 'হে নঈম! ছাবীহার ব্যাপারে তুমি আর দেরী করো না। ...আল্লাহ ওকে তোমার হাতে পৌঁছে দিয়েছেন ওর স্বামী ঐ ক্ষুধার্ত নেকড়ের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য।... ছাবীহা আসলে তোমার স্ত্রী এবং তুমিই ওর স্বামী।

...

এই সময় 'তেহামী' তার স্ত্রীকে পুনরায় নিতে এল। শায়েখ তাকে দেখে গর্জে উঠে বললেন, 'আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, ব্যস্ত হয়ো না। 'ইন্নাল্লাহা মা'আছ ছাবেরীন' (নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে থাকেন)।

'তেহামী' শায়খের এই ধৈর্য্যের অর্থ বুঝতে পারে না। কেননা নির্দিষ্ট মেয়াদের ঊর্ধে বেশ কিছু দিন যাবত তার স্ত্রী শায়খের কাছে রয়েছে। 'তেহামী' অনেক কষ্টে রাগ দমন করলো এবং শায়েখকে বলে গেল যে, সে আগামী সপ্তাহে পুনরায় আসবে তার স্ত্রীকে নিতে।

সপ্তাহ শেষে 'তেহামী' এলো। জুম'আর ছালাত শেষে হুজরার দরজায় শায়খের সঙ্গে তার দেখা হ'ল। শায়েখ তাকে দেখা মাত্রই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, 'তুমি আবার এসেছ? এতদূর দুঃসাহস তোমার?

'তেহামী' হতভম্বের মত কয়েক মুহূর্ত চুপ রইল। তারপর চিৎকার দিয়ে বলে উঠল... 'দুঃসাহসী কে? আমি না তুমি? আমি এসেছি তোমার কাছ থেকে আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে'।

শায়েখ কিছুক্ষণ পায়চারী করলেন এবং আসমানের দিকে ঘন ঘন তাকাতে লাগলেন। ...হঠাৎ তার ক্রুদ্ধ চেহারাটা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। গম্ভীর কণ্ঠে সবাইকে ডাক দিলেন... 'ওহে আল্লাহ্‌র বান্দারা! ...ওহে আল্লাহ্‌র বান্দারা!! সঙ্গে সঙ্গে চারদিক হ'তে লোক জড়ো হয়ে গেল। সকলে ভীত-বিহ্বল দৃষ্টিতে শায়খের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ শায়েখ তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস কর?' সকলে সমস্বরে বলে উঠলো 'নিশ্চয়ই করি'। শায়েখ বললেন, 'আল্লাহ আমাকে এই যুবকের তালাক দেওয়া স্ত্রীকে তার দুষ্কৃতির কবল হ'তে উদ্ধার করার জন্য হেদায়েত পাঠিয়েছেন। এক্ষণে আমি কি আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করতে পারি? সকলে সমস্বরে বলল 'কখনোই নয়। বরং আপনি আল্লাহ্‌র পাঠানো হেদায়াত অনুযায়ী চলুন'।

শায়েখ এবার ঢোক গিলে নিয়ে বললেন, 'আমি মুসলমান নারী-পুরুষের জন্য আমার জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছি। ...আল্লাহ আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, সেই দায়িত্ব পালন হ'তে দূরে থাকার কোন সাধ্য আমার নেই। যদি তাতে আমার মৃত্যুও হয়ে যায় তথাপিও। এতে কি আমি নিন্দার পাত্র হব?

সকলে বলল, 'এতে আপনার বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই'। তখন শায়েখ উক্ত যুবকটির দিকে ইশারা করে লোকদেরকে বললেন, 'ওকে এখান থেকে বের করে দাও'।

শায়খের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই লোকেরা 'তেহামী'কে ঘিরে ফেলল। অতঃপর তাকে শহর থেকে বের করে দিয়ে শাসিয়ে দিল যে, পুনরায় এলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। শায়েখ নঈম এবার বিজয়গর্বে খুশীমনে বিপুল গাম্ভীর্য সহকারে ধীরপদে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলেন।...

৫. অবদান মূল্যায়ন :

আধুনিক আরবী গদ্য সাহিত্যে মাহমূদ তায়মূরের অবদান সমসাময়িক যেকোন সাহিত্যিকের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। বিশেষতঃ ছোটগল্প রচনায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তার তুলনা বিরল। তাই মুহাম্মাদ তায়মূরের প্রদর্শিত পথ ধরে তিনিই সর্বপ্রথম আধুনিক আরবী সাহিত্যে ছোটগল্পের আসর সমৃদ্ধ

করেন। তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্পের পটভূমি ছিল সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। ফলে মাহমূদ তায়মূরের রচনাগুলি হয়ে উঠেছে মিসরীয় সমাজ জীবনের বাস্তব বাণীচিত্র (اداب محلّى مصبوغ بصيغة بيئة المصرية)।

মাহমূদ তায়মূরের সম্মুখে ছিল ১ম বিশ্বযুদ্ধ ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসলীলার তিক্ত অভিজ্ঞতা। আর ছিল মিসরীয় সমাজ জীবনের লালিত কুসংস্কার সমূহ। তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে এসবের বিরুদ্ধে শানিত কষাঘাত হেনেছেন। নিজে কোন সমাধান দেননি। কেবল সমস্যার বাস্তব চিত্র পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরেছেন যথাযথভাবে। দূরদর্শী চিন্ত ানায়কের মত পাঠক সাধারণের মনে তিনি জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করেছেন। ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে তাদের বিবেককে তাড়িত করেছেন। কামনা করেছেন তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু।

তিনি তাঁর ছোটগল্পে প্রধানতঃ বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী লেখক মোপাসাঁর (জন্মঃ ১৮৫০ খৃ.) রীতি অনুসরণ করেছেন। সোভিয়েত লেখক আন্তন চেকভ (জন্মঃ ১৮৬০ খৃ.) ও টুর্গোনিভের প্রভাব তাঁর উপর অল্পবিস্তর থাকলেও মোপাসাঁর সাহিত্য তাঁকে আকর্ষণ করেছিল সবচাইতে বেশী।[১৩৩] মোপাসাঁর ন্যায় তাঁর অধিকাংশ গল্প কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের প্রতি বিদ্রুপাত্মক বিদ্রোহে অনিরুদ্ধ। কিন্তু তাই বলে তিনি নিরাশ হয়ে যাননি। বরং গাঢ় মেঘের অন্ত রালে প্রচ্ছন্ন সূর্য্য অপেক্ষমান এমনি এক আশায় চেকভের ন্যায় তিনিও বুক বেঁধেছেন।

‘হুজরার শায়েখ’ গল্পে তিনি যেমন ধর্ম ব্যবসায়ী একদল পীর-ফকিরের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। ‘ছোট ফেরাঊন’ গল্পে তেমনি নগ্ন সভ্যতার অভিশাপে জর্জরিত আধুনিক মিসরীয় নারী-সমাজের প্রতি তীব্র ঘৃণামিশ্রিত ব্যঙ্গ প্রকাশ করেছেন। এমনিভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে নেতারা যখন আন্ত র্জাতিক মানবাধিকার সনদ এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক শান্তি ও সহাবস্থানের নীতি ঘোষণা করলেন। অথচ তা বাস্তবায়নের কোন লক্ষণই দেখা গেল না, মাহমূদ তায়মূর তখন ‘ক্লিওপেট্রা’ নামে তাঁর সাড়াজাগানো গল্প প্রকাশ করলেন।

---

১৩৩. ফের‘আউন ছগীর পৃ. ১৮।

মাহমূদ তায়মূর প্রথম দিকে তাঁর সাহিত্যে মিসরের আঞ্চলিক কথ্য ভাষা (لغة الحِوار او العامية) ব্যবহার করেন। কিন্তু পরে তা পরিহার করে সাধুভাষায় লেখনী পরিচালনাকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। তবে এ বিষয়ে তাঁর নীতি ছিল যে, ভাষা অবশ্যই সরল হ'তে হবে যা সাধারণ মানুষের সহজবোধ্য হবে।[১৩৪]

মাহমূদ তায়মূরের অন্যতম কীর্তি হ'ল আরবী সাহিত্যে বাস্তবতার রীতি (المذهب الواقعى) প্রবর্তন। তিনি সমাজের সমস্যাগুলো প্রকৃত ও সঠিক রূপেই সাহিত্যে স্থান করে দেন। এর ফলে অনেক অপ্রিয় সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ে, যা এতদিন কেবল রঙিন বাগাড়ম্বরের নীচে গুমরে ফিরতো। এ ব্যাপারে তিনি ফরাসী কথা সাহিত্যিক এমিল যোলা'র (إميل زُولا) একটি উক্তি প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন।[১৩৫] সেটা হ'ল যখন ফরাসী সমাজের বাস্তব চিত্র তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরলেন এবং ফ্রান্সের প্রভাবশালী মহল লেখকের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলো, তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'তোমরা তোমাদের ঘর ছাফ করো, আমি আমাদের কলম ছাফ করব' (نَظِّفُوا بُيُوتَكم فأُنَظِّف قَلَمى)। বস্তুতঃপক্ষে মাহমূদ তায়মূর তাঁর সাহিত্যকে যাবতীয় অহেতুক শব্দাড়ম্বর ও কল্পনার রঙিন ফানুস হ'তে মুক্ত রেখেছেন। তিনি তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকর্মকে একটি নির্দিষ্ট ধারায় পরিচালিত করেছেন। সে ধারা রচিত হয়েছে মিসরীয় গণমানুষের সাধারণ জীবনযাত্রাকে ভিত্তি করে। বলা বাহুল্য এটিই ছিল আধুনিক আরবী সাহিত্যে তাঁর সবচাইতে বড় অবদান।

ড. ত্বহা হোসায়েন (১৮৮৯-১৯৭৩) একবার এক পত্রে মাহমূদ তায়মূরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমরা যখন আপনার ছোটগল্প পড়ে শেষ করি তখন মনে হয় আমরা এইমাত্র একটি সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করলাম। যা আমাদের হৃদয়কে অভিভূত করে ফেলে।[১৩৬]

---

১৩৪. শায়েখ জুম'আ, ভূমিকা পৃ. ১৪-১৫।
১৩৫. প্রাগুক্ত পৃ. ১৪।
১৩৬. 'ক্বালার রাভী' এর বরাতে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৭৭, পৃ. ৩৫।

রাশিয়ার ক্রুটকভস্কি অনুরূপ এক পত্রে বলেন, 'আপনার গল্পে সমসাময়িক আরবী সাহিত্যের এক নতুন অধ্যায় দেখেছি। ১৫ বছর পূর্বে যখন মিসরে গিয়েছিলাম, তখন আমি ভাবিনি যে, আরবী সাহিত্যে এমন কিছু সৃষ্টি হ'তে পারে।[১৩৭] অনেকেই তাঁকে মিসরীয় আরবী সাহিত্যে 'আধুনিক ছোটগল্পের জনক' বলেছেন।[১৩৮] কেউ তাঁকে 'আরবী সাহিত্যের মোপাসাঁ' বলেছেন।[১৩৯]

নিজস্ব ভঙ্গী ও স্বকীয়তার জন্য মাহমূদ তায়মূর আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যে এমন একটি আসন অধিকার করেছেন, যাকে কেন্দ্র করে তায়মূরী ষ্টাইলের' অনুসারী একটা আলাদা সাহিত্যিক গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে।[১৪০]

সাহিত্যের প্রতি অসামান্য অবদানের জন্য মাহমূদ তায়মূর ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫১ সালে প্যারিস হ'তে উচ্চ প্রশংসামূলক পুরস্কার পান। তাঁর ৬০তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে মস্কোর প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষালয়ে কেবলমাত্র তাঁরই সাহিত্যকর্মের উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুরূপভাবে তাঁর সাহিত্য ও গবেষণাকর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বুদাপেষ্টের সেমিনারও উল্লেখযোগ্য।[১৪১] ১৯৪৯ সালে তিনি কায়রোর আরবী একাডেমীর সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন এবং পরবর্তী বছর তার সদস্য মনোনীত হন।[১৪২]

১৩৭. শায়েখ গাবীত্ব ১৯৭ পৃষ্ঠার বরাতে প্রাগুক্ত পৃ. ৩৪।
১৩৮. দি মডার্ণ এরাবিক শর্ট ষ্টোরী ১১০ পৃষ্ঠার বরাতে প্রাগুক্ত পৃ. ৩৩, আরবী ছোটগল্প পৃ. ৮৯-৯০।
১৩৯. আধুনিক আরবী সাহিত্য পৃ. ১৩৬।
১৪০. প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৪, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৭৭ পৃ. ৩৩।
১৪১. আরবী ছোটগল্প পৃ. ৯০।
১৪২. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৭৭, পৃ. ৩৪।

আধুনিক আরবী সাহিত্যে তায়মূর পরিবার

সামগ্রিক বিচারে

তায়মূর পরিবারকে আমরা যদি একটি মহীরূহের সঙ্গে তুলানা করি, তবে এই পরিবারের শ্রেষ্ঠ চারজন সন্তানকে চারটি প্রধান শাখা হিসাবে ধরে নিতে পারি, যাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনন্য। যাঁদের প্রতিভার দিকপ্লাবী আলোকে আধুনিক আরবী সাহিত্যজগত হয়ে আছে আলোকস্নাত। সাহিত্যের যে সকল শাখায় তাঁরা অবদান রেখেছেন, সে সকল শাখায় তাঁদের তুলনা কেবল তাঁরাই।

এই পরিবারের সাহিত্যানুরাগী পিতা ইসমাঈল তায়মূর পাশা (১৮১৪-১৮৭২ খৃ.) মোট ছয়টি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকলেও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অপরিসীম। তাঁরই যোগ্য উত্তরাধিকারী সন্তান (১) আয়েশা তায়মূরিয়া (১৮৪০-১৯০২) ও আহমদ তায়মূর পাশা (১৮৭১-১৯৩০) ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে রেনেসাঁ প্রস্তুতি যুগে জন্মগ্রহণ করলেও আয়েশা তায়মূরিয়ার প্রকৃত সাহিত্যিক জীবন শুরু হয় সত্তুর দশকের প্রথম দিকে। যখন আধুনিক আরবী সাহিত্য একটা ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল। সাহিত্যে প্রাচীন পদ্যরীতির অনুসারী হয়েও তিনিই প্রথম আধুনিক টেকনিকে গল্প লেখার প্রয়াস পান। মিসরীয় নারী সমাজ যখন অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম নারীজাগরণের ডাক দেন। কাব্যের বিভিন্ন শাখায় বিশেষতঃ শোকগাথা রচনায় তিনি যে অম্লান স্বাক্ষর রেখে যান, তা তাঁকে আধুনিক আরবী সাহিত্যে শুধু নয়, বিশ্বসাহিত্যে এক উচ্চাসন দান করেছে। হেরেমের অধিবাসী একজন পর্দানশীন মহিলার পক্ষে তৎকালীন মিসরের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজাল ডিঙিয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ জাগরণের ক্ষেত্রে এমন অবদান রাখা বাস্তবিকই এক অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। একাধারে তিন তিনটি ভাষায় লেখনী পরিচালনা তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব।

(২) আহমদ তায়মূর পাশার (১৮৭১-১৯৩০) সাহিত্য সেবার মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামের ও মিসরীয় আরবী সাহিত্যের হৃত উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধার করা। এক্ষেত্রে তিনি যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা তাঁর আমলে তো নয়ই, আগামী কয়েক শতাব্দীতেও পাওয়া যাবে কি-না সন্দেহ।

(৩) মুহাম্মাদ তায়মূর (১৮৯২-১৯২১)। বিদ্যুতের ঝলকের মত যাঁর আগমন বিংশ শতকের প্রথমার্ধে আরবী সাহিত্য জগতকে চমকিত করে দেয় এবং আধুনিক আরবী ছোটগল্পের প্রবর্তক হিসাবে স্থায়ী আসন অধিকার করে।

(৪) মাহমূদ তায়মূর (১৮৯৪-১৯৭৩) আধুনিক আরবী সাহিত্যে মোপাসাঁ হিসাবে কীর্তিত। কি গল্পে, কি নাটকে, কি প্রবন্ধে সকল দিকেই তাঁর পারদর্শিতা দেশে-বিদেশে সর্বত্র প্রশংসিত। এখনও এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সাহিত্য সেবায় মশগুল রয়েছেন।

অতএব বলা চলে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হ'তে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় সোয়াশো বছরের আধুনিক আরবী সাহিত্যের ইতিহাস যেন তায়মূর পরিবারেরই অতুলনীয় অবদানের ইতিহাস ॥

গ্রন্থপঞ্জী

১. এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম। এইচ. এ. আর. গীব এবং অন্যান্য। লীডেন, ব্রীল ১৯৬০।

২. ক্যাসেল্‌স এনসাইক্লোপেডিয়া অব লিটারেচার। সম্পাদক : এস. এইচ. ষ্টেইনবার্গ। ক্যাসেল এণ্ড কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ : লণ্ডন ১৯৫৩।

৩. এনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকানা। ২য় খণ্ড, প্রকাশকাল : যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৪।

৪. আল-মুখতারাত' সংকলক : ফাদার রাফায়েল। ফটোকপি, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫. আল-মুনজিদ (আরবী-উর্দূ অভিধান) প্রকাশক : দারুল ইশা'আত, করাচী-১, প্রকাশকাল : নভেম্বর ১৯৬৭।

৬. ষ্টাডিজ অন দি সিভিলাইজেশন অব ইসলাম। এইচ. এ. আর. গীব। প্রথম প্রকাশ : লণ্ডন ১৯৬২।

৭. ইসলামিক কালচার (ইংরেজী মাসিক) জানু-অক্টো, ১৯৪১। হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ভারত।

৮. 'যিকরা আহমদ তায়মূর বাশা'। প্রকাশক : আহমদ তায়মূর স্মৃতি উদযাপন কমিটি, প্রকাশকাল : কায়রো মার্চ ১৯৪৫।

৯. 'মুহাযারাতুল মাজমাইল ইলমী আল-আরাবী' দিমাশক্ব। ১৯৩১-এর মার্চে প্রদত্ত উস্তায কুর্দ আলীর ভাষণ। প্রকাশকাল : দিমাশক্ব ১৯৫৪।

১০. 'হিলয়াতুত ত্বিরায' দীওয়ানু আয়েশা তায়মূরিয়াহ। প্রকাশক : তায়মূরী প্রকাশনা কমিটি। কায়রো ১৯৫২।

১১. 'তারাজিমু আ'ইয়ানিল ক্বারনিছ ছালেছে 'আশারা ওয়া আওয়ায়েলির রাবে' 'আশারা'। লেখক : আহমদ তায়মূর বাশা, প্রকাশকাল : কায়রো ১৯৪০।

১২. 'আত-তাযকেরাতুত তায়মূরিয়াহ' মু'জামুল ফাওয়াইদ ওয়া নাওয়াদিরিল মাসাইল, লেখক : আহমদ তায়মূর বাশা, প্রকাশকাল : কায়রো ১৯৫৩।

১৩. 'আল-বারক্বিয়াতু লিররিসালাতি ওয়াল মাক্বালাতি'। লেখক : ঐ, প্রকাশক : তায়মূরী প্রকাশনা কমিটি, কায়রো।

১৪. 'যাবতুল আ'লাম' লেখক : আহমদ তায়মূর বাশা, প্রকাশকাল : কায়রো ১৯৪৭।

১৫. 'আল-কেনায়তুল 'আ-মিয়াহ' লেখক : ঐ। প্রকাশক : তায়মূরী প্রকাশনা কমিটি, কায়রো।

১৬. আধুনিক আরবী সাহিত্য, লেখক : আব্দুস সাত্তার, প্রথম প্রকাশ : মুক্তধারা, ঢাকা : সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।

১৭. মডার্ণ এরাবিক লিটারেচার ১৮০০-১৯৭০। লেখক : জন. এ. হেউড প্রথম প্রকাশ : লণ্ডন ১৯৭১।

১৮. 'আলহাজ্জ শালবী ওয়া আক্বাছীছু উখরা' লেখক : মাহমূদ তায়মূর। প্রকাশকাল : কায়রো ১৯৩০।

১৯. 'শায়েখ জুম'আ ওয়া আক্বাছীছু উখরা' লেখক : মাহমূদ তায়মূর, ২য় সংস্করণ, কায়রো ১৯২৭।

২০. 'ফের'আউন ছগীর ওয়া ক্বিছাছুন উখরা' লেখক : মাহমূদ তায়মূর, প্রকাশকাল : কায়রো ১৯৩৯।

২১. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ১৯৭৭। সম্পাদক : শাহেদ আলী। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস, ঢাকা।

২২. 'ক্লিওবেত্রা ফী খানিল খলীলী' লেখক : মাহমূদ তায়মূর, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো ১৯৫২।

২৩. 'হাওয়া খালেদাহ' লেখক : ঐ। প্রকাশকাল : কায়রো ১৯৪৫।

২৪. 'ইবনু জালা' লেখক : ঐ। প্রকাশকাল : কায়রো ১৯৫১।

২৫. 'শাবাব ওয়া গানিয়াত' লেখক : ঐ। প্রকাশকাল : কায়রো ১৯৫১।

২৬. আরবী ছোটগল্প। অনুবাদ : আ. কা. আদমুদ্দীন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৪।

২৭. মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস। আশরাফ উদ্দীন আহমদ। প্রথম প্রকাশ : বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৬।

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। ২. ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। ৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ২৫০/=। ৪. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। ৫. ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৭ম সংস্করণ (৩৫/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩৫/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ৪র্থ প্রকাশ (৬০/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা, ৩য় সংস্করণ (২৬০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট (২০/=)। **৫৩.** বিবর্তনবাদ (২৫/=)। **৫৪.** ছিয়াম ও ক্বিয়াম, ২য় সংস্করণ (৭০/=)। **৫৫.** তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ (৩০/=)। **৫৬.** মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে, ৩য়

সংস্করণ (১২০/=)। **৫৭.** আল্লাহকে দর্শন (২৫/=)। **৫৮.** প্রাথমিক বাংলা শিক্ষা (৩৫/=)। **৫৯.** আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার (৫০/=)। **৬০.** শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রস্তাবনা সমূহ (৬০/=)। **৬১.** আধুনিক আরবী সাহিত্যে তায়মূর পরিবারের অবদান (৪০/=)।

সম্পাদনা : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২৫/=। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান (৩৫/=)। **৩.** ভারতবর্ষে জিহাদ আন্দোলন : আহলেহাদীছ ও হানাফী আলেমদের ভূমিকা (৬৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৪র্থ প্রকাশ (১৫/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো'আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৪০/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)। **৮.** মুমিনের বাসগৃহ কেমন হবে? (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (৩০/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২০/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। **১১.** আত্মসমালোচনা (৩০=)। **১২.** তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (২০/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। **২.** শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২৫/=। **৩.** এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)। **৪.** ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ১. ইসলামী শরী'আতে ঋণের বিধান (৩৫/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩৫/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (৩০/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/= **৬.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৭.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৮.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৯.** মাসনূন দো'আ ও যিকর (পকেট সাইজ) ৩০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ২১টি।

হা.ফা.বা. শিক্ষাবোর্ড-এর জন্য প্রণীত বই সমূহ : (শিশু শ্রেণীর জন্য) ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/=)। **২.** শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। **৩.** শিশুর গণিত (৩০/=)। **৪.** শিশুর আরবী (৩০/=)। **৫.** শিশুর দ্বীনিয়াত (৩০/=)। **(১ম শ্রেণীর জন্য) ৬.** সহজ আরবী (৩৫/=)। **৭.** সহজ বাংলা (৩৫/=)। **৮.** সহজ ইংরেজী (৪০/=)। **৯.** সহজ গণিত (৩৫/=)। **১০.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **(অন্যান্য) ১২.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১৩.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১৪.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১৫.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১৬.** সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১৭.** সোনামণিদের মাসনূন দো'আ শিক্ষা (৪৫/=)।